Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেণ্ট)

PRESENTED

স্মরণে

LIBRARY
No. 7/122
Shri Shri ... Ashram
BANARAS 3/3/0

শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

" 'তাক্ তেরে কেটে তাক্' বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজান কঠিন। সেই রকম ধর্ম্মকথা বলা সোজা, কাজে করা বড় কঠিন।

গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি– গাঁট। বিবেক-বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে বই পড়ে দাম্ভিকতা, অহংকারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

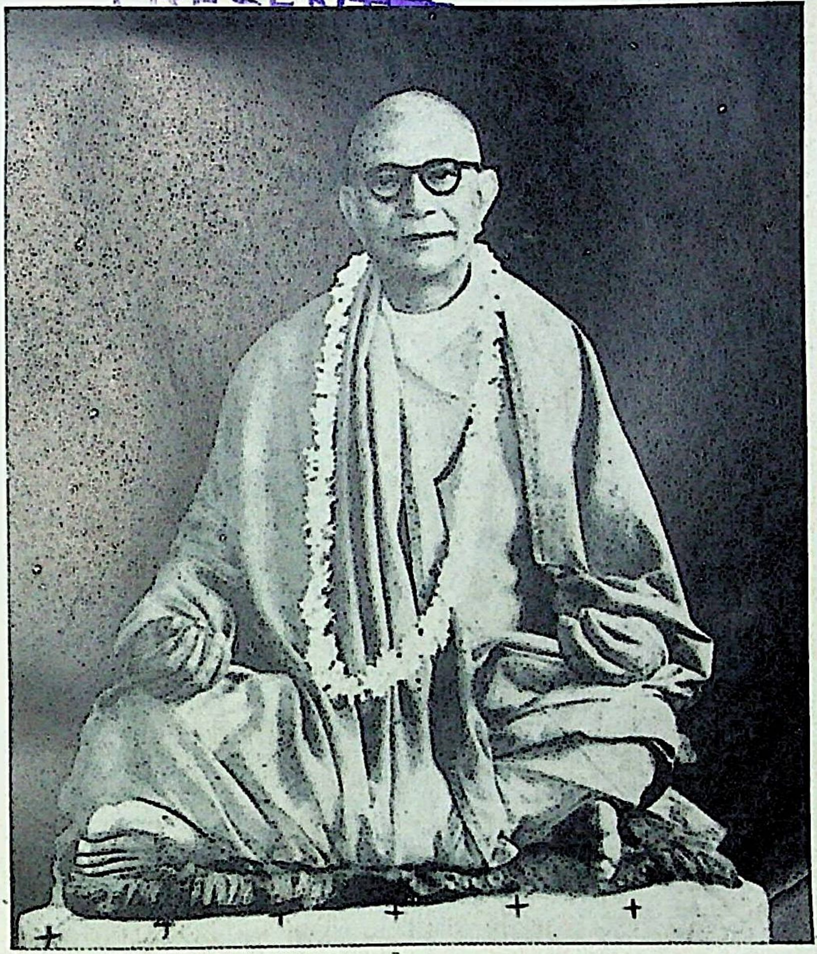

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

জন্ম ঃ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০, বুধবার
১৩ জুন, ১৮৮৩

মহাসমাধি ঃ ১লা আষাঢ়, ১৩৬৯
শনিবার, ১৬ জুন, ১৯৬২
সকাল ৯টা ৭মিঃ

(বয়স ৮০ বৎসর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেন্ট)

স্মরণে

LIBRARY
No. 1
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS 3/310

প্রথম সংস্করণ :—মহারাজের শুভ ৮১তম জন্মতিথি, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৭০, বৃহস্পতিবার অষ্টমী (30-5-63)

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) :—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ১১১তম
জন্মতিথি, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
শনিবার (7-12-63)

শ্রী করালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
ও
অনেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :—
শ্রীসুনীলকুমার বাক্‌চী
৬৬/বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৩

প্রাপ্তিস্থান :—
"লক্ষ্মীভিলা"
১০।৬০ দেশপ্রাণ সাসমল রোড
কলিকাতা-৩৩,
প্রকাশকের ঠিকানা এবং
নাগ বুক হাউস
১০/৪ সি, দেশপ্রাণ সাসমল রোড,
কলিকাতা—৩৩

(লেখক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য ১·৫০ এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মুদ্রাকর :—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস,
৬/১, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণে

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

বর্ত্তমানে পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ।

LIBRARY
No.
Shri Shri ... Ashram
BANARAS 3/310

প্রথম ভাগ

মহারাজের বাল্য জীবন
" কর্ম্ম জীবন
" দিব্য জীবন এবং
তাঁর অমূল্য উপদেশাবলী

শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগ

"স্মৃতিপূজা" ● শ্রীমতী উমা দেবী।

তৃতীয় ভাগ

"বাবাকে যেমন দেখিয়াছি" ● মীরা মিত্র।

চতুর্থ ভাগ

"আমি যা পেয়েছি" ● শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্ত

পঞ্চম ভাগ

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ লিখিত বহু পত্রাবলীর মধ্যে কয়েকটী মাত্র ও ইংরাজী ভাষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পুস্তকে ব্যবহৃত

ঠাকুর	অর্থে	যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব
মা	"	শ্রীমা সারদা দেবী
স্বামিজী	"	বিবেকানন্দ স্বামী
আমার মহারাজ	"	শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/310

জয় শ্রীগুরুমহারাজ জী কী জয়।

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

"শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণে"র প্রথম সংস্করণএ চলতি বৎসরে (১৩৭০ সন) তাঁর পুণ্য জন্মতিথি উৎসবের সময় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বল্প কালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ যে এতটা আদরের সহিত ঐ ছোট্ট পুস্তিকা-খানি গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা ভক্ত মাত্রেরই পরম আনন্দের কথা। কতক-গুলি অনিবার্য্য কারণে প্রথম সংস্করণে বহু মনোরম স্মৃতি কাহিনী গুলি সংযোজিত হয় নাই, তজ্জন্য এবার ঐগুলির নূতন সংযোজনায় পুস্তকখানির যথেষ্ট সংস্কার সাধিত হইয়াছে এবং কলেবরটিও রসে ও বর্ণমাধুর্য্যে বিশেষ সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে, তাহা পাঠক মাত্রেই এবারে নিশ্চয় বুঝিবেন।

মহারাজের জীবনী ও ধর্ম্ম-জীবন গঠনের সহায়তা করে এমন সব উপদেশ-মূলক বাণীগুলি জানিবার এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ভক্তদের প্রাণে জাগিয়াছে। তাঁহাদের সমস্থামন্থর হাওয়াটাকে শ্রীগুরুর ধারাবাহিক অনুধ্যান-রসে একটু হাল্‌কা ও মোলায়েম করাই—মনে হয়, লেখকের 'মিশন।' দীর্ঘ-বিলম্বিত প্রস্তুতি-পর্ব্ব সমাপনান্তে তিনি 'শ্রীমৎস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণের' রচনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও বহু যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন ঐ মহাত্মার জীবনেতিহাসের উপাদানগুলি—যাহা কালানুক্রমিক ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে এই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম ভাগে—তজ্জন্য ইহার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।

কৌতুক ও-রঙ্গরস থেকে অতি উচ্চাঙ্গের রসিকতা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও পর্য্যায়ের হাসি এবারে লেখক তুহাতে ছড়িয়ে চলেছেন। মহারাজ সম্বন্ধীয় স্মৃতির বর্ণনায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভারও আভাষ পাওয়া যায়। তাঁর লেখনী যেমন মধুক্ষরা, তাঁর শিল্প মনের রস পরিবেশনের ভঙ্গিটিও তেমনি অভিনব ও বেশ উপভোগ্য।

পরিবেশনের গুণে লেখক অতি সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন করে ঐ মহাপুরুষের জীবন-আলেখ্যের বিভিন্ন দিক দেখাইবার যে প্রয়াস পাইয়াছেন—তাতে তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তার সঙ্গে যোগ দিয়াছে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের আতসবাজি ও কৌতুকাবহ বর্ণনার ফুলঝুরি।

'শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ স্মরণে' লেখকের পরিচয় প্রকাশকের প্রথম নিবেদনে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে ঐ মহাপুরুষের মন্ত্র-শিষ্য ও তাঁর একজন বিশেষ প্রিয় ভক্ত—এই পরিচয়ের শ্রেষ্ঠত্বে আপনারা সকলেই একমত হইবেন, আশা করি।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে আপনারা উপভোগ করিবেন শ্রীমতী উমা দেবীর লিখিত মহারাজের 'স্মৃতি-পূজা'। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মণ্ডলীর সুপরিচিতা। 'শ্রীমৎস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণের' লেখক শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের ধর্ম্ম-প্রাণা সহধর্ম্মিণী। তিনি মহারাজের কত প্রিয় ও আদরের কন্যা ছিলেন তাহা তাঁর লেখায় সুপ্রকাশ। এতে একান্ত ব্যক্তিগত ও আমার-আমার ভাবে ভাবিত পারিবারিক-ঘরোয়া আলাপ আলোচনার বিষয়গুলিও ইষ্টকে কেন্দ্র করে কেমন হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত।

শ্রীমা বলতেন—"মেয়েরা কি শুধু থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড় করতে এসেছে ? তাদেরও কিছু করতে হ'বে।" তাই শ্রীমতী উমা দেবী তাঁর অনুরাগে গুরুদর্শন, স্পর্শন ও আলাপনের প্রেম ও ভক্তিমূলক দিব্য স্মৃতিগুলি—যাহা এতদিন মনের মণি-কোঠায় সযত্নে রক্ষিত ছিল—তাহাই ভক্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজকে ভক্তিভরে উপহার দিয়েছেন একটির পর একটি মালা রচনা করে।

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিলে কি অবস্থা হয়—“পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, মূর্খও পণ্ডিত হয়”—অধুনা এ লেখাই তাঁর কৃপার এক স্নেহময় স্বাক্ষর। এ রচনার মাধুর্য্য ও সাবলীল ভঙ্গী প্রকাশে কেন অক্ষম—তা গুণী পাঠক ও পাঠিকাগণ সহজেই উপলব্ধি করিবেন। সুন্দর সুন্দর কথা ও বাক্য-ছটায় মূল বস্তুকে মোটেই ঢেকে ফেলেনি বরং তাঁর লেখনীর স্পর্শে মহারাজ প্রসঙ্গীয় অনুধ্যান-রূপ কুসুমগুলি ফুটে উঠেছে যেন শতদল পদ্মের মত। তার আঘ্রাণে ভক্তমণ্ডলী উপকৃত হইবেন—এ বিশ্বাস রাখি। তিনি এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে স্ব-লিখিত ‘স্মৃতি-পূজা’ ছাপাইবার অনুমতি দিয়া আমাদের সকলকেই ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

তৃতীয় ভাগে সুধী সমাজ পাইবেন আগরতলার শ্রীযুক্তা মীরা মিত্রের লিখিত এক সুন্দর কাহিনী—“বাবাকে যেমন দেখিয়াছি”। মর্ত্তের চির-প্রবহমান জীবন-নির্ঝরিণীর তটপ্রান্তে বসে তাঁর শ্রীগুরু মহারাজের পবিত্র স্মৃতির উপহারে তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনিও ঐ মহারাজের স্নেহপুষ্টদের অন্যতমা। ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথার মধ্য দিয়া জীবনের যে সব অশ্রু-হাসির কাহিনী নিতান্তই সহজ সরল হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখনী মুখে। তিনি স্বীয় জীবনের সুরের সঙ্গে সঙ্গত করে ঐ মহারাজের জীবন-বীণায় কড়ি ও কোমলে যে কয়েকটি সুরের আলাপ করেছেন—তা অনুরাগী ভক্তবৃন্দ নিশ্চয়ই আস্বাদান করিবেন। শ্রীগুরু মহারাজের শুচিশুভ্র পরিহাস রসিকতা তাঁর নাতিদীর্ঘ রচনাকে করেছে সরস ও প্রসাদগুণান্বিত।

চতুর্থ ভাগে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী এঁকেছেন মহারাজের দরদী মনের একটি নিখুঁত চিত্র। দুর্ব্বল আধার বিশেষে নির্জ্জলা উপোস ও তীব্র কৃচ্ছ্রসাধন ব্যাপারটি স্নেহপরায়ণ মহারাজ যে মোটেই পছন্দ করিতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা—তা তাঁহার সংলাপেই বুঝা যায়। সহজ সাধন প্রণালীর ইঙ্গিত দিয়ে তিনি অনেককেই ধন্য করেছেন। তন্মধ্যে এ রচনার অনুরূপ মৌলিক ঘটনাটি যেন এক উজ্জ্বল তারার মত সাক্ষ্য দিচ্ছে।

পঞ্চম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের উদ্দীপনাময় চিঠিগুলি। তাতে আছে তাঁর সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ, অমূল্য উপদেশ, সান্ত্বনা ও সাধনা-মূলক ভাবের এক দিব্য-প্রেরণা (Divine Inspiration)—যাহা পঠন মাত্রেই ভক্তের মহা-কল্যাণ হইবে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ৺কাশীতে প্রদত্ত কর্ম্ম-যোগ সম্বন্ধীয় মহারাজের ইংরাজী ভাষণটি এই পুস্তকের এক বিশেষ আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শ ও কার্য্যাবলী তাতে কত সহজ ও সরলভাবে বুঝিয়েছেন পরমহংস-দেবের জীবন-আলেখ্যে।

ইহাতে সন্নিবেশিত পত্রগুলির জন্য এবং মহারাজের ইংরাজী ভাষণটির লিপিদানের জন্য গুরুভ্রাতা-ভগ্নিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মহারাজ প্রসঙ্গীয় স্মৃতি-চয়ন অতি আদরের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী। মহারাজ স্মরণের পাঠ বিশুদ্ধ রাখিবার যথাসাধ্য যত্ন করা সত্ত্বেও যদি কোন ভুল, ত্রুটি থাকে সুধী ও ভক্ত পাঠক ও পাঠিকাবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে প্রকাশক উপকৃত ও বাধিত হইবে।

শুনিয়া সকলেই সুখী হইবেন যে লেখকের সংকল্প অনুযায়ী প্রথম সংস্করণের মত এবারেও এই পুস্তকের যাবতীয় বিক্রয়-লব্ধ-অর্থ বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের 'ঠাকুর ও মায়ের' সেবায় উৎসর্গিত হইবে। পুস্তক মুদ্রণের দুই সংস্করণেরই সমস্ত ব্যয় লেখক নিজেই বহন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের অগণিত আশ্রিত ভক্তদের জন্য ইহার মূল্য নামমাত্র ধার্য করা হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার ভক্তমাত্রেরই কাম্য এবং ঘরে ঘরে ইহার আদর হইবে বলিয়া, আশাকরি।

শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবস
সোমবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
(ইং ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৩)

বিনীত
প্রকাশক

প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লোকান্তরিত অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য হুগলী জেলার অন্তঃপাতী মামুদপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সহিত গত বৎসর জুন মাসে কলিকাতার 'পার্ক নার্সিং হোমে' আমার প্রথম আলাপ হইয়াছিল—মহারাজের মহাপ্রয়াণের তিন দিবস আগে। নিকটস্থ একটি চায়ের দোকানে আলাপ জমিয়াছিল। ক্ষণিক আলাপে এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে তিনি মহারাজের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্তের অন্যতম। তদবধি আমি তাঁহাকে বাছিয়া ধরিয়াছিলাম। তাঁহার ভিতর মহারাজের যে ভাব-সম্পদ লুক্কায়িত আছে, তাহা কিরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। তাঁহাকে কলম ধরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতাম—তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। "আমার লেখা আবার কে পড়িবে?" একদিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখি মহারাজ প্রসঙ্গীয় অনুধ্যান লিপির নমুনা। নমুনা দেখিয়া আমার চমক লাগিল। যে কখনও কলম হাতে করে নাই; কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরাজীতে ছাড়া যিনি বাংলাতে একখানা চিঠি লিখিতেও অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি একেবারে এমন লিখিবেন, ইহা মনেও ভাবি নাই।

সে কি অপূর্ব্ব ভাষা, মহারাজের অনুধ্যানের উপাখ্যানগুলি বুঝাইবার সে কি অপরূপ ভঙ্গী। ঠিক যেন পরমহংসদেবের বর্ণিত "সার্জ্জেন্ট সাহেবের আলোটির আলোয় রাত্রে ভক্ত পথিকের মুখ দেখা এবং যেন সাত ফোকরওয়ালা বাঁশীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী বাজানো।" "বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণে" নামক এই গ্রন্থটির পরিচয় দিতে আমার বিদ্যাবুদ্ধি কুলাইবে না, তবে যে সাহস করিয়াছি তাহার কারণ, ইহার বিষয় অতি উচ্চ অনুধ্যানের কথা হইলেও ব্যাখ্যান ও রচনাভঙ্গিতে ইহা এক শ্রেণীর সাহিত্যে পদবীতে পেঁাছিয়াছে। এইরূপ রচনার ঠিক মূল্যায়ন করা আমার সাধ্যাতীত। "উপনিষৎ হইতে জীবনে যে সান্ত্বনা পাইয়াছি, মরণেও তাহাই পাইব"—এমন কথা আমি বলিবার অধিকারী নই, তবে এ গ্রন্থে তেমন 'সান্ত্বনার' কথা আছে, যাঁহারা তাহা চান, তাঁহারা নিশ্চয়ই পাইবেন।

লেখক ইষ্টানুসন্ধানে গভীর ডুব দিয়াছেন। ইষ্ট অনুধ্যানরূপ তত্ত্বকে শ্রীগুরুর অনুধ্যানের মাধ্যমে সকলের হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন; সেই ঈশ্বর-জিজ্ঞাসাকে মানুষের জীবনের উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন। সাহিত্যে আমরা জীবন ও মানুষের নিয়তিকে নানারূপে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখি। উক্ত মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল অনুধ্যানের কুসুমগুলি লেখক সযত্নে আহরণ করিয়াছেন তাহাতে বিরাট বহুমুখী চিন্তাধারাকে একটি সুসম্বদ্ধরূপে পরিণত করা হইয়াছে। **Colour** ও **Mystic perfume,** অর্থাৎ নেত্র সুখকর বর্ণমাধুরী (রূপ-রস) এবং ভাব-রাজ্যের পুষ্প সৌরভ ইহাতে আছে এবং সবচেয়ে বড় যাহা সেই নিখিল ভক্তমনের চিরন্তন আকুতি ইহাতে এক সুগভীর ছন্দে স্পন্দিত হইয়াছে। এ গ্রন্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ... Shri Shri ... BANARAS ... Ashram 7/122

পাঠে মহারাজের অদর্শনজনিত বিয়োগ-ব্যথা কথঞ্চিত শান্ত হইবে—এরূপ ভরসা রাখি।

পাঠক-পাঠিকাগণ আরোও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন যে, লেখক অতি পরিচিত প্রিয়জনের মত মহারাজের দিব্য আলাপন শ্রবণ করাইতেছেন। এ যেন গ্রন্থপাঠ নয়, সেই আলাপ শ্রবণ। এই অতিশয় ব্যক্তিগত ভঙ্গিটি একটি বড় সাহিত্যিক লক্ষণ না হইলেও ইহার একটি মর্মস্পর্শী আকর্ষণ আছে। মহাপুরুষের প্রসঙ্গ বলিয়াই কি এমন হৃদয়গ্রাহী হয়? তাহার কারণ, এই রচনার মূল প্রেরণা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞান নয়—প্রেম। লেখক নিজে শুষ্ক জ্ঞানমার্গী নহেন, তিনি প্রেমিক। মহারাজের ভাবামৃত যে তিনি নিজে আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের তীব্র পিপাসা শান্ত হইয়াছে, তিনি অপরকেও তাহা পান করাইতে চান। একটা উচ্চ আসন হইতে মানুষকে জ্ঞান-বিতরণ নয়—এ যেন তাহাদিগকে বুকে জড়াইয়া সেই রস পান করাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। তিনি যেন নিজের সেই বেদনা অপরের মধ্যেও অনুভব করিয়াছেন। তাই সরল ভাষায় রস-পরিবেশনের ভঙ্গিটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তিনি দিবানিশি মহারাজের অনুধ্যানের নেশায় 'Diluted' হইয়া রহিয়াছেন। এই গ্রন্থপাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী নেশারও আস্বাদন পাইবেন, একথা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

তারাকীর্ণ নিশীথ আকাশের সুন্দর ও গম্ভীর মহিমা আমাদের চিত্তকে যেমন শান্ত ও নির্ম্মল করে—অনন্তের সেই জ্যোতির্ম্ময় বিস্তার দর্শনে আমরা যেমন অন্তরে একটি মহিমা বোধ করি—এই গ্রন্থে মহারাজের অনুধ্যানগুলি চিন্তা করিয়া—মহাপুরুষের বিরাটত্বকে এইরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের চিত্তের কিঞ্চিৎ সমুন্নতি অসম্ভব নয়। আমরা যদি কোন জ্ঞানলাভ নাও করি—আমাদের বিশ্বাস ও আস্তিক্য বুদ্ধি দৃঢ়তর নাও হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি এ-গ্রন্থ পাঠের ফলে আমাদের মনের স্বাস্থ্য যে কিছু বৃদ্ধি পাইবে, একটা বায়ু পরিবর্ত্তনের মত ফললাভও যে হইবে, আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ, আমার সহিত একমত হইবেন।

লেখক অনুরাগের প্রদীপ জালিয়া তাঁহার নিজস্ব জীবন-দেবতার অনুধ্যানের ছলে যে ভাবে আরতি করিয়াছেন আসুন, আমরাও অনুরূপ স্ব স্ব ভাবে সেই বিরাট 'আত্মার' স্মরণ মনন করি। আমার নিজের কথা এইখানেই শেষ করিলাম।

এই গ্রন্থে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি আছে, পণ্ডিত ও ভক্ত পাঠকগণ তাহা যেন নিজগুণে সংশোধন করিয়া লন। এই প্রসঙ্গে আমার একটু ঋণ স্বীকার করিবার আছে। এ গ্রন্থে উদ্ধৃত অনুধ্যানগুলির মূল প্রসঙ্গ, স্থান কাল বা আকর নির্ণয় করিতে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের যৌবনের একখানি ছবির জন্য আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইহাতে অনুলিখন, সম্পাদন ও মুদ্রণ-ত্রুটী থাকিলে অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাগণ যেন নিজগুণে মার্জ্জনা করেন।

বুদ্ধপূর্ণিমা দিবস
২৪শে বৈশাখ, বুধবার
১৩৭০ সন।

বিনীত—
প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণে

LIBRARY
No. 3/310
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ (পৃঃ ১—১২১)

"শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণে"

—শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম	দিব্য স্মৃতির অনুধ্যান	১
দ্বিতীয়	শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ (ইং ১৮৮২—১৯২৬)	৮
তৃতীয়	মোরাবাদি আশ্রমের নির্জ্জন পরিবেশে (ইং ১৯২৭—১৯৫২)	১৮
চতুর্থ	বেলুড় মঠে (ইং ১৯৫৭—১৯৬০)	৪০
পঞ্চম	৺কাশীধামে (ইং ১৯৬০—১৯৬২)	৬৬
ষষ্ঠ	জয়রামবাটী	১০৩
সপ্তম	বেলুড় মঠে ও কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে (ইং ১৯৬২)	১০৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় ভাগ (পৃঃ ১২৩—২৫৮)

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	"স্মৃতিপূজো"—শ্রীমতী উমা দেবী।	
প্রথম	মুখবন্ধ	১৩১
দ্বিতীয়	প্রথম শুভ যোগাযোগ	১৩৪
তৃতীয়	শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে শ্রীগুরু মহারাজ	১৪৮
চতুর্থ	১৩৬৮ শুভ পয়লা বৈশাখে শ্রীশ্রীগুরুর কৃপায় অনুরাগে ৺কাশীতে শ্রীগুরু দর্শন	১৫৪
পঞ্চম	৺কাশীতে শ্রীগুরু মহারাজের পুণ্য সঙ্গ-সুখানন্দের স্মৃতি	১৭২
ষষ্ঠ	শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে পৃথিবীর বাইরে—মুক্ত ক্ষেত্র ৺কাশীতে শিবরাত্রে	২২০
সপ্তম	হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীগুরু মহারাজের শেষ পদার্পণ	২৪৩
অষ্টম	বেলুড় মঠে অষ্টম প্রেসিডেণ্টের ভূমিকায় শ্রীগুরু মহারাজের আগমন এবং শেষ দর্শন দান	২৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় ভাগ (পৃঃ ২৫৯—২৭৮)

"বাবাকে যেমন দেখিয়াছি"—মীরা মিত্র।

চতুর্থ ভাগ (পৃঃ ২৭৯—২৮৬)

"আমি যা পেয়েছি"—শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্ত।

পঞ্চম ভাগ (পৃঃ ২৮৭—৩২৩)

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ লিখিত
বহু পত্রাবলীর মধ্যে কয়েকটী মাত্র ও
ইংরাজী ভাষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেন্ট)

স্মরণে

প্রথম ভাগ

(মহারাজের বাল্য জীবন, কর্ম্মজীবন, দিব্যজীবন এবং
তাঁর অমূল্য উপদেশাবলী)

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি আমার ইহকাল, পরকাল ও সর্ব্বস্ব

সেই

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের

অহৈতুকী কৃপা ও আশীর্ব্বাদের পুণ্যস্মৃতিকল্পে
অশ্রুভারাক্রান্ত-হৃদয়ে
দর্শনলাভের জন্য আকুলতাপূর্ণ
ভক্তি অর্ঘ্যসহ
শ্রীগুরু-ইষ্টের চরণে
অর্পিত হইল।

"ওহে রাজ-রাজেশ্বর, দেখা দাও।
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কলুষ-কলঙ্কে তাহে, আবরিত এ হৃদয় ;
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃত-সঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়ে লও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায়

ভূমিকা

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের তিরোধানের পর সাপ্তাহিক ধর্ম্ম-সভায় কাশীপুর, উদ্বোধন ও বলরাম মন্দিরে দেখা হ'লেই আমার গুরুভাই শ্রীসুনীল কুমার বাকৃচি বলতে থাকেন যে সাধুদের মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে পবিত্রানন্দ মহারাজের উদ্বোধন পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৬৯ সংখ্যা) লেখা বেরোল—এখন ভক্তদের মধ্যে থেকে তাঁর কথা কিছু প্রকাশ করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে আরও জনকয়েক গুরুভাই মিলে তাঁরা আমাকেই বিশেষভাবে ধরে বসেন। তখন আমি বলি যে দিনের দিন ঘটনাতো কিছুই লেখা নেই; তবে এদিক ওদিক থেকে কিছু সঠিক তারিখ এবং স্মরণীয় কতকগুলি ঘটনা আমি যুগিয়ে দিতে পারি—একজন লেখক সংগ্রহ করুন। নইলে আমারতো কি হিল্লোল, কি কল্লোল ছাড়া সাগর-বর্ণনা ব্যক্ত করার মত অন্য কোন ভাষা যোগাবে না। আমার অক্ষমতার কথা উড়িয়ে দিয়ে ভক্তপ্রবর সুনীল ভাই বললেন, "ঠাকুরের বর্ণিত তামাক সাজার আগুন আনবারও কি অযোগ্য ভক্ত আপনি?" এই বলেই তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেবে যাবার সময় একটা target date বেঁধে দিয়ে বললেন, "সামনের রবিবারে আপনার বাড়ীতে এসে যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুটা লেখা হয়েছে দেখতে পাই।" এই তাগিদের থেকেই সুরু হয় এই সামান্য লেখাটুকু। সুনীলবাবুর কাছ থেকে এই বিষয়ে যে উৎসাহ এবং সাহায্য পেয়েছি সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যা লিখেছিলাম দ্বিতীয় সংস্করণেও সেই একই কথা যে এই লেখার মধ্যে যাতে অতিরঞ্জিত কিছু না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আবার ভয়, এই বুঝি মহিমান্বিতকে খর্ব্ব করে ফেললাম। মহারাজের সম্পূর্ণ জীবনী লেখার দুঃসাহস আমার মোটেই নেই। তাঁর অমূল্য উপদেশগুলি ঘটনাবলীর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশ করা, ইহা আমার প্রচেষ্টা মাত্র। তাও personal অনেক কিছু এসে পড়ে বলে বহু ঘটনাই বাদ দিতে হয়েছে। ভক্তদের এইসব ঘটনা এবং মহারাজের কিছুকিছু কথাবার্ত্তা নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে। এমনও অনেকে আছেন যাঁদের একাধিকবার মহারাজের শ্রীমুখে এই সব কথা শোনবার সৌভাগ্যও হয়েছে। পাছে এই মহামূল্য উপাখ্যানগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য এই পুস্তকে একত্র লিপিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টামাত্র করেছি।

আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তাঁর কাজ—তিনি যেমন করাবেন তাইতো হবে। আমি মহারাজের দাস—এই আমার একমাত্র পরিচয়। সঠিক তথ্য আহরণ করে শ্রীগুরু মহারাজের অফুরন্ত কৃপা বিতরণের কাহিনীর কণামাত্র প্রকাশ করার বাসনা আমার জেগেছে। নিজের নাম প্রচার করা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সঙ্গে বইখানির বিক্রয়-লব্ধ অর্থের মোহ থেকে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রত্যেকখানি পুস্তকের বিক্রয়-মূল্য পূর্ব্বের ন্যায়ই বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ঠাকুর ও মায়ের সেবায় উৎসর্গিত হবে।

প্রথম সংস্করণে তাড়াহুড়ো করে মহারাজের বাল্য-জীবন এবং বারাণসী, জয়রামবাটী ও মোরাবাদির ঘটনাবলী কিছুই লিখে উঠতে পারিনি। তাঁরই কৃপায় এখন ঐ সব পুণ্য ভূমি থেকে ভাগ্যক্রমে সামান্য কিছুকিছু পেয়েছি। কোন তথ্যই আমার কপোল-কল্পনা নয়। সেই সব ঘটনা এই সঙ্গে সন্নিবেশ করে পাঠের সুবিধার জন্য বইখানিকে পরিচ্ছেদ অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছি।

দেহের ক্ষুধার ন্যায় আর এক প্রকারের ক্ষুধা তো আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সাংসারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ঠেকে, অথবা দেখে, নয়তো বা শুনে জাগ্রত হয় সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা! তখনই মানুষ ছোটে অধ্যাত্ম-সম্পদের ভাণ্ডারীর সন্ধানে। ভগবানকে পাবার পথের যিনি নির্দ্দেশ দেন—তাঁর স্মৃতিতে সদাই ভরপুর থাকা, প্রতিটি ঘটনায় এবং মহাবাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করা ইত্যাদি স্বীয় স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন।

সেই প্রয়োজন-বোধকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই সামান্য আয়োজনটুকু। অনুরাগী ভক্তবৃন্দের যদি এই বইখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের নিশিদিন অনুধ্যানের কিছুটা সহায়ক হয় তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর কৃপায় আমার জীবনের বাকি দিনগুলি মহারাজের নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহে ও অনুধ্যান রচনায় এবং তাঁর একান্ত প্রিয় বিষয়-বস্তুর কিঞ্চিৎ বিকাশ সাধনে জাগরূক থাকে। ইতি—

"লক্ষ্মীভিলা"
১০।৬০, দেশপ্রাণ শাসমল
রোড, কলিকাতা-৩৩
ইং ১-১০-৬৩

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পদাশ্রিত
দাস—
শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ | ৩/৩১০

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী স্মরণে

দিব্য স্মৃতির অনুধ্যান

শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্ণিত সেই লাঙ্গল-হেলেগরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিতের মতই আমিও একজন সুপণ্ডিত। বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির (ইং ১৬।৬।৬২) পর থেকেই প্রাণের ভেতরটায় যেন "হাঁচোড়-পাঁচোড়" করতে থাকে যে সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধে সামান্য যা জানবার মহাসৌভাগ্য আমার হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ করি, কিন্তু এতদিন সাহসে কুলায়নি। আমি অতি অল্পদিনই তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করেছি। তাছাড়া আমি অভাগা—সবদিন তো আর আমি যেতে পারিনি, তাই সব উপদেশ আমার শোনাও হয়নি। তিনি প্রেসিডেণ্ট হয়ে বেলুড়ে আসার পর আমার একরকম যাওয়াই হয়নি বলা চলে। যা হারিয়েছি তা আর ইহলোকে পাব না। সাধু ও ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ঘনিষ্ঠভাবে বহুদিন তাঁর সঙ্গ করেছেন এবং মহারাজের কত কথাই তাঁদের জানা আছে। আমি কোন কিছু লিখব মনে করলেই কালি কলম আমার সঙ্গে বরাবর বিদ্রোহ করে থাকে। তাই এই দুঃসাহসিকতার জন্য সকলের নিকটে প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মোরাবাদি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয়রামবাটী, বারাণসী এবং বেলুড় মঠে আমি নিজে যা দেখেছি এবং শুনেছি তাই নিবেদন করছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্ণিত যে উপমাগুলির পুনঃপুনঃ উল্লেখ মহারাজের শ্রীমুখে শুনেছি আমিও সেইগুলিকে অবলম্বন করেই আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজাতো হয় একমাত্র এই বিশ্বাসই আমার পাথেয়।

স্বামিজীর কথায় বলি যে এই পুস্তকখানিতে যদি কিছু ভাল কথা থাকে বা ভক্তদের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হয়, তাতে আমার কোনই গৌরব নেই—সে সবই আমার গুরুদেব, আমার আচার্য্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট এবং আমার প্রাণের দেবতার কথা। যা কিছু বলপ্রদ, মৃত-সঞ্জীবনী সুধা-পূর্ণ, যা কিছু পবিত্র সবই তাঁর প্রেরণা, তাঁরই বাণী এবং তিনি স্বয়ং।

তিনিই আমাকে কায়মনোবাক্যে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করেছেন বটে—কিন্তু আমার দ্বারা আর কি সম্ভব? তাই অনেক কিছুই দোষযুক্ত, কাঁচা কথা, মৃদু কটাক্ষ ইত্যাদি এই লেখার মধ্যে হয়তো বা আছে। সে সবই আমার এবং দায়ীত্বও আমার।

'সর্ব্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় বিভোর' মানুষটীর সম্বন্ধে কিছু লেখা আয়াস-সাধ্য নয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন যুবক জিতেনকে মাদ্রাজ মঠে প্রেরণ করেন তখন লিখেছিলেন, "একজন সাধু পাঠাইতেছি যে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় বিভোর।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মানস-পুত্রের উক্তি—সেতো সাক্ষাৎ ভগবানেরই কথা। স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মানন্দজীর মুখনিসৃত বাণী—সে যে বেদ বাক্য—বৃথায় যাবারতো নয়। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের পরবর্ত্তী জীবনে সেব্য-সেবক ভাব, রস-রসিকের ভাব, আস্বাদ্য-আস্বাদকের ভাব, ভক্তি-ভক্তের ভাব, প্রেম-প্রেমিকের ভাব এবং পূত ঘটনাবলী ঐ কথাই সপ্রমাণ করে। শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়ে সেজে থেকেছেন —মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজও ছিলেন আমাদের 'মা'—সকল মেয়ের মধ্যেই তিনি শ্রীমায়ের ছায়া দেখতেন। তাঁরই ভাষায় বলি—"আমার মায়ের এক একটি রূপ তোমরা, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিতা, তোমাদের যে আমি কত স্নেহের ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি তাহা আর কি বলিব।"

"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" শুধু এই ভরসাতেই আমি চলেছি সেই মহাপুরুষের সম্বন্ধে কিছু লিখতে। যন্ত্রীই যন্ত্রকে চালিয়ে নেবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ এবং ভক্ত মাত্রেরই প্রীতি ও শুভেচ্ছাই হবে আমার সহায়।

মহারাজকে প্রথম দর্শন করি ইং ১৯৫৭ সালে। দেখলাম একটি অসাধারণ মানুষ—যেমনটি পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। তাঁর কাছে আদিষ্ট হয়ে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ কথামৃত পড়তে এবং ঐগুলি চিন্তা করতে আরম্ভ করি। মাষ্টার মহাশয় বর্ণিত কথামৃতর সঙ্গে তাঁর মিল ছিল অদ্ভুত রকমের। তাঁর শুষ্ক জ্ঞানীর অবস্থা আদপেই ছিল না। তাঁর ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় বিজ্ঞানীর অবস্থা। তাঁর মুখের কথাই ছিল—ভক্তি, বিশ্বাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ঠা এবং ব্যাকুলতা। ভক্তকে পেলেই তিনি নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলতেন "এখানটা বাইরের আবর্জ্জনায় পূর্ণ হয়ে আছে। পুরাতনকে হঠিয়ে জায়গা খালি কর—তবেতো আবার ভরবে।—তবেতো ভেতরের বস্তু গ্রহণ করতে পারবে।" এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত দুখানি বুকের ওপর নাড়িয়ে এই কথাগুলি বহুবার তাঁর শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছে। ভক্তবৎসল মহারাজকে কেউ কখনো ক্লান্ত বা বিরক্ত হতে দেখেনি। কেবলমাত্র একটি দিন বেণারসে ইং ১৯৬২ ফেব্রুয়ারি মাসে ওষ্ঠের চাপা আওয়াজের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের মতই খেদোক্তি বেরিয়েছিল যে কাকেই বা বলছি আর কেই বা শুনছে।

তাঁর ছিল পূর্ণ জ্ঞানীর লক্ষণ—শাস্ত্র, গ্রন্থ পাঠের থেকে ভক্তি ও ভক্ত নিয়ে বিলাসই ছিল তাঁর বেশী প্রিয়। তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তাইতো তাঁর প্রত্যেকটী কথা সকলকে এত বেশী প্রভাবিত করে রেখেছে। তিনি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়েই ইতি করতেন না—সমাগত সকলের মধ্যে একটা নূতন প্রেরণা জাগিয়ে দিতেন এবং এইটাই ছিল মহারাজের চরিত্রের বিশেষত্ব। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামিজীর সমগ্র শিক্ষা মহারাজের জীবনে অদ্ভুতভাবেপ্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীমায়ের সম্বন্ধে বলতে গেলেই মহারাজের যেন কণ্ঠরোধ হোত—এমনিই ভাবে "গর্গর মাতোয়ারা" হয়ে উঠতেন তিনি। শ্রীমায়ের কথা মহারাজের কাছে ভক্তেরা কিছু জানতে চাইলেই তাঁর সুকোমল দেহে বীর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ভাব প্রকট হয়ে উঠত, শ্রীমুখের তপ্ত কাঞ্চনে সূর্য্যোদয়ের রক্তাভা দেখা দিত—এ যেন অঙ্কের মাষ্টারকে পরীক্ষাচ্ছলে ধারাপাতের নামতা মুখস্থ বলতে বলার থেকেও বেশী আঘাত! সামান্য কিছু বলেই গুম হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুনেছি "সে ভালবাসা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—যে আস্বাদন করেছে সেই জানে।" পরক্ষণেই মাথায় হাতখানি মুঠো করে রেখে আবেগ ভরে বলতেন "তাঁর আশীর্ব্বাদে এ দেহ কাঞ্চন হয়ে গেছে।" তাইতো মহারাজের কাছে এটা সোনা, এটা পেতল জ্ঞান ছিল না—সবই সোনা হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা এবং স্বামিজী সব সময়েই তাঁর মুখে। ভক্তদের কাছে তাঁদের কথাই বারংবার নানাভাবে বলাই ছিল যেন তাঁর স্বাভাবিক কর্ম্ম। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তাঁর কণ্ঠে ভর করে চেপে বসেছিলেন! 'কথামৃত' তাঁর মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ ছিল কেননা ইদানীং কথামৃতই হয়েছিল তাঁর মুখের ভাষা। কথামৃত নিংড়ে ভক্তদের দুটী সার কথা বারংবার বলতেন "ডুব দাও আর এগিয়ে পড়। সব জিনিষের সারটুকু নিয়ে বাকী ত্যাগ কর। শাস্ত্রেও বালি চিনি মিশেল আছে। পিঁপড়ের মত খালি চিনিটুকু গ্রহণ করতে হয়। যা কিছু মন্দ তাকে নির্ম্মম এবং কঠোরভাবে পরিত্যাগ করতে হয়। খুব রোক্ থাকা দরকার—এতে আমার অনিষ্ট হচ্ছে তো একেবারে ত্যাগ। এই ভালকে নেওয়া এবং হাজার রকমে বিক্ষিপ্ত মনটিকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। তার জন্যে সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হয়। দেখলেতো জীবনে কত কষ্ট কোরে কত কী আহরণ করলে। কিন্তু ফুটোপাত্রে সব রেখেছিলে—তাইতো ছিদ্র দিয়ে সব বেরিয়ে গেল। সা চাতুরী চাতুরী—আসলে চতুর হও। তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু—বিচার বিবেক দিয়ে এইটী ধারণা করতে শেখ। ভবনদী পার হবার রাস্তায় উঠে পড়।” পরদুঃখ কাতর দয়াল-হৃদয় মহারাজ ভক্তের অবস্থা নিজের ওপর আরোপ ক'রে বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলতেন “তাইতো এখানটা জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। অনেক দেরী হয়ে গেলেও এখনো সময় আছে। আষাঢ় মাসের জল সব বেরিয়ে গেলেও এখনো বাঁধ দিলে কিছুটা থাকবে। বিল্বমঙ্গল এবং তুলসী দাসের মত স্নেহ-ভালবাসার মোড় ঘুরিয়ে দাও। আগে ঠাকুর তারপরে সংসার। একমাত্র তিনিই সত্য, বাকী সবই অনিত্য। এত-দিনতো সংসারে প্রাণপাত করে অনেক কিছুই করলে। অনিত্যকে নিয়ে অনেক মাতামাতি করলে। বিনিময়ে অশান্তি ছাড়া আর কি কিছু পেয়েছ? ভোগ ত্যাগ না করলে শান্তি হয় না। বিশ্বাস আন—ঠাকুরে শরণাগত হও। তুমি একপা এগিয়ে গেলেই তিনি একশো পা এগিয়ে আসবেন।” মহারাজ একটু চুপ করলেন। হঠাৎ গম্ভীর, যেন কি গুহ্য কথা বলবেন! সমাগত ভক্তরা সকলেই শ্রীমুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষায় আছে। মহারাজ হাত জোড় ক'রে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে আছেন—সকলে এমনিই তন্ময় এবং নিস্তব্ধ যেন ঘরে কোন লোক নেই। একটু পরেই মুষ্টিবদ্ধ প্রসারিত হস্তে মন্দিরের দিকে দেখিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন,—"ওঁতে বিশ্বাস স্থাপন করো। ভাবের ঘরে চুরি না করে, মন মুখ এক করে চাও তোমার যা দরকার—ঠিক ঠিক পাবে।" তারপরেই সে দিনের শেষ কথা কয়টি উচ্চারিত হোল যা কাণে এখনও বাজছে। "তোমরা প্রত্যেকেই মাস্তুল আশ্রয় কর, এইটিই আমি দেখতে চাই। বিক্ষিপ্ত মনকে নিয়ে চারদিকে ছুটোছুটী কোরে শান্তি তো কোথাও পেলে না—এখন থেকে ভেতরে খুঁজতে লেগে পড়। শান্তি এবং আনন্দ দুই পাবে। চিলের মত বাসনা মাছ ফেলে দাও—আর অসংখ্য কাকের জ্বালা, অশান্তি থাকবে না।"

এই প্রসঙ্গে আমার নিজস্ব একটী কথা লিখে পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। কোন মহারাজ 'কথামৃত' ব্যাখ্যা করবেন শুনলে প্রথম প্রথম আমার মনে হত যে ওতো একটা সহজ বাংলা বই—ওর আবার মঠ-মিশনের মহারাজ কি ব্যাখ্যা করবেন! কিন্তু শ্রীগুরু মহারাজ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে ওর এক একটী শব্দের ব্যাখ্যা এক জীবনে করা সম্ভবপর নয়—কৃপা করে এইটুকু বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে 'কথামৃত' শুধু নিয়মিত ভাবে বা মন দিয়ে পড়লেই হবে না—সদা সর্ব্বদা জাবর কাটতে হবে এবং দৈনন্দিন জীবনে উপদেশগুলি প্রতিপালন করতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(ইং ১৮৮২—১৯২৬)

মহারাজের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে আমরা দুই মত পাই। তাঁর জীবিতাবস্থায় উদ্বোধন (বৈশাখ ১৩৬৯ সন) পত্রিকায় দেখি ইংরাজী ১৮৮২ সালের জুলাই মাস। তিরোধানের পর "স্বামী বিশুদ্ধানন্দ" পুস্তিকায় দেখি ইংরাজী ১৩ই জুন ১৮৮৩ (বুধবার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯০)। এই থেকেই বিভিন্ন খবরের কাগজে ভিন্ন ভিন্ন তারিখের উল্লেখ দেখা যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথমোক্ত তারিখ পরিবেশন করেন।

মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন হুগলী জেলার গুড়ুপ গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে। পিত্রালয় ছিল গুড়ুপের নিকটস্থ বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী অবুঝহাটি গ্রাম। পূর্ব্বাশ্রমে নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ সিংহ (সিংহ রায় নয়)। তিনি প্রথমেই পিতৃহীন এবং অল্পকাল পরেই মাতৃহীন হন। বাল্যকালে ৺পুরীধাম থেকে ফেরবার পথে জাহাজে মাতাঠাকুরাণী বিসূচিকা রোগে পরলোক গমন করেন। তখন থেকে মাতামহীর স্নেহ যত্নেই তিনি বর্দ্ধিত হন। তিনি প্রথমে মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের ইংরাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যালয়ে ও পরে ব্যাঁটরা (হাওড়া) উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়াশুনা করেন। ইংরাজী ১৯০১ সালে মহারাজ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন।

৯।১০ বছর বয়সের বালক জিতেন্দ্রনাথ কৌতূহল বশতঃ গুড়ুপ গ্রামের প্রান্তে একদিন এক সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন শুনে সাথীদের সঙ্গে এলেন সাধু সন্দর্শনে। সাধুর কাছ থেকে ভক্তিমান বালক একাই ধুনির প্রসাদ (পাঁশ-ছাই) পেলেন। পরবর্ত্তী জীবনে মহারাজ বলেছেন যে সেদিন যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন তার আস্বাদ ছিল ঠিক শুকনো হালুয়ার মত।

আরেকটি ঘটনা। ৺বিজয়াদশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের ধূমধাম চলেছে—এমন সময় বালক জিতেন্দ্রনাথকে সর্পদংশন করে। উৎসবের পাছে ব্যাঘাত ঘটে তাই কোনরূপ চীৎকার না করে বালক নিঃশব্দে সরে এলেন। সর্পদংশনের ফলে অসার ভাব বোধ করা সত্বেও ঐটুকু বয়সেই কি অদ্ভুত মনোবলের পরিচয় দিলেন সেদিনকার বালক জীতেন্দ্রনাথ। বিষে জর্জ্জরিত দেহখানি মাটীতে ঢলে পড়ল। পরে গ্রাম্য ওঝার চিকিৎসায় এবং ওঝার "বিষ নাই, বিষ নাই" বলার সঙ্গে সঙ্গে বালক সম্বিৎ লাভ করেন। মনের জোরই জোর—মনের বলই আসল বল। ইহাই সেদিন সারা গ্রামখানার লোক অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল।

মহারাজের মাতামহী ধর্ম্মপ্রাণা এবং অতি উচ্চ ভাবের ৺কালী সাধিকা ছিলেন। মাতামহী যে পটে মা ৺কালীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা করতেন সেটী বড় জাগ্রত ছিল বলে গ্রামখানার লোকের আজও বিশ্বাস আছে।

ইং ৩-১০-৫৮ তারিখে বেণারসে বিকেলের সভায় মহারাজ বলেন, "ছোটবেলায় একদিন দিদিমার ইচ্ছা হ'ল যে আজ নাতিকে দিয়ে পূজার মিষ্টি আনাবেন। বললেন—জুতা পায়ে না দিয়ে পূজার মিষ্টি নিয়ে আয়। আমি একটু বিরক্ত হ'লাম কিন্তু ভক্তি ও ভয়ে কিছু বলতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম যে সাংসারিক কাজে ব্যস্ত দিদিমাতো আর দেখতে আসছেন না। এই ভেবে চাকরকে বললাম—জুতোটা আড়ালে রেখে আয়। জুতো পরেই মিষ্টি এনে ফিরে এসে আবার জুতো সেই জায়গায় রেখে দিদিমাকে মিষ্টি দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পূজা করে উঠে দিদিমা বললেন—আজ ঠিক করে ভোগ দেওয়া হ'ল না, বললাম যে জুতো প'রে যাসনি—সেই শুনলি না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি কি ক'রে জানলে? দিদিমা বকে উঠলেন, আবার মিথ্যেকথা!

ভয় হ'ল ও ভাবলাম—বাবা! ইনি সব দেখতে পান। সে দিন ভয়ে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।" এই বলেই মহারাজ আরও বললেন, "এইরূপ ভয় বাচ্ছাদের দেখাতে হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/12

তারপরেই এই ঘটনাটী বললেন :—

সেদিন বেলুড়ে ১০।১২ বছরের একটী ছেলেকে দেখলাম। দেখে বেশ ভালো লাগলো—মনে হ'ল ওর ভেতরে কিছু আছে। তাই তার অভিভাবককে বললাম আবার ওকে পাঠিয়ে দিতে।

সন্ধ্যার সময় আসতেই বালকটীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এত দেরী হ'ল ? সে নিরুত্তর। তারপর সিঁড়ির ওপর বসলাম ওর পিঠে হাত দিয়ে। এইবার শোন তোমরা আমার ও বালকটীর সেদিনের কথাবার্ত্তা :—

আমি : মানব-জীবনের বহুমূল্য অলঙ্কার কি ?

বালক : সত্য কথা।

আমি : তুমিতো ১০০ নম্বরে একশো পেলে।
তুমি সত্য কথা বল ?

বালক : আজ্ঞা না।

আমি ভাবলাম—ছোট্ট ছেলে, ও আবার কি মিথ্যে কথা বলবে ? —এতো বুড়োদের মিথ্যে বলা নয়। তাই আবার প্রশ্ন করলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ঃ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দাও কি মিথ্যা কথা বল।

বালক ঃ যেমন বাবা বললেন—খোকা, খবরের কাগজ এসেছে? আমি ভাবলাম কে আবার নীচে সিঁড়িতে দেখতে যায়—বললাম ঃ না, দিয়ে যায়নি, বাবা।

আমি ঃ তারপর?

বালক ঃ তারপর—যেমন আমরা দুভাই। ছোট ভাইটী আমার চেয়ে শান্ত আর আমিতো একটু চঞ্চল ক্ষিদে পেয়েছে—আলমারিতে খাবার রাখা আছে। মা তালা খুলেই "দাঁড়া আসছি" বলে কি আনতে গেলেন। এই ফাঁকে একটা তুলে আমি খেয়ে নিয়েছি। মা ফিরে এসে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—কে খেয়েছে? উত্তরে আমি চুপ্। ফের জিজ্ঞেস করায় বললাম জানিনা। এই রকমের মিথ্যে কথা।

তাহলেই বোঝ সে জানে যে মিথ্যা কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলছে। আমি তারপর আরও জিজ্ঞাসা করলাম।

আমি : সকালে বাবা মাকে প্রণাম কর ?

বালক : মাকে করি—বাবাকে করি না ।

আমি : কেন ?

বালক : ভয় করে।

আমি : বাবাকেও করতে হয় কেননা তিনি গুরুজন। আচ্ছা, আমি তোমার বাবাকে বলে দেবো —এইবার থেকে করবে।

একটু চুপ করে থেকে ও আমাকে প্রশ্ন করল :—

বালক : আচ্ছা, ঠাকুর কি প্রার্থনা শোনেন ?

আমি : কেন, তুমি প্রার্থনা কর ?

বালক : রোজ করি, মহারাজ।

আমি : কে বলেছে ?

বালক : বাবা-মা।

আমি : কি প্রার্থনা ?

বালক : দেশের ও দশের মঙ্গল করো।

তখন আমি ওকে বললাম যে ঠাকুর হাজার-বার প্রার্থনা শোনেন। কিন্তু একটী কথা আছে। ঠাকুরকে অশুদ্ধ জীভে প্রার্থনা করলে তিনি শোনেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না—তুমি মিথ্যা কথা বল, তাতে করে তোমার জীভ অশুদ্ধ হয়ে গেছে—তাই তোমার প্রার্থনা তিনি শোনেন না।

এই শুনেই অধীর-কণ্ঠে বলে উঠল চঞ্চল-মতি বালক, "আমি আর মিথ্যা কথা বলব না তা হ'লে।"

"তবে ঠাকুরের কাছে প্রণাম করে এই কথাই তাঁকে জানিয়ে যাও যে আর মিথ্যা বলবে না।"

"ছোট বাচ্ছাদের এইটুকু কচি বয়সেই বুঝিয়ে দিতে হয় ঈশ্বর অন্তর্য্যামী—তুমি যা মনে কর, তা করবার আগেই তিনি বুঝে ফেলেন। তাই মিথ্যা বা অন্যায় তিনি সবই জানতে পারেন।" যে সত্য কথা বলে তাকে ঈশ্বর বড় ভালবাসেন, আর ঈশ্বর ভালবাসেন বলেই তাকে সকলেই ভালবাসে। সকলে ভাল বাসে তাই সকলে তার মঙ্গল কামনা করে। সকলের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরও তার মঙ্গল করেন।"

মহারাজ আরও বললেন, "দেখ, আমার ছোট্ট বেলাকার সঙ্গে এই বালকটীর একটি বিষয় মিল আছে। যা করেছে তা কেমন আপনা হতেই স্বীকার করে নিল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপন ব্যাপারটী মাতামহী কি করে জেনে ফেললেন এই আলোড়ন অন্তর্মুখী শান্ত প্রকৃতি বালককে বিস্মিত করে। এই ঘটনা থেকে অঙ্কুরিত হ'ল বালকের হৃদয়ে ভগবৎ প্রীতি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তি।

শৈশব থেকেই সর্ব্বজনপ্রিয় এই বালকের ধর্ম্মভাব, দেবদ্বিজে ভক্তি, গুরুজনের প্রতি বিনয়-নম্র শ্রদ্ধা এবং সকলের সঙ্গে প্রীতি-মধুর ব্যবহার থেকে তাঁর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যত জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইংরাজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই যুবকের জীবনের গতি নূতন পথে ধাবিত হোল। ইতিমধ্যে মাতামহী স্বর্গারোহণ করেছেন। পিতৃমাতৃ স্নেহে বঞ্চিত যুবকের কোমল প্রাণে স্বভাবতই শেল বিদ্ধ হয়েছে—মাতামহীকে এমনিই ভালবেসেছিলেন তিনি। কিশোর বয়স থেকেই Imperial Libraryতে পড়াশুনা সুরু হয়েছে। অল্পদিনেই লাইব্রেরীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ John Macfurlan-এর বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে উঠলেন।

এই সময়ে তিনি শালিমারে অল্প দিনের জন্য একটী ফার্ম্মে চাকরী গ্রহণ করতে বাধ্য হন। একদিন পুরাতন হাওড়া পুল হেঁটে পার হচ্ছেন—কে যেন কানের পাশে বলে গেল যে একমাত্র ছোট্ট বোনটী আর ইহ জগতে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই অশরীরী বাণী "দাদা, আমি নেই—তোমার পথ মুক্ত! এখন শেষ বন্ধন ছিন্ন!" তারপরেই ইস্তফা দিলেন শালিমারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাকরিতে। কেউই ছাড়তে চায় না তাঁকে—একরকম মনের জোরেই ইস্তফা দিয়ে ফেরী ষ্টীমারে উঠেছেন। পিছনে ছুটে এলেন অফিসেরই এক প্রবীণ সহকর্ম্মী—গুড়ুপ গ্রামেই তাঁরও বাস। তখন ষ্টীমার ছেড়ে দিয়েছে। বৃদ্ধ চীৎকার করে ডাকতে স্বরু করেছেন, "ওরে ফিরে আয়।" সংক্ষিপ্ত উত্তরে যুবক জানালেন, "না দাদা, জীবনে আর পরের গোলামী করবো না।"

আবার Imperial Libraryতে স্বরু হোল জোর পড়াশুনা। চিত্তের চাঞ্চল্য নিয়ে ঈশ্বর জিজ্ঞাসার পথে এখন থেকে শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে যুবক ক্রমশই ডুবে গেলেন।

নিত্যশুদ্ধবোধরূপ বিশুদ্ধানন্দে পরিণত হবার বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনা। ইংরাজী ১৯০৩ সাল। কুড়ি বৎসরের যুবক জিতেন্দ্রনাথের দৈবক্রমে দৃষ্টি পড়ল ম্যাক্সমূলার রচিত "Ramkrishna, his life and sayings" বইখানার ওপর। পাতা ওল্টাতেই দেখলেন, "Dakshineswar is situated 4 miles to the north of Calcutta."

Maxmullerএর বই পড়ে তাই চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে। অসময়ে তখন সব বন্ধ দেখে ৺ভবতারিণীর মন্দিরের দরজার সামনে বসেছেন। এ কি সাধারণ যুবক যে দুপুর রোদে আসা সব নিষ্ফল হোল বলে হতাশ হয়ে ফিরে আসবেন? তরুণ যাত্রীর প্রাণে দুতিন বছর পূর্ব্বেই প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছে বৈরাগ্যের হুতাশন। ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তিনি তাঁর চরম জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছেন। তাইতো প্রণাম করে উঠতেই রুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

7/12 ...শঙ্কর সরকার

দুয়ারের বাইরে সেদিন আবির্ভূ'তা হয়েছিলেন মা ভবতারিণী—ব্যাকুল ছেলের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে।

এই সাক্ষাৎ দর্শনের কথা মহারাজ বই ছাপিয়ে বিলি কোরে যাননি। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট ভক্তদের কাছে জমা আছে এইরূপ অদ্ভুত অদ্ভূত দর্শনের কথা, তাছাড়া তাঁর পত্রাবলীর মাধ্যমেও এখন ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে আরো অনেক কিছুই।

প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন বংশের সন্তান জীতেন্দ্রনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই গুড়্‌প গ্রামের সেই ছোট্ট সংসারটীর মোহবন্ধন ছিঁড়ে গোটা মানবসমাজকে তাঁর সংসারে পরিণত করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল সকল মানুষের প্রতি অপরিসীম স্নেহ ভালবাসা। একবার যে সেই মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভ করেছে সেই তাঁর প্রেম-ডোরে বাঁধা পড়েছে। নির্বিশেষে ভালবাসাই তাঁর দেব চরিত্রের শেষ কথা নয়। তিনি সকলকেই বিশ্বাস করতেন। পরিচিত, অপরিচিত যে কোন ডাক্তার কবিরাজের প্রসঙ্গ উঠলেই মানুষের প্রতি তাঁর যে অগাধ বিশ্বাস তা প্রতিভাত হোত। তিনিই সর্ব্বভূতে বিরাজমান, তিনিই ডাক্তার কবিরাজ হয়েছেন—এই কথাগুলি তিনি এতো জোরের সঙ্গে বলতেন যে সমাগত ভক্তদের মনে কোন এক অজ্ঞাত-শক্তির ছাপ পড়ে যেত। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর স্মৃতিতে ভরপুর—সকলেই ভাবে যে মহারাজ আমাকেই সর্ব্বাধিক স্নেহ করতেন। শূরভক্ত গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বলতেন, "আমি যেমন আমার শরীরটীকে ভালবাসি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি আমাকে তার অধিক ভালবাসতেন।" এও ঠিক সেই প্রকারের ভালবাসা।

এইভাবে যুবক ক্রমশঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মাষ্টার মহাশয় অর্থাৎ কথামৃতকার "শ্রীম" (মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত) ও স্বামী-শিষ্য-সংবাদ রচয়িতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরিচিত হন।

একদিন পঞ্চবটীতে সবাই বসে আছেন এমন সময় শরৎ চক্রবর্ত্তী এসেই রামলাল দাদাকে ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা কেমন আছেন?" শরৎবাবুর মুখে 'মা' ডাক শোনা মাত্রেই যুবক জীতেন্দ্রনাথের দেহ-মনে এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-তন্ত্রীতে বেজে উঠল এক নূতন সুর—তিনি উচ্চকিত হয়ে উঠলেন। এই একাক্ষর 'মা' শব্দটী অভিভূত করে তুললো তাঁর সমগ্র সত্তাকে—যেন জন্মজন্মান্তরের চির আকাঙ্ক্ষিত এই 'মা' শব্দটী শুনে তিনি নবজীবন লাভ করলেন। মাতৃহারা যুবক শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যে অপার্থিব করুণা লাভে ধন্য হয়েছিলেন সেই দুর্লভ বস্তুটীই হ'ল মহারাজের আগত জীবনের একমাত্র মূলধন। তিনি পুরোমাত্রায় আস্বাদন করে-ছিলেন বলেই তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের প্রতিটী ঘটনায় দেখা যায় যে এই সন্ন্যাসী অকাতরে সেই করুণাই শেষদিন পর্য্যন্ত উজাড় করে বিলিয়ে গেছেন।

সেদিন শ্রীমায়ের কথা কাণে পৌঁছুতেই তাঁকে সাক্ষাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রবল তৃষ্ণা জেগে উঠল। ইংরাজী ১৯০৬ সাল। ৩রা শ্রাবণ ১৩১৪ তিন বন্ধু মিলে জয়রামবাটী যাত্রা করলেন। পথে কোতলপুরে উল্টোরথের দিন একটী ময়রার আশ্রয়ে তার দোকানে রাত্রি কাটিয়ে তৎপরদিন অর্থাৎ ১৩ই শ্রাবণ ১৩১৪ সাল সোমবার জয়রামবাটী উপস্থিত হন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি ও তাঁর সমভাবের ভাবুক অন্য দুই গুরুভ্রাতা শান্তানন্দজী ও গিরিজানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জননী শ্রীমা সারদা দেবীর নিকট মহামন্ত্র লাভে কৃতকৃতার্থ হন। সেদিনের সেই তিনটি যুবকের মধ্যে একমাত্র শান্তানন্দজী এখনো জীবিত।

এর পর থেকেই বিশুদ্ধানন্দজীর পবিত্র জীবন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্ম্মধারার সঙ্গে শুধুই যে এক হয়ে যায় তাই নয়— বস্তুতঃ প্রত্যেকটী কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে তিনি যেন মনে মনে নিজের জীবনটী উৎসর্গ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। পরবর্ত্তীকালে মঠ-মিশনের কাজে তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও একাগ্রতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁর আত্মত্যাগ তাই সপ্রমাণ করে। বারাণসী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মায়াবতী, বলরাম মন্দির, ভুবনেশ্বর, মোরাবাদি-রাঁচী ও আসাম প্রভৃতি স্থানে তিনি মঠ ও মিশনের প্রভূত কাজ করেন। তিনি যখন যেখানে থাকতেন শুধু যে সেই স্থানটীকে অল্পদিনের মধ্যেই অতিমাত্রায় ছবির মত সুন্দর করে তুলতেন তাই নয়—তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হোত এক নূতন প্রাণধারা—সাধু, ব্রহ্মচারী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মী সকলেরই মধ্যে উৎসারিত হোত এক অভিনব নবীন প্রেরণা আর ভক্তির সঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রভাবে আশ্রমটী ধারণ করতো এক দিব্য শ্রী! এইটীই ছিল মাতৃহৃদয় মহারাজের দেব চরিত্রের বিশিষ্টতা। আজ এই জিনিষটীরই একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয় দিকে দিকে!

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মাধুকরী ভিক্ষা করে একটানা তিন মাস পায়ে হেঁটে কাশীতে উপস্থিত হন এবং এক বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে সাধন-ভজনে মেতে উঠেন। মহারাজের তপস্যার মধ্যে তপঃক্লিষ্টতা ছিল না—সর্ব্বত্র সকল সময়েই আনন্দে ভরপুর থাকতেন।

ইং ১৯০৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে মাদ্রাজ মঠে প্রেরণ করেন। এখান থেকে তিনি বাঙ্গালোর যান এবং সেখানে দীর্ঘ ৭ বৎসর অর্থাৎ ইং ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত মঠমিশনের কাজে মন প্রাণ ঢেলে দেন।

পুনরায় ইং ১৯১৬ সালে তিনি কাশীধামে এসে এক বৎসর অবস্থান করেন। তারপর দ্বারকাধাম ও জয়রামবাটীতে কিছু-কাল মাতৃসকাশে কাটান। পরে ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করে স্বামিজী প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গমন করেন। আশ্রম বিহিত কর্ম্মের মধ্যেও মায়াবতীতে নীরবতার সুযোগ নিয়ে চার বৎসর সেখানে কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করেন। কাশী অদ্বৈতাশ্রমের শঙ্কর মহারাজ (শিবানন্দ স্বামীর সেবক) একদা বলেছিলেন, "বোধ হয় ইং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

১৯২১ সাল হবে। জীতেন মহারাজ যখন মায়াবতী থেকে তপস্যা করে বেলুড় মঠে আসেন তখনই আমি তাঁকে প্রথম দেখি—দেখলাম যেন তুষারমৌলি হিমালয়ের সমস্ত পবিত্রতা নিয়ে নেমে এসেছেন।”

অতঃপর তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পুণ্য সান্নিধ্যে কলকাতায় বলরাম মন্দিরে কিছুকাল থাকার সুযোগ লাভ করেন।

কোনও দ্বিধার প্রশ্ন উঠেনি। ইং ১৯২২ সন থেকে তিনি মঠ ও মিশনের অছি কাউন্সিলে মনোনীত হলেন 'as proposed and seconded by Swami Brahmananda and Sarat Maharaj with following high Comments :—

> “এই অল্পবয়স্ক সাধুটীকে তোমাদের ট্রাষ্টী হিসাবে গ্রহণ করা নিরাপদ। বরঞ্চ আমাদের দ্বারা কোনদিন মঠ ও মিশনের অপকার সাধন সম্ভব কিন্তু জীতেনের দ্বারা কখনই তাহা সম্ভব হইবে না।”

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মহাসমাধির পর বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ পুনরায় দক্ষিণ ভারতে গমন করেন এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর মঠে কিছুকাল অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোরাবাদি আশ্রমের নির্জ্জন পবিবেশে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ

(ইং ১৯২৭ থেকে ১৯৫২)

ইংরেজী ১৯২৭ সাল থেকে দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল তিনি রাঁচীর মোরাবাদি পাহাড়ের জনবিরল পাদদেশে অবস্থিত আশ্রমে, কখনো বা Tagore Hillএ গুহার মধ্যে তপস্যায় কাটান। তিনিই ছিলেন ঐ আশ্রমের প্রধান এবং একমাত্র তাঁরই প্রেরণায় ও প্রভাবে মোরাবাদির ঐ সুন্দর মিশন আশ্রমটী জন্ম নেয়।

মোরাবাদি আশ্রমটীতে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় "অত বিল্ডিং শীল্ডিং নেই" —দেখা মাত্রেই একটি শান্ত, পবিত্র তপস্যার স্থান বলে মনে হয়। কাশীধামে একজন প্রবীণ সাধুর প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন, "আমি কি মোরাবাদিতে বিল্ডিং করবার জন্য ছিলাম ?" তখন সাধুটী নিজের ভুল বুঝতে পেরে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "না মহারাজ—আপনি সেখানে বসে সকলের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন।"

রহস্য করে মহারাজ বলতেন, "কোথায় বড় বড় আশ্রম—তার তুলনায় এ যেন বিপরীত দিকে প্রমোশন ! এই নির্জ্জন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসের মধ্যে ঠাকুরের নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা করতে হয় —ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করতে হয়। এইতো জীবনের উদ্দেশ্য।"

মোরাবাদি পাহাড়ের গভীর নীরবতার সুযোগ গ্রহণ করে তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন বলেই তো তাঁর তপস্যা চরম স্বার্থকতা লাভ করেছিল। তিনি নিজে পেয়েছিলেন বলেই অন্যান্য সাধুদেরও বলতে শুনেছি, "যদি তোমরাও ঠিক ঠিক প্রার্থনা কর, তবে তোমরাও পাবে—যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী।"

মোরাবাদি আমাদের পীঠস্থান—ওখানেই আমাদের দীক্ষা হয়েছিল। তাই মহারাজের ৮১তম শুভ জন্মতিথিতে এই পুস্তিকাখানির প্রথম প্রকাশের পরই রাঁচীতে গিয়েছি। সেই কয়েক বছর আগে মহারাজের চরণস্পর্শে আমরা এখানে পুনর্জন্ম লাভ করেছি। দীক্ষার পরে শ্রীগুরুর সঙ্গ করবার জন্য একটী সপ্তাহ এখানে কি মহানন্দেই কেটেছে যার পুণ্য স্মৃতি বাকি জীবনের পাথেয় হয়ে আছে। মহারাজ থাকাকালীন মোরাবাদি আশ্রমটীর আকাশে, বাতাসে, গাছে, পাতায়, ফলে-ফুলে, তৃণ-গুল্মাদিতে—এমন কি পথের ধূলাতে পর্য্যন্ত প্রাণ মাতান, মন জুড়ান স্নেহের পরশে চারিধারেই সকলকে যেন আনন্দে মাতিয়ে রাখতো। তাইতো তখন সংসার, ছেলেপুলে সবই ভুল হয়ে যেত। মোরাবাদি আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসতে প্রাণে তখন ব্যথা অনুভব হোত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই টানেই মহারাজের প্রতিষ্ঠিত তাঁর সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরের তপস্যার সিদ্ধস্থানে আবার তাঁর স্নেহের পরশ পেতে ছুটে যাই। আশ্রমে পৌঁছে মনে হোল মহারাজ মহাসমাধিতে নিমগ্ন। মোরাবাদির সেই আদি খোলার ঘরখানি আজও দাঁড়িয়ে থেকে সাক্ষী দিচ্ছে যে এই সেই তপস্যা-সিদ্ধ প্রাচীন পূজার মন্দির—যে ঘরে একদিন আমার মত কত মোহান্ধ পুনর্দৃষ্টিলাভ করে জীবন ধন্য করেছে—যে ঘরে মহারাজ নিজের হাতে তোলা ফুলের মতই কত অন্ধজনকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের পায়ে অঞ্জলি প্রদান করেছেন!

একদিন রাঁচী সহরে গীতার ক্লাস করে ফিরতে মহারাজের বেশ রাত হয়ে যায়। মোরাবাদি আশ্রমের অর্থকৃচ্ছ্রতা কাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীশ্রীঠাকুরের আগাগোড়াই বিশেষ আশীর্ব্বাদ—সেদিনও সঙ্গে একটী পয়সা নেই, তাই দূরত্ব কম হবে বলে মহারাজ সোজাসুজি মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটেই ফিরছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই সন্ন্যাসী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে আর এক পা বাড়ালেই গভীর খাদ। মহারাজ বলতেন, "ঠাকুর কৃপা করে না রক্ষা করলে হাত পা ভেঙ্গে সে রাতটী ঐ খাদের মধ্যে পড়ে থাকাও অসম্ভব ছিল না।"

রাঁচীতে মহারাজের দুইটী উপাধি বা নামের আগে বিশেষণ শুনে মনে মনে বড়ই হেসেছি। মহারাজতো আমার একার নন—ভক্ত বাদে চোদ্দ হাজারেরও বেশী আশ্রিত ভাইবোনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিসাব নিকাশ তাঁর সেক্রেটারীর খাতাপত্রেই দেখেছি। কাজেই আমার মনের আনন্দ বা উচ্ছ্বাসের ভাগ সকলকে না হ'লেও অন্ততঃ কিছু সংখ্যক ভক্তের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেও নিজেকে অশেষ ধন্য মনে করবো। ওখানকার স্থানীয় লোকেরা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন এবং মহারাজ সম্বন্ধে কথা উঠলেই মহারাজকে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে গড়া 'finished product' বলে থাকেন। মহারাজের আর একটি উপাধি হচ্ছে "বড়ে বাবা"। এইবার বড়ে বাবার কথাই বলছি।

রাঁচীতে থাকাকালীন ইংরাজী ১২-৬-৬৩ তারিখে ডাক্তার মণি সরকার (কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল) মহাশয়কে ষ্টেশনে তাঁর মোটরে যেতে যেতে আমি কথা প্রসঙ্গে বলি যে মোরাবাদির রাস্তাটীর নাম "বিশুদ্ধানন্দ রোড" হয়ে এত শীঘ্র সাইনবোর্ড পর্য্যন্ত লাগান হয়ে গেছে দেখে আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। এই কথা শুনেই তিনি বলতে লাগলেন :—

রাঁচীতে বড়ে বাবার আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ এইতো সবে স্তুরু। আমরা কারো কাছে আবেদন নিবেদন নিয়ে ছুটোছুটি করিনি। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় সকলেই মহারাজের নামে এমনিই মুগ্ধ ও সেই সঙ্গে এমনিই তারা শ্রদ্ধায় ভরপুর! এক কথায় বলা চলে যে সকলেই একেবারে 'জোরে' আছেন! আমরা বরং বলেছি যে একটা মেন রাস্তা শ্রীরামকৃষ্ণ রোড নামে হোক্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ যে ভুংরীতে বিরাট টি, বি, স্যানাটোরিয়াম—ও তো গঙ্গা জলেই গঙ্গা পূজা মাত্র। মহারাজ যদি স্থানীয় শেঠ ও ব্যবসায়ী মহলের কাছে টাকার জন্য আবেদন করতেন তাহলে জানি না ও রকম আরও কটা হাঁসপাতাল হতে পারতো।

এই বলেই একটু থেমে ডাক্তার সরকার আরও বলতে লাগলেন :—

মহারাজের মানবতা এবং প্রেম ভালবাসার কথা আপনারা সবাই জানেন। মহাভারতে দাতা কর্ণের নিজের ছেলেকে বধ করে সেই মাংস রন্ধন করে অতিথি সৎকারের কাহিনীও সুবিদিত। কিন্তু মহারাজের অতিথি সৎকারের নমুনা আমি একদিন যা স্বচক্ষে দেখেছি তাই বলছি। অনেকদিন আগের ঘটনা—একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি যে মহারাজ ইঁদারা থেকে বহু পরিশ্রমে বালতীর ভেতর ব্যাঙ ধরে ধরে তুলে বাইরে ফেলে দিতে ব্যাপৃত আছেন। কেন না ঐ ইঁদারার জল সুপ্রসিদ্ধ—অনেক দূর থেকেও লোকে এসে নিয়ে যায়— বিশেষ জটিল রোগে ওষুধের ক্রিয়া করে এই বিশ্বাসে।

ঠিক সেই সময়ে এক দেশীয় উৎকট সাহেব সপরিবারে এসে উপস্থিত।—মেয়েদের পরণে ঘোড়ায় চড়ার পোষাক ; মহারাজ তাদের দেখেই যেমন বহুদিন পরে আপন জনকে হঠাৎ পেয়ে সাধারণ মানুষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তেমনিই খুশী হয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। একে বৃষ্টি পড়ছে তাতে সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই দেখে মহারাজ তাদের রাত্রে থেকে যেতে বলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক কথাতেই রাজী। তখনই সুরু হোল মহারাজের এক অদ্ভুত কর্ম্মতৎপরতা। পাশের বাড়ীতে তাঁদের থাকবার জন্য ঘর ব্যবস্থা হোল। সেখানে পুরো ফার্ণিচার না থাকায় অন্য একটি বাড়ী থেকে চেয়ার ইত্যাদি মায় ড্রেসিং টেবিল পর্য্যন্ত চেয়ে আনা হোল। ঐ জিনিষপত্রগুলি আনবার সময় মহারাজকে নিজেও কিছু কিছু বহন করে আনতে দেখেছি। তারপর সুরু হোল তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত। মোরাবাদি আশ্রমের তখন অতি দীন অবস্থা—পাচক, চাকর বলতে কেউ নেই। মহারাজ স্বহস্তে পরম যত্নে লুচি, আলুর দম ও পায়েস প্রস্তুত করে রাত্রে তাদের পরিতৃপ্ত করে খাওয়ালেন।

মহারাজের আতিথ্যের কাহিনী এখানেই শেষ নয়—এই বলেই ডাক্তার মণি সরকার আবেগ-ভরে আরও বলে যেতে লাগলেন :—

> পরের দিন সকালে দেখেছি যে অতিথিদের জন্য পাউরুটী কেটে এবং দুটী মুরগীর ডিম হাফ-বয়েল করে, অতি সন্তর্পণে খোসা ছাড়িয়ে আবাল্য নিরামিষাশী মহারাজ প্লেট ঢাকা দিয়ে স্বহস্তে নিয়ে চলেছেন কেননা সেদিন আশ্রমে তিনি সম্পুর্ণ একাই ছিলেন।

মহারাজের ত্যাগ সম্বন্ধে ডাক্তার মণি সরকার একটী ছোট্ট ঘটনা বললেন যা ভক্তদের কাছে পরিবেশন না করে আমি থাকতে পারছি না। তিনি বললেন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gastric trouble এ ডাক্তারদের সামান্য ইঙ্গিত মাত্রেই মহারাজ বহুদিনের গড়গড়া টানার অভ্যাস এক মুহূর্ত্তে হাসতে হাসতে কেমন ত্যাগ করেন তা শুনুন। স্থানীয় আমরা দুই তিন জন ডাক্তার মহারাজকে পরীক্ষা করার পর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছি আর তিনি গড়গড়া টানছেন। একজন ডাক্তার খুব আস্তে আস্তে বলছেন যে এই অবস্থায় তামাক খাওয়াটা একটু কমালে চিকিৎসার খুব সুবিধা হয়। কথাটা একটু কানে যাওয়ায় মহারাজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু জানতে চাওয়াতে ডাক্তারটী তাঁর মত বিনীত ভাবে প্রকাশ করেন। মহারাজের কাছ থেকে ঐ ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করাতেই তিনি তৎক্ষণাৎ গড়গড়ার নলটী মুখ থেকে নামিয়ে ধীরে ধীরে মাটীতে রেখে দিয়ে বললেন, "তবে এই রইলো।" তারপর থেকে মহারাজকে আর কখনো তামাকু সেবন করতে কেউ দেখেনি।

রাঁচীর বিখ্যাত হাড্‌ওয়ার মার্চ্চেন্ট শ্রীঅনিলকুমার দত্ত ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রাধারাণী মহারাজের স্মৃতিতে একেবারে মশগুল হ'য়ে আছেন। মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত তাঁদের ১৬ বছরের পরম স্নেহের দুলাল একমাত্র আশা ভরসা—ঠিক যেন অন্ধের যষ্ঠী। ইংরাজী ১৯৫৮ সালে ছেলেটী অকালে হঠাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বনিয়ন্তার কোলে চিরশান্তি গ্রহণ করায় শ্রীমতী রাধারাণী পুত্রশোকে পাগল হন। রাঁচী মেণ্টাল হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তার R. B. Davis সাহেবের চিকিৎসাধীনে থেকেও কোন সুরাহা না হ'য়ে বরং ক্রমশঃ পূর্ণ উন্মাদিনী হন। পূর্ব্বেকার স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলোপ পেয়েছে—মায় গুরু, ইষ্ট, দীক্ষা-পর্য্যন্ত সবই মনে থেকে যেন প্রায় বিলুপ্তির পথে। সেই অবস্থা শুনে মহারাজ একদিন কৃপা করে তাদের বাড়ীতে গিয়ে ডাক দিয়ে শ্রীমতী রাধারাণীকে বললেন, "আমিতো মা তোমার বুড়ো ছেলে রয়েছি—আমার দিকে চেয়ে তুমি শান্ত হও মা।"

মহারাজের ঐ একটী দিনের পুণ্য পাদস্পর্শে এবং 'আমায় দেখে শান্ত হও মা' এই সস্নেহ ডাকে মহামন্ত্রের কাজ হোল। তারপর থেকেই শ্রীমতী রাধারাণী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঐ ভক্ত মহিলাটী এখন প্রাণে এমনিই এক শান্তি পেয়েছেন যে সব সময়েই মহারাজের এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামিজী ও পার্ষদদের কথাবার্ত্তা নিয়েই আছেন। বর্ত্তমানে তাঁকে দেখলে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে মোটেই বোঝা যায় না যে জীবনে কোনদিন তিনি আঘাত পেয়েছেন অথবা ঐ বুড়ো ছেলেটী ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন পুত্র ছিল। আজও তিনি ঐ একমাত্র বুড়ো ছেলের জননী এবং এখন তাঁর ঐ বুড়ো ছেলেটীর অদর্শনে অজস্র অশ্রুপাত করে থাকেন। একমাত্র সন্তান বিয়োগই তাঁর জীবনে আজ সম্পদ হয়ে রইলো—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ মায়ার হাত থেকে ছেলেটী—তাঁকে মুক্তি দিয়ে সংসারের কণ্টকময় পথ থেকে সুপথে তুলে দিয়ে গেছে। এই ভক্তিমতী মহিলাটীকেই মহারাজ বৃন্দাবনের রাধারাণী আখ্যা দিয়েছিলেন।

মনের ডাক্তার হিসাবে মহারাজ ছিলেন এক বিশেষজ্ঞ। মনের ভেতরকার ঝড়-তুফানের খবর মুখ দেখেই তিনি বুঝে নিতেন! কেস্ যতই জটিল হোক না কেন তিনি মানুষের মনে শান্তি এবং সকলরকম সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত বীজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী ফুলুরাণীর তিনটী উপযুক্ত পুত্র পরপর অকালে মারা যাওয়ার পর মহারাজ কি বিচিত্র উপায়ে তাদের ব্যথিত হৃদয়ে শান্তিবারি নিক্ষেপ করেন এবং তাদের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান করেন সেকথা রাঁচীতে সর্ব্বজনবিদিত! বীজেনবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে শান্ত করার জন্য মহারাজ যে সব চিঠিপত্র লেখেন সেগুলি অভিনব আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। ঐ অমূল্যরত্ন ভাণ্ডার থেকে মাত্র কয়েকখানি এইসঙ্গে "মহারাজের পত্রাবলীর" মধ্যে ভক্ত সাধারণের জন্য সন্নিবেশ করা হোল।

আগড়তলার শ্রীমতী মীরা মিত্র ৩২ বৎসর বয়সে ইং ১৯৫৯ সালে তাঁর স্বামী এবং তার ৯ মাস পরেই ১৭ বৎসর বয়সের উপযুক্ত পুত্রকে দুর্ঘটনায় হারান। অনুরূপ ভাবে তাঁকেও মাতৃহৃদয় মহারাজ নিজের কাছে টেনে নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দেন। তারপরেই সুরু হয় ঐ অভাগিনীর জীবন ধন্য করবার উদ্দেশ্যে তার ওপর অজস্র ধারে কৃপা বর্ষণ! মহারাজের অমোঘ কৃপাবারি সিঞ্চনে শ্রীমতী মীরা মিত্র নবজীবন লাভ করেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার চরণে নিজেকে আহুতি প্রদান করে আবার স্বাভাবিকভাবেই সংসার জীবন যাপন করে যাচ্ছেন। মহারাজের প্রতি এই ভক্ত মহিলাটীর এমনিই প্রাণঢালা ভালবাসা যে তিনি মহারাজকে "তুমি" সম্বোধনে বরাবর চিঠিপত্র লিখতেন।

মোরাবাদি পাহাড়ের মহারাজ ছিলেন ঠিক যেন গিরিরাজ। নন্দী ভৃঙ্গী ছিলেন—শ্রীলালমোহন ধর চৌধুরী ও শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়—উভয়েই জীবিত। নন্দীর হস্তে লণ্ঠন দিয়ে আশ্রমের গেটের সামনে ভৃঙ্গীর জন্য পাহারায় নিযুক্ত রেখে গিরিরাজের একদিন রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্ করে কাটানর এক বিচিত্র কাহিনী আছে। সেদিন আশ্রমে উৎসব। আগের দিন থেকে ফর্দ্দ, হাট-বাজার কেনাকাটি সব সেরে উৎসবের দিন খুব সকাল থেকেই নন্দীভৃঙ্গী মহারাজের সঙ্গে পূজার আয়োজন ও রান্নার ব্যবস্থায় মহাব্যস্ত। ভৃঙ্গী A. G. অফিসে ক্যাসে কাজ করেন—সেদিনটী ইংরাজী পয়লা তারিখ—প্রচুর লেনদেনের জন্য খুব বেশী কাজ। সেজন্য ভৃঙ্গী জানালেন, "মহারাজ! আমি তাড়াতাড়িই অফিস থেকে ফিরে আসবো"। মহারাজ হেসে বললেন, "তোমার জন্য প্রসাদ রাখা থাকবে—বেশী রাত হলেও আসতে চেষ্টা কোর।" ভৃঙ্গী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি তাড়াতাড়িই ফিরবেন জোরের সহিত জানিয়ে আফিসে রওনা হয়ে গেলেন।

উৎসব সমাপ্ত—প্রসাদ বিতরণও সমাপ্ত—রিক্ত হস্তে একজনকেও আশ্রম থেকে ফিরতে হয়নি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ—ক্রমশই রাত্রি বাড়ছে। এদিকে ভৃঙ্গীর দেখা নেই—মহারাজ অস্থির, চঞ্চল হয়ে নন্দীকে বললেন, "এই অন্ধকার রাত্রি—তুমি বরং একটা হারিকেন নিয়ে গেটের সামনে থাকলে দূর থেকেই চণ্ডী দেখতে পাবে।" সেদিন ভৃঙ্গীর ক্যাস মেলাতে অফিসে অনেক রাত হয়ে গেছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে পথে আসতে আসতে ভাবছেন "এত রাতে কি মোরাবাদি যাব?" তখন হঠাৎ কোন অজানা শক্তি যেন তাঁকে হিড়হিড় করে মোরাবাদি পাহাড়ের সানুদেশে টেনে আনছে। খানিক পথ এসেই দেখছেন যে ঐ অন্ধকারের মধ্যে কে যেন লণ্ঠনের ইসারায় তাঁকে ডাকছে। সোজা দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলেন চণ্ডীবাবু —নন্দীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভৃঙ্গীর তখন কি আনন্দ! ওদিকে ভৃঙ্গীর আগমন সংবাদে গিরিরাজ এতক্ষণে সুস্থির হলেন—স্বভাবজাত শান্ত, সমাহিত ভাবটী আবার ফিরে এল। মুখচন্দ্রের ওপর থেকে মসীবর্ণ মেঘ সরে গিয়ে তখনি শিশুর সারল্যের হাসি ফুটে উঠল। চণ্ডীবাবুকে কত যত্ন করে প্রসাদ খাইয়ে গৃহাভিমুখে রওনা করে দিয়ে তবে মহারাজ নিশ্চিন্ত হলেন।

এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই এবং সকলের প্রতিই তাঁর ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসীম স্নেহ, অপার করুণা। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হবার পর থেকে সম্পূর্ণ মাতৃভাবেই তিনি যেন সাক্ষাৎ সঙ্ঘ জননীর স্থান পূরণ করেছিলেন। সুকোমল মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মধারায় এক আশ্চর্য্য প্রাণবেগ সঞ্চার করেছিলেন। মিশনের বহুমুখী ও সুবিস্তৃত কর্ম্মপরিকল্পনার মধ্যে ভাবগত সংহতি সাধনে ও তার সম্যক বিকাশে বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের উপদেশ ও পরামর্শ যে কতখানি সহায়তা করেছে তা কারো অবিদিত নয়। সেজন্য অনেকেই তাঁর কাছে ঋণী—কিবা গৃহী, কিবা সন্ন্যাসী! যে বিপুল নিষ্ঠায় তিনি সঙ্ঘের সেবা করেছেন তার তুলনা অতি বিরল। সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য হয়েও তিনি ছিলেন একাধারে আদর্শনিষ্ঠ কর্ম্মী, শিক্ষক এবং সকলের প্রাণপ্রিয় নেতা। এই অসামান্য জীবন-সাধনার ওপর যে এমন হঠাৎ যবনিকাপাত হবে তা পূর্ব্বে কেউই ভাবেনি। সবই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা।

রঁাচীতে মহারাজ থাকাকালীন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ প্রভৃতি সাধুদের মোরাবাদি যাতায়াত ছিল। একবার শঙ্করানন্দ মহারাজ এসেছেন। তাঁকে দর্শন করতে বহু ভক্ত সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেদিন মোরাবাদি আশ্রমে সমবেত হয়েছেন দেখে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ বললেন, "এখানে দেখছি চারদিকেই জীতেন মহারাজের প্রাণঢালা তপস্যার জীবন্ত প্রভাব।" আরও উক্তি করলেন, মোরাবাদির নির্জ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবেশে বিশুদ্ধানন্দজীর একনিষ্ঠ সাধনার ফলেই ডুংরীতে আজ ঐ বিরাট টি. বি. স্যানাটোরিয়াম গড়ে উঠেছে।” ভবিষ্যতে এই ধরণের আরও কত কি হবে—কে জানে ?

শোনা যায় মহারাজের মাথায় হাত বুলিয়ে শ্রীশ্রীমা একদা বলেছিলেন “সাধু দেখতে চাও ত বাবা তোমরা আমার জীতেনকে দ্যাখো।” এই উক্তিটীর যথার্থ বোধের সাক্ষী আজও দিচ্ছেন ঐ রাঁচী সহরের অগণিত ভক্তবৃন্দ, মঠ-মিশনের সর্ব্বত্রই—সকল ভক্ত, আশ্রিত এবং অনাশ্রিত সকলেই।

রাঁচীতে শ্রীঅনিল কুমার দত্তের সঙ্গে মহারাজের কথা হ'তে হ'তে তিনি নিম্নলিখিত মৃতাত্মার ঘটনা যা সাক্ষাৎ মহারাজের শ্রীমুখে শুনেছিলেন তা প্রসঙ্গতঃ বর্ণনা করেন :—

অনেকদিন আগের কথা—মহারাজ বারম্বার অনুরোধ এড়াতে না পেরে এক ভক্তের বাড়ীতে গেছেন। এই ভক্তটীর বাড়ীতে আসার আগে তাঁরা সপরিবারে একদিন আশ্রমে যান। তখন তাঁদের মধ্যে মহারাজ এক মহিলাকে লক্ষ্য করেছিলেন—বেশ ভক্তিমতী এবং ভাল আধার। সকলের প্রণাম করা শেষ হবার পর মহারাজ মনে মনে ভাবছেন যে সেই ভক্তিমতী মহিলাটিকে দেখছি না কেন—অথচ প্রকাশ করে বলতে ইতস্ততঃ করছেন।

ঠিক সেই সময়ে মহারাজ দেখতে লাগলেন যে সামনেই ঘরের জানালার সার্সীটাকে হঠাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুয়াশায় ঘিরে ফেললে—আর সঙ্গে সঙ্গে সার্সীর ওপিঠে স্পষ্ট আবির্ভূতা হলেন সেই ভক্ত মহিলাটি। এর পরই মহারাজ অবগত হন যে মহিলাটি কিছুদিন আগেই মারা গেছেন। এই ভক্ত মহিলার মৃত আত্মার সেদিনকার জোড়হস্তে প্রণাম নিবেদন বড়ই অভিনব ও প্রাণস্পর্শী কারণ যা কিছু সৎ বাসনা দেহান্তেও তা চরিতার্থ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ঘটনা—বেণারসে একদিন বৈকালে মহারাজ বসে আছেন এমন সময় উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত, সাহেবীভাবাপন্ন এবং সাহেবী পোষাক পরিহিত এক যুবক এসে উপস্থিত। তাকে দেখেই সস্নেহে আহ্বান জানিয়ে মহারাজ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "আরে এসো এসো। তারপর? ৺গয়াতে তোমার মায়ের পিণ্ড দিতে কতবার করে বলছি, পিণ্ড দিয়েছ তো?" যুবকটী একেবারে নাস্তিক—তাই বহুবার মহারাজ বলা স্বত্বেও গ্রাহ্য করেনি। সেদিন কিন্তু ব্যস্ত হয়েই উত্তর দিলে যুবক। "৺গয়াতে পিণ্ড দিয়েই তো দেখা করতে এলাম মহারাজ।" এর পরেই কিছুক্ষণ এইভাবে কথপোকথন চলতে থাকে।

মহা: তুমি তো এতদিন বলতে যে তোমার ওসবে মোটেই বিশ্বাস নেই—তবে যে আজ হঠাৎ পিণ্ড দিতে গেলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুবক : মা উপর্য্যুপরি স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতে লাগলেন—।

মহা : সে তো তোমার মনের ভুলও হতে পারে।

যুবক : আমিও প্রথম প্রথম তাই ভেবে মোটেই গ্রাহ্য করিনি।

মহারাজ মুখ টিপে হেসে বললেন, তারপর ?—

যুবক : মা সজল চোখে একদিন বললেন—খোকা! একটা ব্যবস্থা কর, আমি যে আর পারছি না। তাতেও আমি বললাম যে এখন আর আমি তোমার কি ব্যবস্থা করব ? এই বলেই আমি উঠে মাথা ও হাত-মুখ ধুয়ে, জল খেয়ে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মহা : ঠিক্ ঠিক্—ঠিকই করেছো! আমিও বলি সেদিন হয়তো তোমার মাথাই গরম হয়েছিল।

যুবক : (নিম্নস্বরে) না মহারাজ—আবার আরও অনেক ঘটনা আছে।

মহা : (ব্যস্ত হয়ে) বল বল, কি ব্যাপার—কি আবার থাকতে পারে ? আরে বুঝ্ছো না—ওসব খাওয়া দাওয়ার ওপর হজমের গোলমালে ঘুম ভাল না হওয়ায় ঘটছে—নয় কি ?

যুবক : (ব্যাকুল হয়ে) না মহারাজ—স্পষ্ট দেখেছিলাম—আমার মা ভীষণ রেগে, যেমনটী মা বেঁচে থাকতে কখনো দেখিনি—চোখ লাল করে বললেন—খোকা শীগ্গীর ৺গয়ায় গিয়ে আমার পিণ্ডি দে। তাতেও আমি বললাম যে বাবাতো নিজে তোমার জন্য কত কি পুণ্যকাজ করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাছাড়া তুমিও কত কি করিয়ে নিয়েছ। আমি আবার কি করব—তাতে আরার এখন?

মহারাজ এবারে সম্পূর্ণ হেসে ফেলে বললেন :

বল কি? এঁ্যা! তাও কি হয়! সত্যিতো তোমার বাবা অনেক কিছু পুণ্যকাজ করেছেন—আমিও জানি। তাতেও তোমার মায়ের গতি হোল না? আর এখন তুমি স্বপ্নে তার ছায়া মাত্র দেখে ভয় পাচ্ছ? তাতে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, উচ্চশিক্ষিত, এবং প্রতিপত্তিশালী হয়েও ভয় পাচ্ছো? বল বল, আমি শুনি। কি ব্যাপার বল।

যুবক : মহারাজ—বিশ্বাস করুন। আবার ঠিক পরদিনই বার বার তিনবার আমাকে মা দেখা দিয়ে কত যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে, বাবাতো তোর, কেবল নাম জাহির করবার জন্যেই সব কিছু করেছে—সবই অহং বুদ্ধিতে করেছে—ঈশ্বর বুদ্ধিতে তো কিছুই করেনি। ওরে তাতে কি সত্যই পুণ্য হয়? —ওরে খোকা আমায় ছাখ—আমার একটা ব্যবস্থা কর—শীঘ্র পিণ্ডি দে।

মহা : সত্যি! বল কি! আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বলছ?

যুবক : (করুণ ভাবে) মহারাজ বিশ্বাস করুন। তৃতীয় বারে মা আমার কাছে সরে এসে "খোকা কথা শোন" বললেন। তবুও আমি পাশ ফিরে শুলাম। তাতে মা হঠাৎ সজোরে যেন আমাকে খাট শুদ্ধ উল্টে দিলেন। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, আমার উপর

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাটখানা পড়েছে এবং সামান্য হলেও চোট লেগেছে। আমি আর থাকতে পারলাম না। মনে মনে মার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। আর এটাও বুঝলাম যে বোধ হয় মায়েদের মরেও শান্তি নেই। ছেলেকে মানুষ করতে অশরীরী মায়েরাও ছাড়েন না বা তাঁরা ছেলেকে মানুষ করে তবে মুক্তি চান।

মহা: তাহলে বুঝলে! বিশ্বাস, নিষ্ঠা, প্রীতি ছাড়া কিছুই হয় না। আর ভগবানের জীব ভগবানকে একদিন বুঝবেই। কেউ ৯ বছরে আর কেউ ৯০ বছরে। তোমাকে আর কি বলবো। এখন বলি কারণ ওষুধ এইবার ধরবে। দেখ, ছেলে থাকলে একমাত্র তারই অধিকার মা বাবাকে পিণ্ডদানের। তবে যদি কেউ নিঃসন্তান হয়ে পিণ্ড চায় তখন যে কেউ তাকে মায়ের স্থানে বরণ করে পিণ্ড দিতে পারে—কারণ মেয়েরা সকলেই মায়ের জাত। আমি তোমাকে এই জন্যই মাকে পিণ্ড দিতে বলতাম। যাক্ খুব ভালই করেছ। ছেলের কাজই করেছ। আমি খুব সন্তুষ্ট হলুম। তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সতত ঠাকুর করুন।

মহারাজের মাতৃহৃদয় যে কি গভীর স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল তার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রত্যহ রাত দুপুরে বালিসটী বগলে নিয়ে টলতে টলতে সেবককে ডেকে "এইবার ঠাণ্ডা পড়ছে, ঘরে যাবিনে" জিজ্ঞাসা করা, প্রতিদিনই সেবকের রাজী না হওয়া এবং অবশেষে ভারাক্রান্ত মনে মহারাজের ঘরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেতর শুতে যাওয়া এ ছিল গ্রীষ্মকালে রোজকার বাঁধা রুটিন। পরিতোষ মহারাজ বলেন যে মহারাজের সঙ্গে গ্রীষ্মকালে রাঁচিতে তিনি ফাঁকায় শুতেন। ঠাণ্ডা লাগলেও রাত দুপুরে আবার ঘুম থেকে উঠে ঘরে যাওয়ার পরিবর্ত্তে গায়ে ঢাকাচুকি দিয়ে বাইরেই যাহোক্ করে বরং বাকি রাতটুকু কাটানই শ্রেয়ঃ এই ছিল সেবকের ভাব। মহারাজের কিন্তু রাত দুপুরে তাঁকে ডাক দেওয়ার কামাই নেই। স্নেহময়ী মা যেমন সন্তানকে রাত্রে বাইরে একা ফেলে নিশ্চিন্তে ভেতরে যেতে পারেন না, স্বভাবতই ঘুমের ঘোরেও কতই কাকুতি করে থাকেন—কোমল হৃদয় মাতৃপ্রাণ মহারাজের এই আচরণটীতে কি অনুরূপ স্নেহ-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না? প্রতিরাত্রেই প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন কিন্তু তবুও চুপচাপ ঘরের মধ্যে উঠে যেতে কোনদিনই তাঁর প্রাণ চায়নি। বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ছিলেন যেন সর্ব্বদাই মায়ের আবরণে ঢাকা।

সাধারণ মানুষ রিপুর বশবর্ত্তী। মহারাজের মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-প্রবণতার দুএকটী চরম দৃষ্টান্ত দিয়েও তৃপ্ত হচ্ছি না কেন? আরও একটি ঘটনা বিবৃত করবার বাসনা আমার জেগেছে। লোভ সামলাতে অক্ষম আমি—লিখেই ফেলি।

নিউইয়র্ক মঠের পবিত্রানন্দ মহারাজের লেখার থেকে ঘটনাটী উদ্ধৃত করছি। ১৯২৪ খৃঃ মাদ্রাজ মঠ, প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে কাঁচা উনুনে—বিশুদ্ধানন্দজী স্নানের জন্য গরম জল করায় ব্যাপৃত। স্নানার্থী পবিত্রানন্দ মহারাজ সেই দিক দিয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলেছেন। 'বিশুদ্ধানন্দজী বয়সে অনেক বড় ও প্রাচীন সাধু।' তিনি তো অনায়াসে বললেই পারতেন যে বড্ড ধোঁয়া হচ্ছে—কাঠগুলি ঠিক করে দাওতো। অন্য যে কেউ হ'লে স্বভাবতঃ এই বলেই ধূম্রজালের থেকে রক্ষা পাবার জন্য সরে আসতেন।

কিন্তু পুরুষোত্তম বিশুদ্ধানন্দজীর যে স্নেহ প্রবণ মাতৃ হৃদয়! চাণক্য পণ্ডিতের মূরার মাতৃত্ব বর্ণনার প্রতিভা এখানে একান্তই নিষ্প্রয়োজন এবং অবান্তর। একাক্ষর 'মা'—তাঁর সাক্ষাৎ কৃপালাভে মাতৃহারা যুবক জীতেন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বেই নব জীবন পেয়েছেন। তাইতো সহজ, সরল মাতৃকণ্ঠে পবিত্রানন্দ মহারাজকে দেখামাত্রেই খালি এই কথা কয়টাই উচ্চারিত হয়েছিল—"প্রচুর জল হবে, তুমিও এর থেকে স্নানের জন্য গরম জল নিতে পারবে।"

মহারাজ যে ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন তার পরিচয় রাঁচীর ভক্তমহলে সুবিদিত। মোরাবাদি আশ্রমে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ঠাকুর পরিবারের জামাতার সহিত কথোপকথনের সময় মহারাজের সাক্ষাৎ দর্শনের কথা প্রথম প্রকাশ হয়ে পড়ে।

উচ্চশিক্ষিত তার্কিক যুবক বোধ হয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান। প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়! ঈশ্বরকে কি আপনি দেখেছেন ?" নাস্তিক যুবকের হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সেদিন মহারাজ অনেক কথাই বললেন কিন্তু কে তার ধারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

করে! "কেউ ডুব দিতে চায় না। বিবেক বৈরাগ্য, সাধন-ভজন কিছুই নেই—কি করে ঈশ্বর দর্শন হবে? ব্যাকুল হ'য়ে নির্জ্জনে ধ্যানচিন্তা করতে হয়—মা আমার চোখের ঠুলি খুলে দাও, আমায় দেখা দাও বলে, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়। বাক্যমনের অতীত যিনি তিনি তখনই ভক্তের জন্য রূপ ধারণ করে দেখা দেন।"

সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্ম যুবকের থেকে পুনরায় প্রশ্ন এল, "মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন?" যুবকের প্রশ্নে কর্ণপাত না করেই মহারাজ বলে চলেছেন, "আমরা সকলেই প্রায় নাস্তিক। কতকগুলো বাক্যের আড়ম্বর, শ্লোক বা মন্ত্র মুখস্থ করার নাম ধর্ম্ম নয়। আর ধর্ম্মও কিছু ঈশ্বর নয়। সব ধর্ম্মই সত্য। তবে এক একটী পথ মাত্র। জ্ঞান, ভক্তি ও সবই নানা পথ, নানা উপায় মাত্র। সবেরই গন্তব্যস্থান সেই এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার। নাম আলাদা, কিন্তু বস্তু এক।" যুবকটী কথার মাঝখানেই মহারাজকে বাধা দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" এবারও ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মহারাজ একটানা বলেই চলেছেন :—

"যে কোন একটা ধর্মকে আশ্রয় করে, ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। ঠাকুরের উপমা—ছাদে উঠবার সময় একটা কিছু ধরে উঠতে হয়, একসঙ্গে দুতিন রকম সিঁড়িতে পা দিলে ওঠা যায় না। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই ঈশ্বরকে লাভ করা, তাঁকে দর্শন করা। এখনকার লোকে বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর দর্শন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে যে মুনিঋষিরা দেখা পেতেন বটে কিন্তু আজকাল আর কেউ পান না। মনের যোগ অভ্যাস দরকার। আবার ভোগ, আসক্তি ত্যাগ না করলে মনের যোগ হয় না। অবস্তুকে ভালবাসলে আসল বস্তুলাভ কি করে সম্ভব? মনের যোগ হলে তবেই আত্মদর্শন সম্ভব হয়—তাঁকে তখনই হৃদয় মধ্যে লাভ করা যায়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্বই ঈশ্বরদর্শন—বেদের মুখ্য উদ্দেশ্যও তাই! কঠোপ-নিষদে আছে যে নচিকেতা ঈশ্বরকে দেখতে চান। তখন ধর্ম্মরাজ বললেন, "যদি ঈশ্বরকে জানতে বা দেখতে চাও, তাহলে ভোগ-আসক্তি ত্যাগ দরকার।" যাজ্ঞবল্কও মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, "ঈশ্বরকে না জানলে ও সব ধন বিদ্যায় কি হবে? হে মৈত্রেয়ী, আগে তাঁকে জান। এইটাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—তারপর যা হয় ক'রো।"

"সেইজন্যই স্বামিজীর প্রধান কাজ ছিল ধর্ম্মকে দৈনন্দিন জীবনে পরিণত করা এবং **ঈশ্বর আছেন এই খাঁটি কথাটি মানব মাত্রকেই বুঝিয়ে দেওয়া**। তারপরে অন্নবস্ত্র, বিদ্যাদান, ধর্ম্মদান ইত্যাদি। অনন্যমন হয়ে ভগবানের ধ্যানচিন্তা কর, হৃদয়মধ্যে তাঁর অপরূপ রূপ দর্শন কর।" এ সব কথায় কর্ণপাত না করে চঞ্চল-হৃদয় নাস্তিক যুবক শ্লেষ-ভরে আবার প্রশ্নবান ছাড়লেন, "আপনি যদি ভগবানকে দেখে থাকেন তাই-ই বলুন।"

সমবেত সকলেই চুপচাপ বসে নিঃশব্দে মন্ত্রমুগ্ধের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধানন্দজীর কথামৃত পান করছেন। এবার আর মহারাজ যুবকের কটাক্ষকে এড়িয়ে গেলেন না! বিচলিত হ'য়ে তাঁর ডান শ্রীপদের গেরুয়া বস্ত্রখানি আস্তে আস্তে তুলে হাঁটুর উপরে তিনবার চপেটাঘাত করে, ভাবে উদ্বেলিত হয়েই বলে উঠলেন মহারাজ, "এখানটা যেমন দেখছি ঠিক সেইরূপ স্পষ্টই আমি তাঁকে দেখেছি।"

সেই সময়ের উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে শ্রীঅনন্ত মুখোপাধ্যায় আজও জীবিত। তিনি বলেন যে ঐ উক্তিটী করার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের মুখ-মণ্ডলে ও সারা শরীরটীতে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতি খেলে গেল। তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করেন এবং সেদিন আর কারও ভাগ্যে দর্শন ঘটেনি।

শ্রীউমাশংকর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলুড় মঠে

(ইং ১৯৫৭ - ৬০)

সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের এবং মিশনের পুরাতন সাধুদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি বহুবার লক্ষ্য করেছি। ভরত মহারাজ সম্বন্ধে কথা উঠলেই বলতেন, "ও আমাদের মঠের মা।" বেলুড় মঠে ঠাকুরঘরের ভাণ্ডারী প্রবোধ মহারাজ প্রণাম করতে আসলেই জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমার এই কাজে কত বছর হোল?" তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাতঃকালীন মন্দির পরিষ্কার থেকে আরম্ভ কোরে সব খুঁটিনাটী জিজ্ঞাসা করতেন এবং সেই মহারাজের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলতেন "আহা! ওর কী নিষ্ঠা-ভক্তি।" বেলুড় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে একই কথা তাঁর মুখে বারবার শুনেছি, "দ্যাখো ওর কি ভক্তি-বিশ্বাস! প্রতি বছর পরীক্ষার আগে ছেলেদের প্রণাম করাতে এনে জোড়-হাত কোরে বলবে —মহারাজ, আপনি ঠাকুরকে এদের জন্য একটু বলবেন— আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এরা সবাই কৃতকার্য্য হয়।" আর একদিনের ঘটনা। প্রবীণ উপুদা মহারাজ এসে প্রণাম করতেই নিজের গলা থেকে গোড়ের মালাটী তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, "আজ জামাইষষ্ঠী – আমি বলেছি রোজকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত থোড়-বড়ি-খাড়া চলবে না—আজ ভালো খাওয়া-দাওয়া চাই, আর এরা (সেবকরা) তোমাকে জামাইষষ্ঠী করবে।” উপুদা মহারাজ চলে যেতেই বললেন, “ও আমাদের মঠের এমন এক একটা কাজ প্রতি-নিয়ত লেগে থেকে কোরে থাকে যা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নয়!”

বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের বিশাল হৃদয়ের পরিচয়াত্মক মাত্র কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করেছি। কৌতুক-পরিহাসের মধ্য দিয়ে মহারাজ সমাগত সকলকে একেবারে আপন করে নিতেন।

যৌবনেও মহারাজ কি অভিনব ভঙ্গীতে হাস্যরস পরিবেশন করতেন তার দু'একটী দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ কি? পরিব্রাজক চলেছেন ৺কাশীধামে। পূর্ব্বরাত্রে আহারাদি সংগ্রহ না হওয়ায় দ্বিপ্রহরে ‘বামদা’ নামক স্থানে এক মিশনারির নিকট ভিক্ষা চাইলেন। উত্তর পেলেন, “আমি দুর্ব্বলদেরই ভিক্ষা দিই—সবলকে দিই না।” পরিব্রাজক টাকা-পয়সা গ্রহণ করেন না শুনে পাদ্রী বললেন, “আমি খৃষ্টান—আমার খাবার তো খাবে না।” অভুক্ত অবস্থাতেও মহারাজ সেদিন কৌতুক করতে ছাড়লেন না,—শুধু বল্লেন, “লোক দিয়ে দোকান থেকে উপযোগী আহার্য্য এনে দিলে খেতে পারি।” তখনই সরে পড়লেন ধর্ম্মযাজক মিশনারি!

এর পরেই পরিব্রাজক এলেন ‘গিধোড়’ নামক স্থানে। লেখনী-মুখে হাস্যরস-প্রিয় মহারাজের স্বীয় বর্ণনা উদ্ধৃত করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোভ সংবরণে আমি অপারক। "একজন পাদরী সাহেব এখানে গির্জা নির্ম্মাণ করিয়া অনেক মূর্খ সাঁওতালকে আঁধার হইতে আলোকে আনিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ঐ স্থানে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইলে উপশম মানসে ঐ সকল নবীনালোক প্রাপ্ত সাঁওতালেরা ৺শীতলা দেবীর প্রতিমা করিয়া পূজা করিতে লাগিল। এই খবর পাইয়া পাদরী মহোদয় ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় আসিলেন এবং শিষ্যদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হইতে দেখিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শিষ্যেরা বলিল, "যীশু অন্ধকার হইতে আলোকে আনেন বটে কিন্তু এ বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র ৺শীতলা দেবীই সক্ষম।" পাদরী সাহেব তাহাদিগের ভ্রম বুঝাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে সকলে উত্যক্ত হইয়া ধনুক লইয়া আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে পাদরী সাহেব নিজেই চতুর্দ্দিকে আঁধার দেখিয়া পলায়ন করিলেন।" উদ্বোধন, কার্ত্তিক ১৩১৫ সাল।

একদিন এক ভক্ত মহিলাকে সস্নেহে ডাক দিয়ে হেসে বললেন, "শ্রীমা ছিলেন মুখুজ্যের মেয়ে আর চাটুজ্যের বৌ, আর তুমি হচ্ছো চাটুজ্যের মেয়ে আর মুখুজ্যের বৌ।" একটু চুপ্ করে থেকেই হঠাৎ গম্ভীর। সন্ন্যাসীর করুণা-উদ্ভাসিত চক্ষু দুটী ভক্ত মহিলাটির আনন্দ-দীপ্ত চোখের সঙ্গে মিলিত হতেই বললেন, "ছাখ উমা! তুমি সংসারের কাজে ব্যাপৃতা থাকলেও সর্ব্বদা মনে মনে জপ করে যাবার চেষ্টা করবে—কখনো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুযোগ আসে কেউ বলতে পারে না। উমা নামের মর্য্যাদা রাখা চাইতো।"

বেলুড় নিবাসী প্রবীণ ভক্ত খগেনবাবুর চোখ অপারেশনের পর প্রশ্ন করলেন, "চোখ তো হ'ল এখন দিব্যচক্ষু খুলবে কবে?" একটু থেমে নিজেই উত্তর দিলেন, "ঠাকুরের কৃপাতেই হবে।"

তুলসী মাসিমাকে (খগেন বাবুর স্ত্রীকে) একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ভাল নাম কি?" উত্তরে সরযু জেনে বললেন, "রামের বাস ছিল সরযু তীরে।" একটু পরেই ওঁর ভগ্নীর নাম যমুনা শুনে বললেন, "যমুনা বলতেই শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে।" এই বলেই বালকের মত উচ্ছ্বসিত হাসিতে বারান্দা মুখরিত করে বলে উঠলেন, "তাহলেই ত্যাখ—তোমরাই হচ্ছ আসলে রামকৃষ্ণের।"

এতক্ষণ যে জমাট বাঁধা গাম্ভীর্য্য সমগ্র ভক্ত মজলিসটীকে অধিকার করেছিল, বিশুদ্ধানন্দজীর আনন্দহিল্লোলে তরল হয়ে গেল—সমবেত সকল ভক্তের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং সকলেই কৃতার্থ বোধ করলেন।

বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ যখন যেখানে থাকতেন যেন চাঁদের হাট ব'সে যেত। তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য, তাঁর মুখ থেকে তত্ত্বকথা শোনবার জন্য এবং সর্ব্বোপরি তাঁর অপূর্ব্ব প্রেম আস্বাদন করবার জন্য সর্ব্বদাই লোকের ভিড় লেগে থাকত। সংসার জ্বালায় তাপিত জনের মধ্যে তাঁর দিব্যজ্ঞানের অনুভূতি বিলিয়ে দিয়ে মহারাজও বিশেষ প্রীত হতেন। তিনি একঘেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুকনো সাধু ছিলেন না—'রসে-বসে-থাকা' পছন্দ করতেন। কত বড় বড় তত্ত্বকে কত সহজ করেই না বোঝাতেন মহারাজ। সাধনার উচ্চভূমির নানান পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা একটানা বলতে বলতে আবহাওয়াটাকে আবার হাল্কা করবার জন্য তিনি কি সুন্দর চমৎকার হাস্যরস পরিবেশন করতেন! রঙ্গ-রসের মাধ্যমে মহারাজের আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাবার প্রণালী বড়ই অদ্ভুত এবং অপূর্ব্ব !! নানান শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যার মাঝে মাঝে তাঁর বর্ণিত "পা পিছলে আলুর দম," "শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়াবে কে তা আগে জানতো" ইত্যাদির অভিনব, কৌতুকপ্রদ, বিশদ ব্যাখ্যা শুনে ভক্তেরা বহুবার প্রাণখোলা হাসি হেসে সেদিনকার মত বাড়ী ফিরেছে। সঙ্গে কোরে 'ছাঁদা' বেঁধে নিয়ে গেছে এক সংক্রামক বিশ্বাসের পুঁটলি। এই ঘটনাটী মহারাজের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন, সকালের দিকের। একদিকে কথা-বার্ত্তার মাধ্যমে মহারাজের ঘড়াঘড়া প্রেম বিতরণ আর অন্যদিকে মঠে প্রসাদ পাবার ঘণ্টা! বেলুড় মঠের ভাব-গাম্ভীর্য্য থমথমে পরিবেশের মধ্যেও মহারাজের ঘর থেকে নেমে ভক্তদের হাসি-খুশীতে ফেটে পড়ার ভাব সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও যেন আর থামতে চাইত না।

বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ছিলেন গীতার "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে।" ৬।৩৫। তিনি ছিলেন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রতীক। নিজের মুক্তির জন্য তিনি মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না। সদাই অপরের মুক্তির জন্য ব্যগ্র ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাইতো অক্লান্তভাবে সারাটী জীবন ভক্ত মাত্রেরই আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তা করেছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামিজীর ভাব-ধারা ও আদর্শ বোঝাতে সর্ব্বদাই প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন—এমন কি অসুস্থ শরীরেও কোনদিন ক্লান্তি বোধ করেননি।

ভক্তেরা দর্শন করতে গেলে যদি কোনও অপরিহার্য কারণে মহারাজ সেদিন সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করতে নাও পারতেন তবে অন্ততঃ কয়েকটী কথা না বলে তিনি কাউকেই কোনদিন সহসা বিদায় করে দিতেন না। সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু এইরূপ :—

আজ সমাজে সাধারণ মানুষের মন থেকে অপরাধের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। অন্যায়ের প্রতি শিক্ষিতদের যে একটা স্বাভাবিক ঘৃণার ভাব ছিল, দুষ্কৃতকারীর প্রতি মনে মনে বিতৃষ্ণা হ'ত, অন্যায় দেখলেই মনটা সঙ্কুচিত হতো আজ যেন তার পরিবর্ত্তন হতে চলেছে।

ঘরের শিক্ষা বলে আজ আর কিছু নেই বললেই চলে—অন্ততঃ তার অস্তিত্বের পরিচয় খুব বিরল। ছোটদের জীবন শৈশবে যদি সু-অভিভাবকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়—অসংযত কৈশোর যখন যৌবনে পদার্পণ করবে, তখন কি করে তার কাছ থেকে তুমি সুশৃঙ্খল ও সুসংযত জীবন আশা করতে পার ?

মহারাজ এ কথাও বলতে বাকি রাখতেন না যে পোশাক পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ প্রভৃতির প্রতি আগেকার দিনে অভিভাবকদের যে কড়া দৃষ্টি ছিল আজ তা সম্পূর্ণ তিরোহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতাশার সুরে ব্যথিত চিত্তে করুণ-হৃদয় মহারাজ বলতেন, "পিতামাতার সামনে দিয়েই যখন মেয়েরা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও অশোভন বেশভূষা পরে বের হয় তখন তারা মোটেই তিরস্কৃত হয় না। অভাবগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানেরাও যখন দেখি বিলাসিতায় মন দিয়েছে তখন তারা যে কি প্রশ্রয় পাচ্ছে একটু ভেবে দেখ।"

মহারাজ আরও বলতেন যে আগের তুলনায় আজকাল অনেক উচ্চ শিক্ষিত মাষ্টার প্রফেসার স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক বিরোধ লেগেই আছে, স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই। এই অবস্থায় চতুর্দ্দিকে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে সেতো স্বাভাবিক। দেশের চতুর্দ্দিকেই আজ অনিয়ন্ত্রিত এবং অসংযত জীবনে দেখা দিয়েছে নানান অবাঞ্ছিত কার্য্যাবলী—সমাজের আদর্শ জীবন-সম্পদ আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত।

ভালমন্দ, সদসৎ, ন্যায়-অন্যায় বোধের উন্মেষ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং তাতেই চরিত্র গঠন হবে ও সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধন হবে।

স্বামিজী বলতেন যে আজকের দিনের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিকতা বোঝা কঠিন, এ বিষয়ে কিছু বলা আরও কঠিন।

"আজকাল মানুষ আদর্শগতভাবে নিম্নমুখী হয়ে পড়ছে। মানুষের মস্তিষ্কের প্রসারতা থেকে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেও, তার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামিজীর প্রদর্শিত আদর্শ গ্রহণ করলেই সকলের মঙ্গল হবে—একথা ধ্রুব সত্য।"

ভক্তবৎসল মহারাজ সকল মানুষের দুঃখকষ্ট সদাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ডেলি-প্যাসেঞ্জার বাবুদের কষ্টে সন্ন্যাসীর অনুকম্পা-উদ্ভূত অপূর্ব্ব বেদনা! পরম আত্মীয়ের থেকেও ঢের বেশী স্নেহ এই প্রেমিকের কোমল হৃদয়ে; মহারাজ বলতেন, "ছাখো কত সকালেই নামমাত্র দুটি আহার সেরে এরা চলেছে ট্রেণ ধরতে; আর ফিরবে সেই এক প্রহর রাত্রে, ছেলেমেয়েদের চোখে দেখারও সময় নেই। ট্রেণে সময় কাটাবার উপযোগী একখানি সদ্গ্রন্থও নেই—তৎ পরিবর্ত্তে সঙ্গে আছে পানের ডিবে এবং তাস।"

"যাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন, যারা অন্তরে বাইরে শত সহস্র বিষয়ের দাস হ'য়ে রয়েছে, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই দাসত্ব যাদের ক্রমশঃ নীচের দিকে টানছে, তারা যে কতখানি দুর্ব্বল এবং অসহায় তা বলা যায় না। সব সময় ছুটেছে পেটের জন্য—ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি দেবার আদপেই সময় নেই।"

আরও একটা কথা মহারাজ বলতেন :—

"মানুষের চাহিদার আর অন্ত নেই—সদাই আরো দাও, আরো দাও।"

এই কথা বলতে বলতে মহারাজকেও নিজের মনটাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকখানি নামিয়ে আনতে হোত আর করুণা-বিগলিত হৃদয়ে ভক্তের দুঃখে তাঁরও সে সময়ে যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসত! এ আমার রঙীন কল্পনা নয়—স্বচক্ষে বহুবার দেখেছি এবং হাঁফ ছেড়ে মহারাজকে কামিনী-কাঞ্চন মুগ্ধ জীবের সমস্যা ও সমাধানের জন্য একটানা বলে যেতে শুনেছি :—

"প:ড়ছ তো ঠাকুরের কথা : উট কাঁটা ঘাস খাবেই। এদিকে মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে! সংসারী-রাও এই চাহিদার পেছনে ছোটাছুটী করে কি দুঃখ-কষ্টই না পাচ্ছে। পেলেই সুখ, শান্তি, আনন্দ আর না পেলেই দুঃখ, অশান্তি ও নিরানন্দ। একটা পূরণ হতে না হতেই আবার আর একটার পেছনে ছুটেছে। কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না। এ যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসেছে—ক্রমাগতই আরও বেশী অশান্তি:তে জড়িয়ে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করো—বলবে যে বেশ আছি, মহারাজ"।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন যে অহঙ্কার মলেও যায় না—যেন অশ্বত্থগাছ, আজ কেটে দাও কাল আবার ফেঁকড়ি বেরোবে। আমাদের মহারাজ ছিলেন এমনই নিরহঙ্কার যে নিজেকে সর্ব্বদাই ঢেকে রাখতেন আর কিছুতেই নিজেকে প্রচার হ'তে দিতেন না! বড় বড় সাধুদেরও বলতে শোনা যায়, "আমার লেখা অমুক বইখানা পড়—এই বিষয়ে তাতে আমি বিস্তারিত বুঝিয়েছি।" কিন্তু মহারাজের অধিকাংশ ভক্তই তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবদ্দশায় "সৎপ্রসঙ্গ" নামক মহামূল্য বই দুখানির অস্তিত্বের বিষয়ও অবগত ছিল না। মহারাজের তিরোধানের পর জেনেছে—কেননা তাঁকে কখনো নিজের বইয়ের উল্লেখ পর্য্যন্ত করতে কেউ কোনদিন শোনেনি।

একদিন বেলুড় মঠে এক নব বিবাহিতা বধূকে প্রণাম করিয়ে মহারাজের আশীর্ব্বাদ নিতে এনেছে। মহারাজ প্রশ্ন করলেন, "এখন এর কর্ত্তব্য কি?" সকলকেই নিরুত্তর দেখে তখন তিনি নিজেই বললেন, "একটু মিষ্টি কথা, মিষ্টি মেজাজ ও সকলের প্রতি একটু মিষ্টি ব্যবহার। আর এতে একটী পয়সাও খরচ নেই।" কিছুক্ষণ পরেই আরও বললেন, "সংস্কার থাকলে তবেই সব দিক দিয়ে আসে প্রাণবন্ত মিষ্টতা—অবশ্য এটী এক জন্মেই হয় না।" এই প্রসঙ্গে মীরাবাঈ প্রবন্ধে মহারাজ বহুকাল পূর্ব্বে যা লিখেছেন সেই কথাগুলিই উদ্ধৃত করছি :—

> "কোকিল শাবক যেমন স্বাভাবিক সংস্কারে মধুর কূজনে দিগদিগন্তে সঙ্গীত ধারা বর্ষণ করে, মীরাও সেইরূপ পূর্ব্ব-জন্মার্জিত ভক্তির প্রেরণায় শৈশবেই কলকণ্ঠের সঙ্গীতে সকলকেই বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন।"

ইং ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি বেলুড় মঠে একদিন সকালে মহারাজ ভক্তের মজলিসে বসে ভগবৎ-গুণকীর্তন করছেন এমন সময় এক ভক্ত মহিলাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, "এত দূর থেকে এত সকালে যে?" মহিলাটী উত্তর দিলেন, "পাশের বাগানে আজ ছেলে-মেয়েরা পিক্‌নিক্ করবে—পাচক চাকরদের লাগিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে তাই আমি প্রণাম করতে এলুম।" মহারাজ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, "যাও, যাও, তুমি না মা! তুমি ছেড়ে এলে হয়?" বিরক্তির সহিত মহিলার সামনেই মন্তব্য করলেন যে পিক্‌নিক্ ও ঠাকুর দর্শন একই ঢিলে দুই পাখী, আর পিক্‌নিকেও সেই রোজ দিনের মত পাচকেই রান্না করবে! সেদিনকার খবরের কাগজে ফলাও করে বেরিয়েছে যে একটী বাঙ্গালী মেয়ে প্লেন থেকে প্যারাসুটে jump দিয়ে নেমেছে। ধর্ম্মহীন রাজনীতি এবং ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি নানান কথা থেকে মহারাজ সেদিন নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি রকম মা হতে চাও? লেখাপড়া খারাপ নয় কিন্তু আজকাল স্কুল-কলেজে পড়ে মেয়েরা একেবারে মা থেকে বাবা হ'য়ে যাচ্ছে—হৃদয় নেই।" তার থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শীপূজা এবং সেই পূজার মাহাত্ম্য স্বামিজীর ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া ইত্যাদি অনেক কথাই বলে বললেন তাই পরবর্ত্তী যুগে তিনি ভারতবাসীকে ডাক দিয়ে বলেছেন যে তোমার নারীজাতীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী।

বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কখনো কারো ভাবনষ্ট করতেন না। প্রত্যেককেই তার ভাবের উপযুক্ত খাদ্য দিয়ে তাকে তারই ভাবে রাঙিয়ে দিতেন। ইং ১৯৬০ সালের ৩রা জুন, শুক্রবার—মহারাজের জন্মতিথির দিন। বেলুড় মঠে সেদিন সকাল থেকেই মহারাজের ঘরে খুব ভিড়। বেলা নটা হবে। তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে এক মহিলা ভক্ত এসে প্রণাম করেই এক জোড়া পাদুকা বার করে মহারাজের চরণ দুখানি তদুপরি স্থাপন করে পুষ্প, ধূপ ইত্যাদি দিয়ে পূজা করতে লাগলেন। মহারাজ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "এতো পায়ে ঠিক হয়েছে—তুমি মাপ কোথা থেকে পেলে—আর মাপ মত খড়মই বা যোগাড় করলে কি কোরে?" মহিলাটির দুনয়নে তখন আনন্দাশ্রু নির্গত হচ্ছে। চোখ মুছে উত্তরে জানালেন যে আগের দিনে প্রণাম করবার সময় শাড়ীর আঁচল দিয়ে মাপ নিয়ে যান এবং অনেক খুঁজে ভবানীপুরে এক দোকানে ঠিক মাপ অনুযায়ী খড়ম জোড়াটি পেয়ে যান। তারপরে পাদুকা দুটি যেমন এনেছিলেন তেমনি সযত্নে মুড়ে নিয়ে প্রণাম পূর্ব্বক মহিলাটি বিদায় নিলেন। তখন মহারাজ বললেন, "ঐ ওকেই আমি সেই গয়নাপরা মেয়ে বলে থাকি। প্রথম দিন এক গা গয়না পরে টালিগঞ্জ থেকে ভোরে বাসে রওনা হ'য়ে আমার এখানে খুব সকালেই এসে হাজির। সেদিন আমি খুব বকেছিলাম। কিন্তু ওর সাহস ছাখো—কাউকে আগে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করেই বাড়ীতে রাখবার জন্যে পাদুকা স্পর্শ করাতে এনেছে।" তারপরেই হেসে আরও বললেন, "ও যে আমাকে হেঁটে দেখাতে বলেনি এই রক্ষে। ছাখো তোমরাও যেন দেখাদেখি কাল থেকে পাদুকা আনতে সুরু কোরনা। ও ওর ভাব নিয়ে আছে। আমি কারো ভাব নষ্ট করতে চাইনা।"

একবার বেলুড়ের স্থানীয় দুষ্ট যুবক-দল মঠে চড়াও হবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য দক্ষিণ দিকের ফটকে জমায়েত হয়েছে—হাতে লাঠি এবং অস্ত্রশস্ত্র ; ইচ্ছা—মঠের গেরুয়াধারী 'অলস সাধুদের' উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। খবর পেয়েই স্বভাব-প্রেমিক বিশুদ্ধানন্দজী এগিয়ে এলেন—হামলার সম্মুখীন হ'য়ে সস্নেহে বললেন, "তোমরাও ভেতরে আসতে পার বাবা—এখানে থেকে সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন জীবন ভালভাবেই দেখতে পারবে।"

পুরুষোত্তমের ডাকে ছত্রভঙ্গ হয়েছিল সেদিনের গুণ্ডার দল !

শোনা যায় যে গুণ্ডা-সর্দ্দার এবং দলের আরও কয়েকটী যুবক মহারাজের পূত সংস্পর্শের প্রভাবে ও মঠের দিব্য পরিবেশের মধ্যে যাতায়াতের ফলে পরবর্ত্তী জীবনে সাধু হয়েছিলেন ! এই ঘটনার পরে আর কখনো বেলুড় মঠের ইতিহাসে ঐ ধরণের কালো মেঘ জমাট বেঁধে ওঠেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে বোঝাতে গিয়ে স্বামিজী যেমন বলতেন যে তিনি ছিলেন L-O-V-E.—তেমনিই বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ছিলেন প্রেমী।

"প্রেমিক লোকের স্বভাব সতন্তর।
সে জানেনাকো আপন পর॥"

মহারাজের জীবনে অদ্ভুত মিল সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়েছে ঐ কবিতার মর্ম্মার্থের সঙ্গে।

তাঁর ছিল শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব—কথা বলার সময় প্রায়ই হাত দুখানি ওপরের দিকে তুলতেন। কাশীতে শীতের দিনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকাল বেলায় জীবনের শেষ দুটী বছর বারান্দায় যেখানে বসতেন সেই স্থানে দরজার দুধারের দেওয়ালে অনবরত মহারাজের শ্রীহস্তের স্পর্শ লাগায় চূণ উঠে যাওয়ার দাগ আজও বর্ত্তমান—১৩৭০ ভাদ্র মাসেও আমরা লক্ষ্য করে এসেছি।

তিনি ছিলেন মহাজাপক—সদাই অন্তস্তঃ হয়ে জপ করে যেতেন। কাশীতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও বিশুদ্ধানন্দজী ও তাঁর এক গুরুভাই খুব জপ করতেন—আর এক হাতে পাখা নাড়তেন। বাবুরাম মহারাজ একবার এই দৃশ্য দেখে এসে বেলুড় মঠে রাজা মহারাজকে বলায় তিনি লিখেছিলেন, "হ্যাঁরে, তোদের কি ঢোঁড়াসাপে কামড়েছে—তোদের একবার করলেই হবে, অত কষ্ট করে অত জপ্ করতে হবে না।"

একবার খুব হৈচৈ পড়ে গেছে—ধর্ম্মগুরু দালাইলামা এসেছেন বেলুড় মঠ পরিদর্শনে। মাননীয় অতিথিকে সমাদরে, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে চারদিক ঘুরিয়ে দেখানো হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে এসে সব কথার পর অতিথি প্রশ্ন করলেন, "সমাধি কত দিনে হয় ?"

সহজ কোমল কণ্ঠে দালাইলামার প্রশ্নের জবাবে বললেন বিশুদ্ধানন্দজী, "সমাধি হতে বুদ্ধদেবের লেগেছিল ছয় বছর—ঠাকুরের গুরু শ্রীতোতাপুরীর লেগেছিল চল্লিশ বছর—আর ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধি হতে লেগেছিল মাত্র দুদিন, তাও দুদিন ঠিক নয়,—প্রকৃতপক্ষে একদিন।"

এই কথা শুনে দালাইলামা একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একবার মহারাজের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকাতে লাগলেন—আশ্চর্য্য হবার কথাইতো !

মস্তিষ্ক ও হৃদয় সম্বন্ধে মহারাজ অনেক কথাই বলতেন। মস্তিষ্কের দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে পারে, অপরকে বোঝান বা লেকচার দেওয়া যেতে পারে, ভাল মূর্ত্তি গড়া যেতে পারে—কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করতে হলে চাই আগে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্মপথে থেকে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করতে পারলে তবেই হবে ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা বড়ই কঠিন—কখন কোনদিক দিয়ে কামনা এসে পড়ে—কে জানে ?

শম্ভু মল্লিক চেয়েছিলেন যে কর্ত্তব্য বোধে খালি কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্পেনসারি, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণী ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে সৎকর্ম্মে টাকার সদ্ব্যয় করবেন এবং সেই সঙ্গে জগতের উপকার করবেন। তখনো তিনি যেন শুধুই মস্তিষ্কবান। কারণ তখনো ফুটে ওঠেনি তাঁর প্রাণে ভক্তি এবং ভালবাসা। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর করে দিলেন সেই শুষ্ক মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ। তখনই শম্ভূ মল্লিক বুঝলেন যে **"মানব জন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ"**—কেবল হাঁসপাতাল ডিস্পেনসারী করা নয়। এ সবইতো অনিত্য বস্তু—দু দিনের। তিনি বুঝলেন—যে কর্ম্ম আদিকাণ্ড; কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম। কর্ম্ম কিছু জীবনের উদ্দেশ্য নয়—তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানান কাজে জড়িয়ে মরি ?

নরেন্দ্রনাথের বিশাল হৃদয়ের সঙ্গে অচল, অটল, বিশ্বাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগাযোগ করে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন, উচ্চশিক্ষিত নরেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিলেন যে জগতের মা-ও নিজের মা—পাতানো মা নয়। তিনিও ডাকলে সাড়া দেন বা দেখা দেন—তাও প্রত্যক্ষ করালেন। নরেন্দ্রনাথের উর্ব্বর মস্তিষ্ক খুব সহজেই তাঁকে সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর জিজ্ঞাসু মনের কথার উত্তর পেয়ে, তাঁর হৃদয়ে এমনিই বিবেক-চৈতন্য জাগ্রত হ'ল যে ঐ অল্প বয়সেই তিনি বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দে পরিণত হলেন আর দেশে-বিদেশে বিলিয়ে দিলেন নিজেকে—শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাঝে।

শুধু মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করতে করতে মানুষ যে পাগল হয়ে যাবে। শুধু মস্তিষ্ক হচ্ছে হাতা যা দিয়ে অন্নব্যঞ্জন থেকে মায় উপাদেয় খাদ্য ইত্যাদি রন্ধনে ও পরিবেশনে খুব সাহায্য হয়—কিন্তু ঐ হাতা নিজে কিছুই আস্বাদন করতে পারে না। আস্বাদন করে থাকে আমাদের এই হৃদয়। এই বলেই মহারাজ দক্ষিণ শ্রীহস্তের অঙ্গুলি কয়টী একত্র করে নিজে বুকের ওপর রেখে আরও বলতেন, **"ধর্ম্ম সেই আস্বাদনের এবং অনুভূতির বস্তু।"** ধর্ম্মকে জানতে হলে চাই হৃদয়ে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি। শুধুই মস্তিষ্কবানের অনুভূতি সুদূর সাপেক্ষ। সেজন্যই যথার্থ ধারণা করা তার পক্ষে কঠিন হ'য়ে পড়ে। যার হৃদয় এবং মস্তিষ্ক অর্থাৎ জ্ঞান এবং প্রেম-ভক্তি দুইই আছে তারই বিবেক জাগ্রত হয়—সদসৎ বিচার করতে পারে, নিত্য আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিত্যকে ঠিক বুঝতে শেখে। মস্তিষ্ক (বুদ্ধি) ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বে মানুষের হৃদয়ই পরিশেষে জয়লাভ করে এবং তার প্রেরণাতেই সে সকলরকম কর্ম্ম করে থাকে।

"ভগবানকে কোথায় ধ্যান করব"? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "হৃদয়তো ডঙ্কামারা জায়গা।" হৃদয় মন্দিরে ভগবান বাস করেন, কেবলমাত্র মস্তিষ্কে নয়, তবে সেটী ভক্তহৃদয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।" ভগবানকে প্রথমে হৃদয়েই খুঁজতে হবে।

শুধু মস্তিষ্ক কখনো প্রকৃত আনন্দ বা শান্তি দিতে পারে না। মস্তিষ্কের দ্বারা প্রভূত পার্থিব সম্পদের মালিক হ'তে পারে কিন্তু হৃদয়ই হচ্ছে প্রেম, ভক্তি, বিবেকের একমাত্র অধিকারী। হৃদয় হচ্ছে যেন বিবেকরূপী হাল আর মস্তিষ্ক হচ্ছে শুধুই একখানি বৃহৎ নৌকা, যার হাল নেই। স্বামিজীর বড় নৌকাখানির বিবেকরূপ হালটী শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে ধরে এমনিই চালিত করে দিলেন যে সাত সমুদ্র তের নদী অনায়াসে পার হয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী এক তুমুল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ তুলেছে, যার বেগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আরও কত কথাই বলতেন মহারাজ। এই বিশ্লেষণটী তাঁর বড়ই অভিনব। নিতান্তই অজ্ঞানতা বশতঃ আমি ঠিক বোঝাতে না পারলেও শ্রোতা মাত্রেরই প্রাণে এই সব কথা গাঁথা হ'য়ে আছে।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের প্রত্যেকটী বাণীই সংসার-সমুদ্রে শান্তির আলোকস্তম্ভস্বরূপ। মহারাজের কতকগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

অমূল্য হুবহু কথাবার্ত্তা ভাগ্যক্রমে সংগৃহীত হয়েছে। সংপ্রসঙ্গ গ্রন্থে সব কিছু থাকলেও এমন অভিনব ভাবে একত্র পরিবেশন কোথাও নেই। ভক্ত সমাগমে চুম্বক চুম্বক উপদেশাবলী শ্রীমুখে সব সময়েই আজীবন বলে গেছেন। নিম্নলিখিত ভাবণের মধ্যে তারই একত্র সমাবেশ। এগুলি মহারাজের নিজেরই প্রাণের কথা—প্রতিনিয়ত পাঠে ভক্ত জীবনে অশেষ উপকার সাধিত হবে এই স্থির বিশ্বাসে এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

"ভজন, জপ, পূজা ও ধ্যান—এইগুলির ভিতর দিয়ে তাঁকে আস্বাদন করো, তাঁকে উপাসনা করো, তিনি যে তোমার অতি কাছে রয়েছেন—তাঁর কাছে ব'স। তাঁতে স্থিতিলাভ করো। উপ পূর্ব্বক আস্ ধাতু অর্থাৎ উপাস্যের সমীপে বস।

ভজন কি কম জিনিষ! 'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ'—এ তাঁরই কথা। যে গায় সে মাতে, আর যাকে শোনায় তাকেও মাতায়। নেশা হয়, নেশা করিয়ে দেয়। তাইত ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাপণ্ডিত অশ্বিনীবাবুকে বলেছিলেন,—"তোমরা ত সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী-নেশা করে থেকো। কাজকর্ম্ম করছো অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা শুকদেবের মত হতে পারবে না!"

দুটী প্রশ্ন অশ্বিনীবাবু ঠাকুরকে করেছিলেন। সংসারে কি করে থাকতে হয় ও কি করে তাঁকে লাভ করা যায়। এ প্রশ্ন অশ্বিনী বাবুর ব্যক্তিগত প্রশ্ন হলেও ইহা সংসারী জীব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রেরই প্রশ্ন। গীতায় অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রশ্নাদি করেছিলেন, ব্যক্তিগত হলেও সেগুলি মুক্তিকামী জীবেরই প্রশ্ন।

মহাপুরুষগণ এইরূপ ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরের ভেতর দিয়ে সকলের অন্তরের প্রশ্নের জবাব দেন। এগুলি সকলেরই জন্যে। সবই খোলামালা—গোপনীয় কিছুই নয়। তাইত মুক্তিকামী সকল মানুষের কাছে যুগাবতারের যুগোপযোগী এই উপদেশ—"**একটু গোলাপী নেশা করে থেকো।**"

এই নেশাটি কি? আনন্দই ত! বিষয়ে আনন্দও আনন্দ— আবার ভগবানে আনন্দও আনন্দ। বিষয়ানন্দের নেশা এ নয়। মনকে অন্তর্মুখী করে তাঁর নেশায় ভরে যাওয়া। কিন্তু কেমন করে এ নেশা করে? তাঁর ভজনা করো, নাম কীর্ত্তন কর, জপ ধ্যান সাধনায় মগ্ন হয়ে মনের মলিনতা দূর কর। মলিনতা গেলেই হবে।

তিনি ত' রয়েছেন, অতি কাছেই রয়েছেন। সব সময়েই আমাদের আকর্ষণ করছেন। তিনি চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ; তবে কেন টানছেন না? ছুঁচ যে কাদামাখা রয়েছে। কাদামাখা ছুঁচ কি চুম্বক টানে? মলিনতা ঘুচলেই চুম্বক আকর্ষণ করবে। মনের মলিনতা গেলেই, শুদ্ধ সত্ত্ব মন হলেই—তিনি চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে নেবেন। আর এই কাদাটুকু ধোয়ার জন্য, মনের মলিনতা দূর করার জন্য "**চাই সাধনা**"। সাধনা ছাড়া কিছুই হবে না। তাইত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর অশ্বিনীবাবুকে বলেছিলেন, 'ছাখো, সিদ্ধি সিদ্ধি করলে হবে না। সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘোঁট, সিদ্ধি খাও।' হাঁ খেতে হবে। যে যুগের যা তা' দেবার জন্য যুগাবতারদের আবির্ভাব। তাইত ঠাকুর বলেছেন "দশমূলা পাঁচন" এ যুগে চলবে না। বাদশাহী আমলের টাকা এ যুগে অচল, শাস্ত্রে সব কিছুই আছে।

অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা ॥

ভিন্ন ভিন্ন মত, তাই সাধুমুখে শুনতে হয় ধর্ম্মতত্ত্ব। মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। তাই বলছিলাম যে যুগের যা। সাধুসঙ্গ কর। তাঁরাই ত পথ দেখাবেন—বুঝিয়ে দেবেন শাস্ত্রের কতটুকু নিতে হবে। সৎসঙ্গ করো। অসৎ সঙ্গ বড় খারাপ। দেখলে না দুর্যোধনের দশা, মামা শকুনির সঙ্গদোষে তাদের কি হল ? মন্থরার কু-মন্ত্রণায় কৈকেয়ীর কি অবস্থা ? মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ? তাঁকে পাওয়া ! একটি লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে পড়। "খানদানি চাষা হও"। মাটি চষে ঠিক ঠিক প্রস্তুত হয়ে শুভ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা কর ঈপ্সিত বৃষ্টির আশায়। পুরুষকার, দৈব ও কাল—এই তিনটির যোগাযোগ হলে তবে তাঁকে পাবে। নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। যাতে তাঁর কৃপা হয় ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো।

ঠাকুর বলেছেন ষোল আনা ভালবাসা ত' দিয়েছ কামিনী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঞ্চনে। তুলসী দাস বলেছেন—'জরু, জমি, টাকার পিছনেই ত' সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছ। তাঁর তরে কতটুকু রেখেছ? তাঁকে ভুলে গেছ।' উপনিষদে রথের দৃষ্টান্তটি বেশ। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী হয়ে দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বেগে ছুটে চলেছে বিষয়ানন্দের দিকে। মন-লাগাম সহযোগে বুদ্ধি সারথি কিছুতেই তাদের বাগে আনতে পারছে না। বাগে আনা কি সহজ ব্যাপার! এ যে কোটী জনমের সংস্কার। যিনি মন দিয়েছেন, যিনি ভোগ্য বস্তু দিয়েছেন, যিনি ভোগ করবার জন্য ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ভুলেছ। এ যে জাগা ঘরে চুরি। এ যে মহামায়ার ভীষণ ঠুলি।

তিনি যে দয়াল হরি। তিনি যে 'প্রাণস্য-প্রাণঃ', 'প্রিয়স্য-প্রিয়'। তাইত তিনি ভাঙ্গিয়ে দেন মনের এই ভুল। জীবনে দুঃখ কষ্ট বিষাদ ত' তিনিই দেন মানুষকে। মানুষ মান যশের জন্যেই ত' বেহুঁস হয়ে যায়। সেই 'মান' হতে 'হুঁস' করে দিয়ে তাকে সত্যকার মানহুঁস বা মানুষ করে তোলেন তিনিই। এই হুঁসই ত' বিবেক। এই সব ত তাঁরই কৃপা। সনাতনের কি অবস্থা হল এই শ্লোক পড়ে—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতে ক্ব গতোঽত্তর কোশলঃ।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্য বধারয় ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজক দুলালীর দু'টী কথা 'বেলা যায়' শ্রবণে লালাবাবুর কি হল ? সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বের পিছনে জরা ব্যাধি ও মৃত্যু দর্শন কি ? এ সবই ত' তাঁর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মন-লাগাম সহযোগে বুদ্ধিসারথির ইন্দ্রিয়-অশ্বগুলির বহির্মুখী গতি রোধ করে মোড় ফিরিয়ে অন্তর্মুখী করার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গীতামুখে ভগবান ত' স্পষ্টই বলেছেন,

"তেষাং সততযুক্তনাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্॥
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" গীঃ ১০।১০

এই বুদ্ধিযোগই ত' বিবেক। সৎ অসৎ বিচারের শক্তি। ইন্দ্রিয়গুলির মোড় ফেরাও। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করো। করতে চেষ্টা কর। যে ইন্দ্রিয় ভোগ্য জিনিষ-গুলি তোমার এত প্রিয় হয়ে উঠছে, যাকে আমার, আমার বলে এত আঁকড়ে ধরছো, সেগুলিকে প্রভুর চরণে একবার অর্পণ কর দেখি। বল দেখি 'প্রভু, এ সবই তোমার, তুমিই সব।' যা কিছু করছো সবই তাঁকে সমর্পণ কর।

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" গীঃ ৯।২৭

এ ত' তাঁরই উপদেশ। ভাবো 'তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি মাতা-পিতা, আমি সন্তান; তুমি রথী, আমি রথ; তুমি যন্ত্রা, আমি যন্ত্র।' এইরূপ একটি ভাবকে আশ্রয় করে তোমার কাঁচা আমিটিকে মারো। তোমার 'কাঁচা আমি'কে 'পাকা আমিতে' পরিণত করো। এই ত' বিদ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার। ভগবানের এই ভাব ছাড়া সংসার ত' অবিদ্যার সংসার। তাঁর পাদপদ্মে এক হাত রেখে সংসার করো। 'চল্‌তি-চাক্কি সব কোঈ দেখে কীল না দেখে কোঈ,' কীল অর্থাৎ খোঁটা ধরে ঘোর। খোঁটা হতে যত দূরে যাবে তত পিষে যাবে। হাঁসের মত সংসারে থাকো। যেন বিষয়ানন্দের ছোঁয়াচ না লাগে, চিদানন্দ-রস আস্বাদন কর। মহামায়া এই সংসার রচনা করেছেন। তাঁরই মায়ায় জীবের এত ছোটাছুটী। এ তাঁরই লীলা। মাঝে মাঝে বেহুঁস হয়ে মন বাহিরে ছুটে যায়—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য—বিষয় রস গ্রহণের জন্য। ভুলে যায় যে যিনি অন্তরে আসীন, তিনিই রসস্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ'।

মহামায়ার এই মায়া-পাশ কাটাতে হবে। তাই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়। তিনি দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবগণের মহামায়ার প্রীত্যর্থে তাই এই স্তব—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।
সুধা, ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥

মনকে লক্ষ্যে স্থির রাখার জন্যই সাধুসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। যেখানে সাধুসঙ্গের অভাব, সৎগ্রন্থ পাঠই নির্দ্দেশ। নির্ভর কর, বিশ্বাস কর, তাঁতে অনুরক্ত হও। তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন—তিনি কেমন। এ তাঁর কৃপা, একবার যদি তিনি সন্দেহ ভঞ্জন করে দেন—আর ভয় নাই, ছেলে যদি বাপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত ধরে, বরং ছেলে পড়ে যেতে পারে; কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে—আর ভয় নাই। তাই ব্যাকুল হয়ে ডাকো। সাধনা করতে করতে তবে তাঁর কৃপা হয়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' বাঁদর ছানার মত হয়ো না। বেড়ালছানার মত হয়ে থাকো। তাঁর কোন কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নেই—মার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা। তিনি যেমন রাখেন তেমনি থাকো, যেখানে রাখেন সেখানে থাকো। এইরূপ নির্ভরতা থাকলে, এইরূপ ভক্তি বিশ্বাস থাকলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করেন। হাজার বছরের অন্ধকার একটা মাত্র দেশলায়ের কাঠিতে আলোকিত হয়ে যায়। হাজারটি কাঠির দরকার হয় না।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বত ॥ গীঃ ১০।১১

তাঁকে ভক্তি করতে শেখো। ঠিক ঠিক ভক্ত হও। উপবাস, পুরশ্চরণ ইত্যাদি শুধু নীরস বৈধী ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায় না। বৈধী ভক্তিকে রসস্থ করে প্রীতি ভালবাসা দিয়ে রাগানুরাগ ভক্তিতে পরিণত কর। পাঁচ সিকা পাঁচ আনা অনুরাগ তাঁকে দাও।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গীঃ ৯।২৬

গীতামুখে এ ত' শ্রীভগবানেরই কথা। তাই ত ঠাকুর বলেছেন খোল মাখান জাবের কথা। প্রীতিটুকু চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর উপর প্রেম, অনুরাগ; প্রীতিই একমাত্র সার। এ সব মুমুক্ষু ব্যক্তিদের প্রতি উপদেশ। ভগবান অর্জ্জুনকে বড় ভালবাসেন। তাই তিনি তাঁকে গুহ্যতম উপদেশ দিচ্ছেন। ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। আর সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় মায়াযন্ত্রে ঘোরাচ্ছেন।

'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'। গীঃ ১৮।৬১

তাই তিনি বলছেন—

'সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। গীঃ ১৮।৬৬

সর্ব ধর্ম অধর্ম ইত্যাদি ত্যাগ করে আমারই শরণ কর। আমিই তোমাকে—সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি। পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর। মাস্তুল দৃঢ়ভাবে পাকড়াও। চোখ বুজে অন্তর্মুখী হয়ে তাঁকে ধরে বসো। ভগবান আরও বলেছেন, বার বার বলেছেন তাঁর আসল সার কথাগুলি ঃ—

'মন্মনা ভব'—আমাতে মন সমাহিত কর।

'মদ্ভক্তো'—আমার ভক্ত হও।

'মদ্যাজী'—আমার ভজনা কর।

'মাং নমস্কুরু'—আমার কাছে তোমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে নত হও।

এই সব করলে তুমি আমাতেই আসবে। একথা আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি।

'মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'। গীঃ ১৮।৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

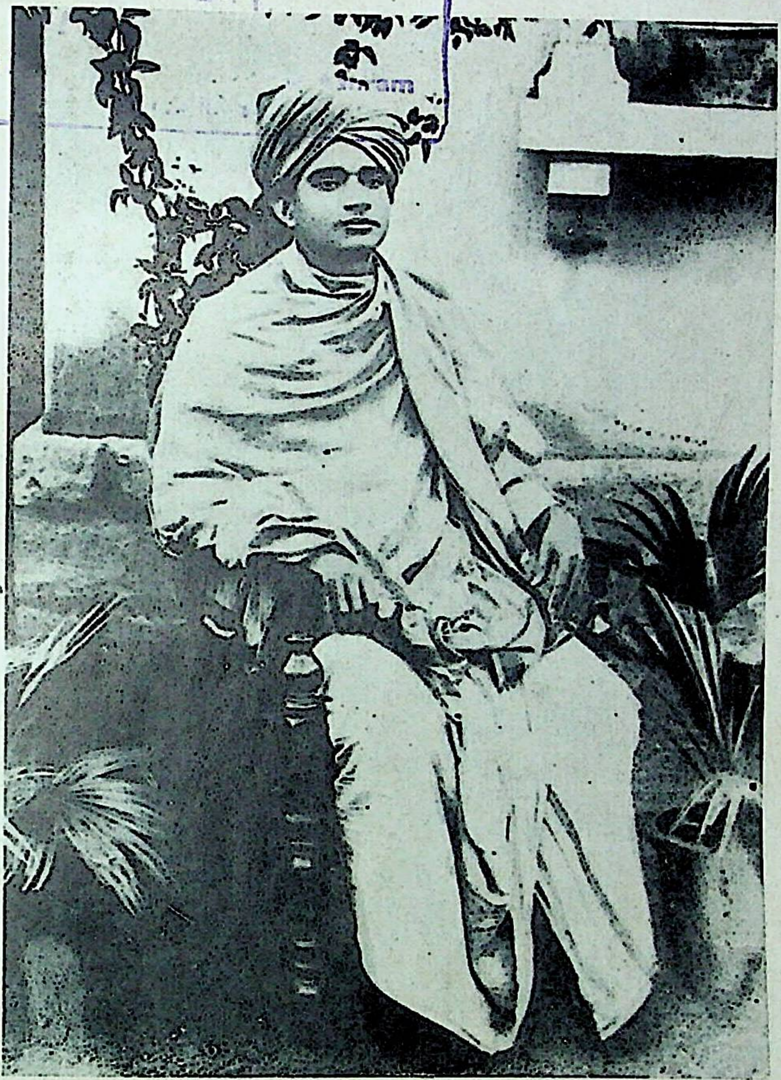

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ
(যৌবনে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি যে আমার প্রিয় সখা, তুমি বড়ই আপন জন। তাই আবার বলি—এগিয়ে পড়ো, আর ডুব দাও। তাঁকে লাভ করো। সেইখানেই অনাবিল শান্তি পাবে। একেই বলে শান্তি। মনুষ্যজন্ম সার্থক করো, এই পরা-শান্তি লাভ ক'রে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৺কাশীধামে

(ইং ১৯৬০—৬২)

বারাণসীর প্রতি মহারাজের আকর্ষণ ছিল প্রগাঢ়। তিনি বলতেন, "কাশীর মত জায়গা আর নেই। যে কোন রাজা মহারাজরা সব কিছুই কাশীতে করেছেন। ৺বিশ্বনাথের মন্দির সকলের জন্যই উন্মুক্ত!—তাঁর অবারিত দ্বার! ঠাকুর দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে দেখলেও মনটা ভরে যায়!"

অর্দ্ধ শতাব্দীরও আগেকার কথা। পরিব্রাজক অবস্থায় পদব্রজে "কাশীযাত্রা" বর্ণনা প্রসঙ্গে মহারাজ লিখেছেন, "—গঙ্গার এক কূলে এই অমরা-লাঞ্ছিত শোভা এবং অপর কূলে সুদূর বিস্তৃত বালুকা-মণ্ডিত প্রান্তর, যেন হর্ষ-শোক, জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সমাকুল অনিত্য মানব জীবনের অভিনয় চিত্রপটে প্রদর্শন করিতেছে।" উদ্বোধন, কার্ত্তিক ১৩১৫ সাল।

সেই জন্যই কোন ভক্ত বারাণসীতে তাঁকে দর্শন করতে গেলে দেখামাত্রই তিনি যেন বিশেষ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। বেলুড় মঠে যেমন আগে ঠাকুর প্রণাম করে তবে তাঁর কাছে ভক্তদের আসতে বলতেন, কাশীতে তেমনি গঙ্গাস্নান করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. Shri : শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সর্ব্বাগ্রে বাবা ৺বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা দর্শন করার উপদেশ দিতেন। মহারাজের একটী ছোট্ট কথা এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর কাছে আসবার আগে ৺বিশ্বনাথকে দর্শন করতে বলায় এক ভক্ত বললেন, "মহারাজ! আপনিইতো আমার ইহকাল, পরকালের সম্বল, আমার সর্ব্বস্ব।" তখন মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, তবে আমাকে বাবা ৺বিশ্বনাথের একজন বিশিষ্ট প্রজা বলতে পার।"

বাবা ৺বিশ্বনাথকে সমস্ত নিষ্ঠার সহিত "চড়াও পানি—এত সহজে অন্য কারো দয়া মেলে না" এই কথাটী বলতে বলতে মহারাজের মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। কাশী দর্শন করে তাঁর কাছে ঘুরে আসার পর মহারাজ সব খুঁটিনাটী জিজ্ঞাসা করতেন—বিশেষ করে জানতে চাইতেন যে ৺বীরেশ্বর শিব, যেখানে স্বামিজীর মা হত্যা দিয়ে স্বামিজীকে সন্তানরূপে লাভ করেন সেই বীরেশ্বর শিব দর্শন হয়েছে কি না এবং এখানকার পুলিশ কমিশনারকে দেখেছ কি না। মহারাজ কালভৈরবকে বাবা ৺বিশ্বনাথের নগর কোতোয়াল বা পুলিশ কমিশনার আখ্যা দিতেন এবং তাঁকে না দেখে কাশী তীর্থ পর্য্যটন বেআইনী বলতেন। যদি কেউ দেখেনি বলত মহারাজ পরিহাস করে বলতেন, "এই ছাখো পাণ্ডা ফাঁকি দিয়েছে। যাও, ছোট, আজই তাঁকে দর্শন কোরে এস।" ভক্তের জন্য মহারাজের করুণ হৃদয় এমনই উদ্বেলিত হোত। কাশী এসে ভক্তেরা যাতে গুরু, গঙ্গা, ৺বিশ্বনাথ এবং সেইসঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখে পুরো উস্‌সুল করতে পারে সেদিকে মহারাজের এমনিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ১লা বৈশাখের আগে কাশীধামে থাকাকালীন ভক্তদের বিশেষ কোরে বলতেন যে ঐ দিনে বাবা ৺বিশ্বনাথের কাছে গিয়ে মন ধুয়ে মুছে নূতন খাতা করে আনবে। ১৩৬৮ সালের পয়লা বৈশাখ শারীরিক অসুস্থতা ও তৎজনিত ক্লেশ স্বত্বেও মহারাজ গঙ্গা, ৺বিশ্বনাথ এবং দুর্গা বাড়ী দর্শনে যান। তিনি ছিলেন গীতার "নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ" ৪।২০. শরীরের রোগে তাঁর কি আসে যায়? তিনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ। তাইতো ইচ্ছামাত্রই দেহ থেকে মনটাকে আলাদা করে নিয়ে দিব্য অনুভূতিতে নিমগ্ন থাকতেন। সর্ব্বদাই মনের যোগে থাকতেন আর কষ্ট একধারে পড়ে থাকত। কোন কষ্টই তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারত না। সেদিন তাঁর সুকোমল দেহখানি মিশনের সন্ন্যাসীরা সযত্নে ধরে নিয়ে যান—তখন তিনি কালাতীত, তাঁর ভগবতমুখী মন অন্য রাজ্যে চ'লে গেছে। একবারে ভাবে বিভোর, বাহ্যশূন্য—মুখমণ্ডল এক দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। আধ্যাত্মিক শিখরে সেদিন এই প্রাচীন সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি যেই দেখেছে সেই আজও ভরপুর হ'য়ে আছে।

তিনি ছিলেন বিরাট বটবৃক্ষের ন্যায়—সেই ছায়ায় সকলেই শান্তি পেয়েছে। তিনি গরীবের প্রকৃত পিতার স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিয়োগে কত বিধবা অনাথার কী মর্ম্মান্তিক বেদনা! "বাবা চলে গেলেন—আমাদের এখন উপায় কি হবে" এই প্রশ্ন শুনে শুনে মহারাজের জন্য আরও বেশী কষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেয়ে থাকি। তাঁর জীবিতাবস্থায় দেখেছি ভক্তদের তাঁকে দেওয়া জামা-কাপড়, জ্যাম-জেলি, বিস্কুট, ফলমূল, মিষ্টি ইত্যাদি নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া। আর আজ শুন্‌ছি চারিদিক থেকে একই প্রশ্ন "গতবছরে এমনি দুর্ম্মূল্যের দিনে মহারাজ আমাকে চাল কিনতে টাকা পাঠিয়েছিলেন—গত বছর শীতে আমাকে কম্বল, সোয়েটার দিয়েছিলেন—আমার পরনের কাপড় ছিঁড়ে এলো, এইবার কে দেবে?" ভক্তেরা বিবধ সামগ্রী তাঁর সেবার জন্য আনছে আর এই অশীতিপর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী যেহেতু সেই সব জিনিব নিজে কিছুই ব্যবহার করবেন না—তাই উজাড় করে বিলিয়ে দিচ্ছেন এর মধ্যে আর অভিনব কি থাকতে পারে? কিন্তু আছে। এর মধ্যে গভীর বাৎসল্য, প্রেম-ভালবাসা, তাঁর হৃদয়ের বিশালতা, তিনি যে গরীবের দুঃখকষ্ট তাঁর দরদী-হৃদয়ে কতখানি অনুভব করতেন তার পরিচয় আছে। তাইতো আজও মহারাজের জন্য গরীবদের এত কান্না এবং এত অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। ঠিকঠিক এবং যথার্থ ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ যুগিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর দানের বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ একদিন কোন ভক্ত মহারাজের ব্যবহারের জন্য একটী "কুকার" এনে উপস্থিত করলে—মহারাজ তখনই ভেবে ঠিক করে রাখলেন যে অমুক বৃদ্ধ, পেট-রোগা, তাকে রেঁধে খাওয়াবার কেউ নেই—তাকে এই কুকারটী দিতে হবে। একদিন সকালে বেণারসে আমি গিয়ে প্রণাম করতেই আমার হাতে একটী প্যাকেট দিয়ে বললেন, "এইটা খুলে সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল করে পড়তো। এটা কাকে দিলে ঠিক কাজে লাগে ?" দেখি প্যাকেটটী বিস্কুটের, আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক— এরকম বিস্কুটের নামও পূর্ব্বে শুনিনি। আমার সঠিক মনে আছে Threptin biscuit—by Raptakos Breet & Co., Madras. সবে খুলে directions এর ভেতর Calorie value ইত্যাদি পড়ে শোনাচ্ছি এমন সময়ে এক রুগ্না মহিলা ভক্ত এসে হাজির। (নাম শ্রীমতী অরুণা ফণি। অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমি পরে জেনেছি যে হঠাৎ তাঁর স্বামী অন্ধ হ'য়েছেন এবং ছেলেপুলে নাবালক।) মহারাজ মহিলাটীকে দেখেই বৎসহারা ধেনু পুনরায় বৎস পেলে যেমন আনন্দিত হয় তেমনিই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন এবং উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে বললেন, "তোমার কথাই ভাবছিলাম— তুমি রোজ এই বিস্কুট খাবে।" এই ব'লে নিজহস্তে তাঁকে প্যাকেটটী দিলেন। এইরূপ আরও ঘটনা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একদিন একজনের হাতে "বেলের বড়ি" দিয়ে বললেন ভিজিয়ে রেখে রোজ সকালে খেয়ো। তিনি চলে যেতে বললেন, "ওর বেল কিনে খাবার ক্ষমতা নেই। তোমারও প্রত্যহ বেল খাওয়া উচিৎ—কিন্তু তুমি কিনে খাবে।"

ত্যাগ ও গ্রহণ এবং গ্রহণ ও ত্যাগ এই সম্বন্ধে মহারাজের শ্রীমুখে অনেক কথাই ভক্ত মাত্রেরই শোনা আছে। মহারাজের পূত জীবনেতিহাসের মধ্যে যে সব দৃষ্টান্ত পেয়েছি প্রসঙ্গতঃ তার থেকেই মাত্র দুএকটীর উল্লেখ করছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চব্বিশ বৎসর বয়স্ক নবীন তাপস চলেছেন পদব্রজে ৺কাশীধামে। একদিন মধ্যাহ্নে "উচ্চালাভ" নামক গ্রামে এক বৈরাগীর বাটীতে অতিথি হয়েছেন। লোকটি একেবারেই কাঙাল। এইরূপ হীনাবস্থা পূর্ব্বে জানতে পারলে, মহারাজ বলেছেন যে কখনই সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। যাই হোক ভোজনের পর রওনা হবার সময় সঙ্গে যে এণ্ডিমুগা মিশ্রিত **একখানি মাত্র চাদর ছিল সেটী তাকে দিয়ে** তার ছেলেদের গরম জামা করে দিতে বললেন। অনিচ্ছাসত্বেও সন্ন্যাসীর পীড়াপীড়িতে বৈরাগীকে বাধ্য হয়ে চাদরখানি নিতেই হয়। পথের ফকির হয়েও মহারাজের দান করবার সঙ্কল্প কোনদিনই ব্যাহত হয়নি!

৺গয়াতে কয়েকদিন অবস্থানের পর পরিব্রাজক রওনা হয়েছেন ৺কাশী অভিমুখে। তখন আশ্বিন মাস, ওদিকে বেশ শীত পড়েছে—সেজন্য ৺গয়ার মোহান্ত কম্বল এবং গেরুয়া বস্ত্র প্রভৃতি দেবার সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করলেন; কিন্তু দাতার প্রয়াস ব্যর্থ হোল। এণ্ডিমুগার চাদরখানি পূর্ব্বেই বিতরণ হ'য়ে গেলেও তরুণ সন্ন্যাসীর নিঃসম্বল অবস্থাই পছন্দ। তখন তাঁদের রাহা খরচের জন্য ছয়টী টাকা সঙ্গে দিয়ে তবেই মোহান্ত বিদায় দিলেন। পরিক্রমা থামিয়ে পরিব্রাজক তখনই ছুটলেন নিকটস্থ পোষ্টাফিসে—ঐ ছয়টী টাকা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য ৺কাশী অদ্বৈতাশ্রমে মণিঅর্ডার প্রেরিত হ'ল। এইভাবে একটীর পর একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সম্পূর্ণ রিক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্তে ৺কাশীর দিকে এগিয়ে চলেছেন জীতেন্দ্রনাথ—ভাবীকালের প্রেমী, পুরুষোত্তম বিশুদ্ধানন্দে পরিণত হতে!

অনুপম দিব্য লাবণ্য ও অপূর্ব্ব স্বর্ণকান্তিতে চলার পথ উদ্ভাসিত করে চলেছেন পরিব্রাজক। একদিন 'আহেয়াপুর' নামক গ্রামে পৌঁছে তত্রত্য এক অবস্থাপন্ন হিন্দুস্থানী পরিবারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হ'লেন। গৃহস্বামীর বয়স ৫০।৫৫ হবে—বিষয় সম্পত্তি যথেষ্টই আছে কিন্তু নিঃসন্তান। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভদ্রলোকটী জীতেন্দ্রনাথকে একাকী একটী ঘরে নিয়ে অনেকগুলি টাকা এনে গ্রহণ করবার জন্য এবং একটী মঠ স্থাপন করে সেখানেই বাস করার জন্য জেদ করতে থাকেন এবং নানা কথায় ভোলাবার চেষ্টা করেন। ভোগ-বিলাসের ঐশ্বর্য্যে যিনি তৃপ্তিলাভ করতে না পেরে ঐ অল্প বয়সেই পথে বেরিয়েছেন—বিশ্বজননীর সেই প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে কি কখনো বাইরের জমিদারী আকর্ষণ করতে পারে? মহারাজেরই রচিত মীরা-কাব্যের ভাষাতেই বলি—"মলয়ানীল সেবীর তালবৃন্ত ব্যজনে কি প্রবৃত্তি হয়?"

"পদব্রজে কাশীযাত্রা" প্রসঙ্গে মহারাজ লিখেছেন, "মনোমধ্যে নানা প্রকার ভয়, সন্দেহ ও দুরভিসন্ধির বিষয় আন্দোলিত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। মহামায়া এ আবার কি বিড়ম্বনায় ফেলিবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছেন ভাবিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। ...." উদ্বোধন, কার্ত্তিক ১৩১৫ সাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁর রাজকীয়তা। এবং সর্ব্ব অবস্থাতেই চিত্তের স্থিরতা। তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কোথাও এমন কেউ তাঁর পাশে আসেননি, যিনি তাঁর কাছে নতশির না হয়েছেন। তিনি জ্ঞান ও প্রেমা-ভক্তি বিতরণ করতে এসেছিলেন। তেমন হাস্যময় মিত্র, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ সহচর কখনো দেখা যায় নি।

তাছাড়া তিনি ছিলেন নিজেই একটী চলমান তীর্থ। ৺কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের মত অগম্য ও দুরূহ তীর্থেও তাঁর পেছনে এমনিই মানুষের ভিড় লেগে থাকত! মহারাজ যেদিন ৺কামাখ্যাদেবী দর্শনে যান, কামাখ্যা পাহাড়ের মাথাটী সেদিন মোটরে ছেয়ে গিয়েছিল—মহারাজের কথায় যেন "এস্‌প্ল্যানেড" হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেই যেন তীর্থের মহিমাকে আরও বাড়িয়ে দিতেন।

তীর্থের মহিমা বর্ণনায় তরুণ তাপস হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ব্যাকুলতার নিদর্শন নিহিত আছে তাঁর ঐ অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বের দিনের পরিব্রাজক জীবনের লেখার মধ্যে! ১৩১৪ সালে পদব্রজে জয়রামবাটী থেকে ৺বারাণসী যাবার পথে ৺বৈদ্যনাথ-ধাম পৌঁছুবার পূর্ব্বে নবীন সন্ন্যাসী-হৃদয়ের ঈশ্বরীয় ভাব তাঁর লেখনীমুখে কি অপরূপ ভঙ্গীতেই প্রকাশ পেয়েছে :— .

—অমনি ৺বৈদ্যনাথজীকে আবার স্মরণ হওয়ায় ভাবিলাম, "ভগবান! তুমি তোমার চতুর্দ্দিকস্থ পথ সকল কণ্টকাকীর্ণ করিয়া, দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যস্থলে বাস করিতেছ; এখানে যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তররাজ্যেও ঠিক ঐ রূপে বিরাজ করিতেছ, নতুবা জীব সহজে তোমার দর্শন পায়না কেন? দুর্ভেদ্য জলদজালের অন্তরালে লুক্কায়িত সূর্য্যের ন্যায় মায়ার কঠোর আবরণে তোমার পবিত্র দর্শন লুক্কায়িত কেন? মেঘের মধ্যে সূর্য্যচ্ছটার যেমন কখন কখন অনুভব হয়, জগতের ভিতর তোমার আভাসও ঠিক তদ্রূপ। লোকে বলে নকল ধরিয়া আসলে যাওয়া যায়। কিন্তু হে আসল, তোমার নকলের ফাঁদ এড়াইতে পারিলে তো তোমাকে পাব! তোমার ধরা দিবার মতলব নয় বলিয়া বুঝি তোমার নকলের এত প্রভাব, এত শক্তি! হে শক্তিধর! ঐ শক্তি যদি তোমার তবে উহার এরূপ অযথা প্রয়োগ করিয়া আমার ন্যায় দুর্ব্বল জীবের বলপরীক্ষা করিতেছ কেন? শুনিতে পাই দুর্ব্বলের বল তুমি। তবে আর মায়ার ঘোর ঘাতপ্রতিঘাতে আমাকে জর্জ্জরিত কর কেন? একি তোমার লীলা-রহস্য, লীলাময়?" উদ্বোধন—আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।

বেণারসে ইংরাজী ১৯৬১ এবং ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে মহারাজের শরীর খুবই অসুস্থ—কিন্তু কোন সময়েই কর্ম্মের বিরাম নেই। কেননা তিনি ছিলেন ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বিচিত্র সমন্বয় সাধক। সর্ব্বদাই ভক্তদের জন্য চিন্তা কিসে তাদের মঙ্গল হয়—কি করে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার হবে। ভক্তদের বা তাদের পরিবারে কারো অসুখ-বিসুখের খবর মহারাজের কানে গেলে তিনি যেন অস্থির হয়ে পড়তেন। সাধু, ব্রহ্মচারী, পাচক-ভৃত্য সকলেই সমানভাবে তাঁর ঐকান্তিক স্নেহ-যত্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদন করেছে। লোক পরম্পরায় প্রত্যহ খবর নেওয়া অথবা টেলিফোনের সুবিধা থাকলে মহারাজের সকাল সন্ধ্যায় কুশল সংবাদ জানা চাই-ই—ভক্তের জন্য তাঁর মাতৃহৃদয় এমনই উদ্বেলিত হোত! মহারাজ যেন সকলকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতেন। বিশেষ সৎ এবং উদারচরিত্র না হলে কেউ কখনো সংসারী ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করতে বা প্রশংসাভাজন হতে পারে না—একথা কে না জানে? তাছাড়া তাঁর প্রত্যেকটী কথা অবতার-পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং তাঁর পুণ্য জীবনীর অনুধ্যান ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মহারাজের প্রসঙ্গগুলিতে নূতনত্ব না থাকলেও তার প্রেরণা ক্ষণিক হতে পারে না যে "তপ্ত খোলায় জল পড়ে ছ্যাঁক্ করে উঠলো আর তারপরেই শুকিয়ে গেল।" তাইতো প্রতিনিয়ত ধর্ম-পিপাসুরা দলে দলে তাঁর চতুর্দ্দিকে ঘিরে চুপচাপ বসে থাকত! শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামিজীকে বোঝাবার এবং ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য মহারাজের কি ব্যাকুলতা! অবশেষে মূল্যবান কথাবার্ত্তা এবং আলাপ আলোচনার মধ্যেও সেবক পরিতোষ মহারাজের ঘন ঘন পর্দ্দার এদিকে উঁকি দেওয়ার থেকে যখন বুঝতেন যে স্নানের সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন যেন অনিচ্ছাস্বত্বে **"তাহলে আজ এইবার তোমরা এস"** এই সুমিষ্ট কথা কয়টি মহারাজ দু'একবার না বলা পর্য্যন্ত কেউ কোনদিন নড়েনি বা ওঠেনি।

মোরাবাদির নির্জ্জন পরিবেশে মহারাজ সুদীর্ঘকাল একটানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠোর তপস্যা করেছেন। মায়াবতীতেও কয়েকটী বছর সাধনার মধ্যে কাটিয়েছেন। শেষ জীবনে জয়রামবাটী, কামারপুকুর ও কাশীধামে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি যে আসন থেকে উঠিয়ে না আনলে সময়ের দিকে এবং খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মহারাজ একেবারে বেহুঁস হয়ে থাকতেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ধরে ধরে না আনলে নিজের হেঁটে আসবার শক্তি থাকত না।

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণী এবং কাশীতে বাবা ৺বিশ্বনাথ জাগ্রত বলে মহারাজের আজীবন সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের পিছনে ছিল তাঁর নিজস্ব বহু অনুভূতি। প্রতি বছর যখন যেখানে থাকতেন প্রবল আগ্রহের সহিত শুভ পয়লা বৈশাখে মন্দির দর্শন এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত মহারাজের পূজাদি দিতে যাওয়া অসুস্থ শরীরেও কখনও বাদ পড়ে নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "ঈশ্বর লাভ হলে বালকের স্বভাব হয়। যে যাকে চিন্তা করে সে তারই সত্তা পায়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়।" —বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজও ইদানীং একেবারে বালক-স্বভাব হয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রেমী। সকলের প্রতি এরূপ অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা কেউ আর কোথাও দেখেনি। দিব্য অনুভূতিতে সর্ব্বদাই সহাস্য-বদন, আনন্দ, সরল এবং উদার। আম খেয়ে মুখটি মুছে ফেলার পরিবর্ত্তে পাঁচজনকে দেওয়াই ছিল তাঁর অভ্যাস। ভক্ত সমাগমে মহিলাদের "আজ কি রাঁধলে"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে আলাপ আরম্ভ করতেন এবং "মাছ খাবে, শরীরের পুষ্টি দরকার—ছেলেপুলেদের সবাইকে সঙ্গে করে একদিন বা সার্কাস দেখে আনন্দ করলে—তাতে সব অবসাদ এবং একঘেয়েমি ভাব কেটে যায়" ইত্যাদি বহু রকমের কত কথাই না বলতেন মহারাজ। তিনি ভয়তরাসে বা আপ্তসার ছিলেন না যে "আমার হলেই হলো" এই ভাবে নিজেকে মগ্ন রাখবেন। তিনি ছিলেন যথার্থ প্রেমী —যেন প্রেম ভালবাসা শেখাবার জন্যই তিনি এসেছিলেন। লোকশিক্ষা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত—অথচ লোকমান্য হবার বা মিটিং করে উপদেশ দেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। সকল কর্ম্মই তিনি নিষ্কামভাবে করেছেন। নিজের পাতকুয়াটী খোঁড়া সম্পন্ন ক'রে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকুয়াতেই তিনি ফেলে দেননি। পরের জন্য সবই তুলে রেখে গেছেন।

প্রেসিডেণ্টের আসন শূন্য হলে সেই পদে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অভিষিক্ত হবেন এইতো চিরদিনের নিয়ম। সর্ব্বত্যাগী প্রাচীন সন্ন্যাসীর কাম্য এবং লক্ষ্যের সঙ্গে সম্মানলাভের জন্য লালায়িত সাধারণ মানুষের তুলনা অনুচিত। তবে কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানেও এতবড় সম্মান প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু শঙ্করানন্দ মহারাজের তিরোধানের পর অষ্টম অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়েও বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কিছুতেই প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণে সম্মত হননি। বহু চাপের পর অপারেশনে রাজী হওয়ার মতই অনিচ্ছাসত্ত্বে শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রেসিডেণ্ট হন। এই দুইয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ পরিণতি ভক্তমাত্রেরই প্রাণে রাবণের চিতা জ্বালিয়ে রেখেছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত সে আগুন নেববার নয়। সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। কিন্তু তবুও সংযোটনকারী উপলক্ষগুলি সদাই মনের মধ্যে আজও ভূতের মত চেপে বসে আছে।

মহারাজকে একবার কালিফোর্নিয়াতে বেদান্ত কেন্দ্রে প্রচার কার্য্যের জন্য পাঠাবার কথা হয়। মঠ-মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সচিব সারদানন্দজী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে লিখেছিলেন, "আমরা যদি তোমাকে আমেরিকা যাইতে বলি তুমি যাইতে রাজী হইবে কি ?"

আসল কাজে পাছে বিঘ্ন ঘটে এজন্য সকল রকমের ঝঞ্ঝাট হাঙ্গামাকে তিনি সর্ব্বদাই এড়িয়ে চলতেন। তাই 'সেখানে গিয়ে কাজ করবার নেহাত অনিচ্ছা' প্রকাশ করে সেদিন উত্তর দিয়েছিলেন মহারাজ। "মনে, বনে আর কোণে" শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথাটি তিনি বারবার বলতেন। তাইতো সেদিন আমেরিকা যাবার প্রস্তাবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে না করে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন বিশুদ্ধানন্দজী। শেষ জীবনেও দেখা যায় তিনি নিজেকে কাশীতে এক কোণেই লুকিয়ে রেখেছিলেন।

উক্ত প্রসঙ্গ বর্ণনার মধ্যে একটি কথা বাদ দিলে অসম্পূর্ণতার ত্রুটী থেকে যায়—সেটি হচ্ছে স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি বিশুদ্ধানন্দজীর ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং আজ্ঞানুবর্ত্তীতা। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহ যাবার পরের ঘটনা এইটী। বিশুদ্ধানন্দজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

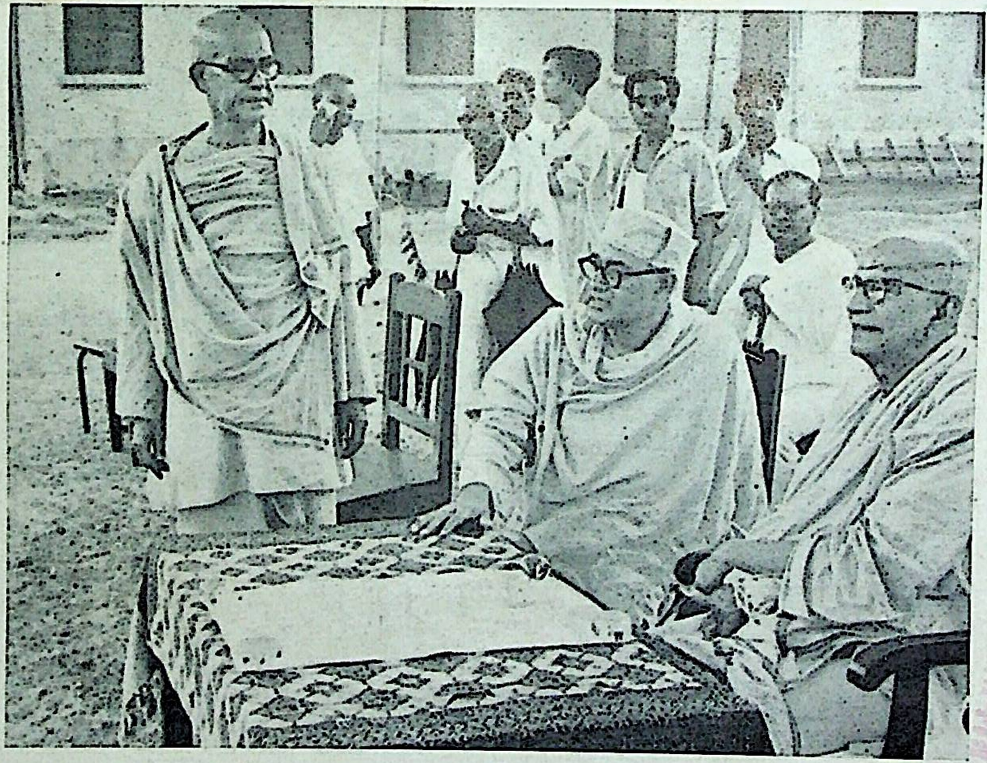

Srimat Swami Vishuddhananda Maharaj sees the plan and the site on the occasion of the foundation of the New Hostel of the Belur Viddyamandira three-years degree College on 9. 6. 60.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমেরিকা যেতে রাজী না হয়ে বলেছিলেন, "রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) থাকলে হয়তো যেতে সাহস পেতাম।"

মহারাজ ছিলেন যেন বাহাদুরী কাঠ—তাঁর ভাব ছিল আরো অনেককে সঙ্গে নিয়ে পার হ'য়ে যাওয়া। সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করার আনন্দ সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে লীলাতেও মন রেখে আনন্দ করেছেন মহারাজ। এই প্রাচীন সন্ন্যাসীর ছকবাঁধা খেলার চেয়ে "যা চাও সেই ঘুঁটী ফেলবার" সাহসিকতাই সকলকে এত মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের উদ্দেশে তিনি সদাই হাতদুখানি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভক্তদের নিয়ে একেবারে দুহাত তুলে প্রাণ খুলে মনের আনন্দে নেচে গেছেন তিনি—দুই বেয়ানের গল্পের এক বেয়ানের মত বিশেষ ঢংএ একটি মাত্র হাত তুলেই নাচেননি। মহারাজের তিরোধানে সেই ফাঁক আজ অপূরণীয়—মৃগনাভির সৌগন্ধে সবাই আমরা এমনিই মাতোয়ারা, এমনিই ভরপুর যে তাঁর অন্তর্দ্ধান বিস্মৃত হয়ে সেই মৃগপতিকেই আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি। সকলেরই জানা আছে যে শ্রীগুরু কালে ইষ্টে লয় হন, গুরুর অদর্শনে শোক করা উচিত নয়—কিন্তু যথার্থ ধারণার অভাবে মাঝে মাঝে সব ভুল হয়ে যায়—মনে হয় যেন আমরা নিরাশ্রয়।

অন্তর্য্যামী মহারাজের অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রখর। কার কি মনোবৃত্তি বা স্বভাব, কি উদ্দেশ্যে এসেছে সবই বুঝতে পারতেন। গ্লাস-কেসের ভেতরের জিনিস যেমন বাইরে থেকে দেখা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের ভেতরটা তিনি তেমনিই দেখতে পেতেন। তবে মন্দটা সাধারণতঃ না বলে ভালটাই বলতেন।

এই প্রসঙ্গে রাঁচী নিবাসী শ্রীঅনিলকুমার দত্তের কয়েকটী অনুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে মাত্র এই দুটী ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ছিলেন সাক্ষাৎ অন্তর্য্যামী।

কাশীতে ইংরাজী ১৯৬১ ডিসেম্বর মাস। অনিলবাবু মহারাজের সেবককে বললেন যে মহারাজতো বাঁধাকপি ভালবাসেন। তাই তাঁর ইচ্ছা যে মহারাজকে নতুন বাঁধাকপির তরকারি খাওয়ান হয়—সেবক যদি রান্না করে দেন তাহলে তিনি কিনে আনবেন। সেবক বললেন যে মহারাজ বাঁধাকপি খাবেন না। পরের দিন খুব সকালেই অনিলবাবু দেখেন যে সেবকটী কুয়াশার মধ্যে সেবাশ্রমের কপিক্ষেতে শিশির কাদা মেখে 'ছুটোপুটি' করে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ভাল কপি পাচ্ছেন না। অনিলবাবুর সাক্ষাত পেতেই সেবকটি বলে উঠলেন, "মহারাজ আজ কপি খেতে চেয়েছেন। আপনি বাজার থেকে শীঘ্র বাঁধাকপি নিয়ে আসুন।"

ঐ সময়েই আর একদিনের ঘটনা। কাশীতে থাকাকালীন একদিন বৈকালে সেবাশ্রমের ১০ নম্বর ঘরটীতে অনিলবাবু বসে প্রচণ্ড শীতে যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছেন আর ভাবছেন যে নিরামিষ আহারের পরিবর্ত্তে আজ মাংস, চপ, কাটলেট্ খেলে ভাল হয়। একটু পরেই মহারাজকে প্রণাম করতে আসতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষোত্তম বলে উঠলেন, "ছাখো অনিল, আজ দারুণ শীত—তোমার মাংস খাওয়া দরকার—তুমি এখনই কিছু ভাল চপ্, কাটলেট্ আনিয়ে খাও।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি মহারাজের একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং অদ্ভুত ভালবাসা লেখনী মুখে বর্ণনা করা আমার মত অজ্ঞের পক্ষে একান্তই দুঃসাধ্য। বেণারসে একদিন বৈকালে এক ভক্ত মহারাজের জন্য দুই জার পেয়ারার জেলী দিয়ে গেলেন। জার দুটীর দিকে তাকিয়ে মহারাজ অন্যমনস্ক—যেন কি ভাবছেন। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে সেবককে বললেন, "শীঘ্র এই জেলীগুলো মন্দিরে দিয়ে এস। লুচীর সঙ্গে পেয়ারার জেলী বড় ভাল লাগবে। এখুনি গিয়ে দিয়ে এস, যাতে আজই সন্ধ্যাভোগে ঠাকুরকে দেওয়া হয়। বোল যে লুচীগুলি যেন খুব ফুল্কোফুল্কো ও নরম হয়। পাতে দেবার সময় কিন্তু ফোস্কা ছিঁড়ে দিতে বলবে—গরম বাষ্প যেন লুচীর মধ্যে না থাকে। ঠাকুরের হাত যে টাট্কা নবনীর মতই নরম—এটা তোমরা সর্ব্বদাই খেয়াল রেখো।" এই বলেই মহারাজ চোখ বুজে চুপ করে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে চাপা নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন, "এই দু'জার জেলীতে বোধ হয় এক মাস ঠাকুরের বেশ চলে যাবে—কি বল?"

এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সঙ্গে সঙ্গে ঐ জেলী ভোগ দেবার মহারাজের কি আগ্রহ! কি ভাবে পরিবেশন করবে, শ্রীশ্রী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের হাতে যেন লুচীর গরম বাষ্প না লাগে, পেয়ারার জেলী দিয়ে লুচী ঠাকুর খুব তৃপ্তি করে খাবেন—এই সব কথাগুলি মহারাজ এমনভাবে বললেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা ঐ রাত্রেই খাবেন এবং আমরা যদি সেই বিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে দেখি তাহলে আমরাও তাঁদের আহার নিশ্চয় দেখতে পাব। এমনিই ব্যাকুলতা সেদিন মহারাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল।

মহারাজের ঐ প্রাণঢালা ব্যাকুলতা থেকে আমাদের খুব সহজেই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা পার্ষদ শশী-মহারাজকে মনে পড়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শশী-মহারাজের শুদ্ধা প্রেম, ভালবাসা ও নিষ্ঠার কথা সকলেই জানেন। এও যেন ঠিক নিজের যেটী ভাল লাগে ঠিক সেইটীই নিষ্ঠা ও প্রীতি মাখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের আর এক ছেলের তার পিতাকে নিবেদন করার বিশেষ আনন্দ এবং পরম তৃপ্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত বা তৎকালীন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ধন্য হ'য়েছেন এমন গোষ্ঠীবর্গের বংশধরদের প্রতি মহা-রাজের শ্রদ্ধা লক্ষ্য করবার বিষয় কেননা আকরের গুণতো আছেই তিনি ছিলেন এই বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। রাণী রাসমণিকে চপেটাঘাত করার পর মথুরবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের উন্মত্ততার জন্য যে কবিরাজের চিকিৎসা করান সেই ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন, ৺দুর্গাপ্রসাদ সেন গোষ্ঠীর ওপর তাঁর অগাধ ভালবাসা দেখেছি। ব্রহ্মানন্দ স্বামীর বংশধরদের প্রতি মহারাজের পরম প্রীতির কথাও অনেকে জানেন। বেণারসে ভক্তদের "বসুমতী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

মায়ের" (বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবীর) নিকটে পাঠান ছিল যেন তাঁর কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে। উদ্দেশ্য এই যে, দেখে এসো সেই ত্যাগ, সংযম এবং তিতিক্ষার মূর্ত্ত প্রতীককে। বৃদ্ধার বয়স এখন একশোর কাছাকাছি। বিত্তশালিনী হয়েও সব ভোগই ত্যাগ ক'রেছেন। আত্মীয় পরিজন থেকে দূরে, এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি অতি নির্জ্জনে একাকী জপ-ধ্যানের মধ্যে দিনাতিপাত করেন। আহারের মধ্যে রাত দুপুরে কিছু কাঁচা দুধ পান করেন—এছাড়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক ফোঁটা জলও পান করেন না। নিদ্রা নেই বললেই চলে। তিনি বাল্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখেছেন। সেই আনন্দে এবং দিব্যভাবে সর্ব্বদাই ভরপুর। সদাই ভগবৎ প্রসঙ্গ এবং অধিকাংশ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের গান রচনা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ গেলেই "আমার ব্যাটা জীতেন তোমাকে পাঠিয়েছে" বলে সমাদরে বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বরচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের গান ও কবিতা পাঠে কাটিয়ে দেন। বার্দ্ধক্য-জনিত অবসাদ বা ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। ৬ই মার্চ্চ ১৯৬২ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ অষ্টম অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হ'লে বৃদ্ধা আনন্দে দিশেহারা প্রায় হন। সেই উপলক্ষে তাঁকে কবিতা ও গান রচনায় ব্যাপৃতা দেখে সেবারের মত কাশী থেকে আমরা বিদায় নিই। তাঁর স্বহস্তে লিখে দেওয়া একখানি গান সযত্নে রেখে দিয়েছি। তাঁর লিখিত মহারাজ-সম্বন্ধীয় মনোরম স্তোত্রাবলীর একটী মাত্র পরিবেশন করা গেল :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

॥ নমামী পরমারাধ্য জগৎগুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামী ইষ্টদেব
প্রভু দেহি তদীয় শ্রীপাদপংকজম্ ॥

॥ এক ॥

মহামোহ বিনির্মুক্তং
মহাভাবসমাযুতম্
সর্ব্বজীবহিতে রতং
সর্ব্বসদগুণালংকৃতম্
নমামি দেব শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ
স্বামী প্রভু, তদীয় শ্রীপাদপংকজম্ ॥

॥ দুই ॥

মহোদধিসমং দেবং
প্রশান্তদারুচেতসম্
শিবোপমং তনুধরং শিবেন
সম পূজিতম্
সত্যপ্রিয় মৃদু বাক্যং
সদাকণ্ঠবিভূষিতম্
নমামি শ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামী
সংস্থিত এত প্রভু দেহি
শ্রীপাদশরণম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ তিন ॥

বিশালাক্ষং মহাবাহু
শান্তিপ্লুত ললাটকম্
প্রসন্নাং বিশ্ববন্দ্যোং
অরুণরাগরঞ্জিতম্
প্রাচ্যে প্রতীচ্যে সুদূর পারে
তদীয় শ্রীচরণ বন্দিতম্
নমামি শ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামী
প্রভু তদীয় শ্রীপাদপংকজম্ ॥

॥ চার ॥

সর্ব্বজনপ্রিয়ং দেবং
সর্ব্বক্লেশবিনাশনম্
সর্ব্বলোকহিতার্থায়
মহামন্ত্র প্রদানয়েৎ
নমামি শ্রীশ্রীইষ্টদেব
শ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামী প্রভু সংস্থিত
এত দেহি শ্রীপাদ শরণম্ ॥

ইং ১২/৯/৬৩ তারিখে পুনরায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে মহারাজের অনেক কথা বলে শেষে সস্নেহে বললেন, "ব্যাটা জীতেন আমাকে ফেলে পালাবে কোথায়? আমার রহড়ার বাগানবাড়ীর সব জমিইতো মিশনকে দেওয়া হয়ে গেছে। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওর পাশেই জমি কেনবার চেষ্টা করছি। তাহলে একটা লম্বা হলঘর করে ব্যাটা জীতেনকে ঐখানে বসাব। তাবলে কামার-পুকুরের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ঠাকুরের মূর্ত্তির মত ছোট্ট করে নয়।”

এই বলেই ঐ শীর্ণা অশীতিপর বৃদ্ধার মুখ এক দিব্য আনন্দে ভরে উঠল। ভ্রূ নাচিয়ে পূর্ব্বকার উক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলতে লাগলেন, “ব্যাটা পালাবে কোথায়? হাজার হাজার জনকে দীক্ষা দিয়ে গেছে—দিনান্তে দুবার করে অন্ততঃ তাদের দেখা দিতে হবে না? তারপর ঐ আশ্রিতরা না মরা পর্য্যন্ত স্বর্গের দ্বারেও দারোয়ানি করতে হবে না—তাদের ভবনদী থেকে টেনে তুলতে হবে না?” এই বলেই হাসিতে ফেটে পড়ে—বললেন, “গ্যাছে কোথায়—তোমরা কাঁদছ কেন? ব্যাটার কেমন এখন কাজ বেড়ে গেছে।”

বসুমতী মায়ের ভাব পাঠক কল্পনা করবেন। তাঁর কাছে মহারাজ শুধু মিশনের প্রবীণ সাধু ছিলেন না। গুরু, ইষ্ট এবং ব্যাটা জীতেন সবই তাঁর কাছে একাকার হয়ে গেছে। তাইতো আশ্রিত সন্তানদের থেকেও ঢের বেশী খেদোক্তি করে মহারাজের প্রয়াণে বৃদ্ধা অনেকগুলি গান লিখে বিনামূল্যে বিতরণ করছেন।

বসুমতী মা বলেন, “ব্যাটা জীতেন ছিল সাক্ষাৎ শিব—ওর মাথায় আমি গঙ্গা দেখেছি।”

মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনা বলতে অনুরোধ জানাতে বসুমতী মা বললেন:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সেবারের ঘটনাতো তোমরা জান। ছেলেগুলোর গায়ের জোরতো কম নয়—তুজনা মিলে চেয়ার শুদ্ধ ঘরের ভেতরে তুলে নিয়ে পালালো আমার ব্যাটাকে আর তুজনে চেয়ার সমেত আমাকে এনে গাড়ীতে তুলে দিয়ে কথাবার্ত্তা ভেঙ্গে দিলে।

সেবারে আমি খুব সকালেই গিয়েছিলাম—আধ ঘণ্টা আলাপ হবে ঠিক হয়েছে। তা আমি যেতেই ব্যাটা জীতেন আমাকে সাক্ষাৎ ভবতারিণী বলে পূজা কোরে আবার তারপর মিষ্টি বিতরণ কোরেই বহু সময় নষ্ট করলে। দেখা হ'লেই ও আমাকে ঐ রকম কোরত। তারপর ঠাকুর, মা, স্বামিজীর কত কথা কইছি—সে কথাবার্ত্তাতো বইএর পড়া বর্ণনা মাত্র নয়। সে যে আমার এই চর্ম্ম চোখ তুটোতে দেখা বাবা—তাড়াতাড়ি করলে কি কখনো হয়—একটু সময় লাগে বৈ কি।

তারপরেই আমার সুচতুর ব্যাটা জীতেন রহস্য কোরে আমাকে রাগাবার কেমন ফন্দী করলে তোমরা এই কথাবার্ত্তা থেকেই বুঝবে ঃ—

জীতেন—আপনি উপেন বাবুর নাম করেন কেন?

আমি—তার সঙ্গে আমার আর এখন কি সম্বন্ধ—অমি কি তার খাই না পরি? বিয়ের সম্বন্ধ বলেইতো তার জন্য আজও নির্জ্জলা একাদশী করে যাচ্ছি।

জীতেন—ঠাকুরতো আপনার চাইতে উপেন বাবুকেই বেশী ভালবাসতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি—আমার চেয়ে তাকে যদি বেশী না ভালবাসবেন তাহলে কি আর ঐ মুখ্যুর সঙ্গে আমার বিয়ের যোগাযোগ ঠাকুর করে দেন ?

জীতেন (উপস্থিত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে)—
তোমরা সাক্ষী রইলে—মা স্বামীর নাম করছেন আর স্বামীকে মুখ্যু বলছেন। তোমরা কি স্বামীর নাম কর না স্বামীকে মুখ্যু বল !

এই ঘটনা বিবৃত করতে করতে বসুমতী মায়ের শুকনো মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। হঠাৎ দিব্য হাসি থামিয়ে যেন অপরাধীর মত খনা স্বরে আমার চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলতে লাগলেন, "আচ্ছা তুমিই বলো, বাবা ! এত কথা বলতে গেলে, আর আমাকে চটালে মায়ে-পোয়ে বচসাতো হবেই—তাতে বেলা বারটা উত্তীর্ণ হয়ে যাবেনা—এতে আমাদের কি দোষ বল বাবা ?"

কোমল-হৃদয় মহারাজকে ভক্তের দুঃখে বেণারসে একবার বিচলিত হ'তে দেখেছিলাম। পরের দুঃখ মোচনের জন্য মহারাজের মধ্যে কি অস্থিরতা এবং আলোড়ন! শুধু সমবেদনা নয়—সে এক অপূর্ব্ব আর্ত্তি, অনন্ত সহানুভূতি। পুত্রশোকের জ্বালা লালমোহনবাবুর অন্তরে তীব্র হ'তে ক্রমশঃ তীব্রতর হ'য়ে উঠছে দেখে অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট মহারাজ জানালেন —গত অর্দ্ধ শতাব্দীরও বেশী আমি তোমার ধ্যানধারণা করে আসছি, তার বিনিময়ে ঠাকুর তুমি লালমোহনের প্রাণে শান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাও। লালমোহনবাবু (ডাক্তার লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) বারাণসী অঞ্চলের সুবিখ্যাত সার্জ্জেন—প্রভূত পসার-প্রতিপত্তি। উপযুক্ত পুত্র মোটর দুর্ঘটনায় অকালে নিহত হওয়ায় লালমোহনবাবু শোকে মুহ্যমান! হঠাৎ স্থবির হয়ে পড়েছেন.—কাজকর্ম্মে হাতপা আর চলছে না। লালমোহন বাবুর নিদারুণ দুঃখ মোচনের জন্য মহারাজ যেদিন তাঁর দীর্ঘ ৫০ বৎসরের সাধনার ফল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করার সঙ্কল্প করলেন, তার ঠিক দুদিন পরেই লালমোহন বাবুকে দেখেছি সকালে এসে প্রণাম করে রিপোর্ট দিতে : "মহারাজ! গতকাল আমি একটা জটিল কেস্ অপারেসন্ করেছি—বেশ ভালই হয়েছে।" লালমোহন বাবুকে দেখলাম এখন এক ভিন্ন মানুষ—বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে শান্তি ফিরে পেয়েছেন আর সেই সঙ্গে ফিরে এসেছে কর্ম্মে পূর্ব্ববৎ উৎসাহ এবং উদ্দীপনা!

আর একদিন বেণারসে ইং ১৯৬১ সেপ্টেম্বর মাসে সকালে মহারাজের কাছে গিয়ে দেখি বেলুড় মঠে পাদুকা স্পর্শ করান সেই মহিলা একা বসে আছেন। ঐ মহিলাটিকেই মহারাজ ছিটগ্রস্তা আখ্যা দিয়েছিলেন যা পরে বর্ণিত হ'য়েছে। মহিলাটীকে বলছেন, "তুমি সংসারে যত বেশী অশান্তি, জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করছ আমি ততই খুসী হচ্ছি। ঠাকুর বলতেন যে কামারের নেহাইপেটা। দুঃখকষ্ট যতই বাড়বে ততই ক্রমশঃ তোমাকে তাঁর প্রতি একান্তভাবে শরণাগত করবে—তখনই মনের অস্থিরতা গিয়ে শান্তি আসবে।" ঠোঁট কামড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেয়ারের হাতলে মুষ্টাঘাত ক'রে মহারাজ মহিলাটিকে বলে উঠলেন, "ঐ জোরটুকু আনতে পার? প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি ঠাকুর 'দুর্গা দুর্গা বলে যদি মা মরি, আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে জানা যাবেগো শঙ্করী' এই গানটি গাইতে গাইতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মালকোস্তা মেরে দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট্ট খাটটী থেকে দুর্গা দুর্গা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ঘরের মেঝেতে পড়তেন।" মহিলাটিকে আরও বলতে লাগলেন, "সামনে দুর্গাপূজা আসছে—তুমি এক কাজ করতে পার? নবরাত্রিতে এক লক্ষ দুর্গানাম জপ করবে।" আর আমাকে বললেন, "তুমি এই পূজোতে অন্ততঃ কয়েকটি মুখে হাসি ফোটাবার ভার নিতে পার? কোলকাতা ফিরে গিয়ে সাধ্যমত কয়েকখানা জামাকাপড় কিনে ষষ্ঠীর দিন গরীব দুঃখীদের দেবে। নিজে হাতে না দিয়ে তোমার ছেলেকে দিয়ে দেওয়াবে। সেইতো হবে আসলে বাপের কাজ। দেখবে ছেলেও কত আনন্দ পাবে।" দয়াল-হৃদয় মহারাজ শুধু এই বলেই ক্ষান্ত হলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে বাকি রাখলেন না যে নূতনের সঙ্গে যেন পুরাতন ও পরিত্যক্ত জামা-কাপড়-গুলিও ঐ দিন বিতরণ করে দিই। একই সঙ্গে দুজনের প্রতি দুরকমের বিভিন্ন উপদেশ দেখে বুঝেছি যে এ সবই মহারাজের আধার দেখে ব্যবস্থা এবং কারো ভাব নষ্ট যাতে না হয় তৎপ্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কাশীতে ইং ১৯৬২, ২৭শে জানুয়ারী। শীতকাল—মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডান দিকের বারান্দায় রোদে বসে অদ্বৈত আশ্রমের প্রবীণ সাধু স্বামী মেধানন্দজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময়ে কলকাতা থেকে মহারাজকে দেখতে পূর্ব্ব বর্ণিতা সেই মহিলা এসে হাজির। মহিলাটিকে দেখেই তিনি যেন চমকে উঠলেন। মহিলাটি হেঁট হয়ে প্রণাম করছে আর মহারাজ "পরিতোষ— পরিতোষ" করে সেবককে ডাকতে সুরু করলেন। মহিলাটি প্রণাম করে উঠতেই কোন কথা না বলে মহারাজ ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ঘরের দিকে টল্‌তে টল্‌তে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় সামনে তাঁর সেবক এসে উপস্থিত। "পরিতোষ! আমার সব সোয়েটার কটা নিয়ে এস" সেবককে এই বলে মহারাজ বারান্দায় ফিরে এসে আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভক্তের ভগবান তখন পঞ্চভূতের ফাঁদে ধরা দিয়েছেন—দয়া, মায়া, প্রেমসিন্ধু সব একজোটে উথলে পড়ছে! তাই সুস্থির হয়ে চেয়ারে আরামে বসতে পারছেন না—সোজা বসে উদগ্রীব হয়ে সেবকের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছেন। সকলেরই নিঃশ্বাসবায়ু তখন স্থির হয়ে গেছে—মহারাজ কি করবেন! অল্পক্ষণের মধ্যেই সেবক তিনটি সোয়েটার এনে দিতেই তিনি এক একটি হাতে নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে ওজন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। তারপর একটি সোয়েটার মহিলাটির হাতে দিয়ে সামনেই বাথরুম দেখিয়ে বললেন, "এইটা শীঘ্র ওখানে গিয়ে গায়ে দিয়ে এস।" এতক্ষণ একটা থমথমে ভাব চলছিল— নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এই কয়টি কথা বলে মহারাজ যেন সুস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেন। সোয়েটারটি গায়ে দিয়ে মহিলাটি ফিরে আসতেই তিনি বললেন, "ওটা তোমার একটু বড় হলেও কাশীর এই প্রচণ্ড শীতে উলের মোটা ভারি জিনিষই ভাল। রাত্রেও তুমি এটা গায়ে দিয়ে শোবে।" এতক্ষণে মহারাজের মুখে প্রশান্তি এবং সারল্যের হাসি ফিরে এসেছে। তখন বললেন "এ যখনই এখানে ঢুকেছে আমি ওর গায়ে মাত্র স্তুতীর জামা লক্ষ্য করেছি —তারপর যখন কাছে এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করছে আমি দেখেছি যে শীতে ওর প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে আছে।" এই ভাগ্যবতী মহিলা যে সোয়েটারটি পেলেন সেটি বেলুড় মঠে মহারাজের শ্রীঅঙ্গে অনেকবার দেখেছি।

পরের দিন ইং ২৮-১-৬২ তারিখ সকালবেলায় কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দ Centenary মেমোরিয়াল বিল্ডিং-এর (আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত) মহারাজ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে সবে ফিরে সেই বারান্দায় উপবিষ্ট। প্রণাম করতে যেয়ে দেখি মহারাজ চেয়ারের হাতলে একখানি কম্বলের ওপর হাত রেখে উন্মনা—যেন কার অপেক্ষায় উদগ্রীব হ'য়ে বসে আছেন। কণখল মঠ থেকে কয়েকটি টীন ভর্ত্তি বেলের বড়ি এসেছে। সেবক মনোরঞ্জন মহারাজ একটি খাটের ওপর সেগুলি ঢেলে রোদে দিচ্ছেন। একটু খড়খড়ানি আওয়াজ হতেই মহারাজ চমকে উঠে বল্লেন, "এও এক সংসার।" এমন সময়ে আগের দিনের সেই মহিলাটি এসে প্রণাম করতেই বললেন, "কাল সারা রাত্র ভেবেছি যে খালি ঐ একটা সোয়েটারে এই দারুণ শীতে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে।" এই ব'লে হাতের নীচে রক্ষিত কম্বলখানি দিলেন। শাস্ত্রাদি পাঠ ও জপ-ধ্যান এবং পাত্রাপাত্র নির্ব্বিচারে এই মহিলাটীকেই কম্বল ও সন্ন্যাসীর ব্যবহৃত সোয়েটার দান সবই ছিল তাঁর কাছে এক—কিছুই ভিন্ন নয়। এই ভাগ্যবতীকে দুই দফা দানের খবর প্রকাশ পেয়েছে এবং কেউ কেউ একটু স্তম্ভিত হয়েছে জেনে মহারাজ একদিন সন্ধ্যায় ভক্ত-সমাগমে মহিলাটিকে দেখিয়ে বললেন, "ওর সব আছে—ওর স্বামী নিজেদের গাড়ীতে ওকে হাওড়ায় ট্রেণে তুলে দিয়েছে—কিন্তু এসময়ে এখানে যে এত শীত তা বুঝতে না পেরে এক কাপড়েই চলে এসেছে—ও একটু ছিটগ্রস্তা।" নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "তবে এখানের নয়।" এই বলে আবার পরক্ষণেই বুকে হাত রেখে বললেন "এখানের।" ছিটগ্রস্তা উপাধিভূষিতা হওয়ায় লক্ষ্য করেছি যে সেই ভাগ্যবতীর এক মহাসুযোগ উপস্থিত হোল। ভক্ত সমাগমে মহিলাদের আসনে যখন আর তিল ধারণের স্থান থাকত না তখনও ভক্তেরা ঐ ছিটগ্রস্তাকে নিজেদের মধ্যে কোনমতে বসবার জায়গা করে দিতেন। এই সময়ে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ দেহ রক্ষা করায় মঠ-মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়ে বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের ৺কাশীধাম ত্যাগ করে বেলুড়ে আসার কথা চলছে। স্নেহময়ী মায়েদের কোমল-প্রাণে মহারাজের বিদায়-জনিত বিরহ-ব্যথা তখন থেকে শেলের মতই চেপে বসেছে। ব্যথিত হৃদয়ে তাঁদের কেহ কেহ ঐ ছিটগ্রস্তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অক্রুর" আখ্যা দিলেন—তাঁদের প্রিয় মহারাজকে বেলুড় মঠে নিয়ে যাবার ফন্দীতে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু হায়! বারণসীর এই বৃন্দাবন-লীলার যে এত শীঘ্র শ্রীশ্রীঠাকুর পরিসমাপ্তি ঘটাবেন তা পূর্ব্বে কে জানতো!

ইংরাজী ১৯৬২ জানুয়ারী মাস। বেণারসে যেতেই সাংসারিক কুশল, ছেলেপুলের পরীক্ষার ফলাফল জিজ্ঞাসা কোরেই মহারাজ বললেন, "তুমি তো বড় একাউন্টেট— দেখো মনের যেন বাজে খরচ না হয়! ঠাকুর বলতেন বাগানে ঢুকেছ আম খেতে—অতো ডাল পাতার হিসেব কেন? বাগানের সৌন্দর্য্য দেখে বিস্ময়ে অবাক না হয়ে বাগানের মালিককে খুঁজে বার ক'রে তার সঙ্গে আলাপ করতে হয়।"

এই বলেই প্রশ্ন করলেন, "তোমার কিছু প্রমোশন হলো? না, সেই একঘেয়ে ভাবেই চলছে? ছাখো ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের প্রমোশনের পর কত স্ফূর্ত্তি—তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রমোশন চাই, তবেতো মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠবে। বিশ্বাস রেখে একটু নিষ্ঠার সহিত জপ-ধ্যান করতে হয়। তোমার ভেতর থেকে ভাল লাগা চাই—তবেইতো অনুরাগ ক্রমশঃ বাড়বে।" এই প্রসঙ্গে মীরাবাঈয়ের কথা মহারাজের শ্রীমুখে আমরা বহুবার শুনেছি ঃ—

"সাধন করনা চাহিয়ে মনবাঁ ভজন করনা চাই।
প্রেম লাগানা চাহিয়ে মনবাঁ প্রীত করনা চাই॥"

"প্রীতি ও প্রেম মিশিয়ে সাধন করতে হয়। সংসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কাজ হেলায় ফেলায় হয় না—আর তাঁর নাম কেন হেলায় ফেলায় করবে ? প্রীতি প্রেমের অভাব হলে কিছুই হয় না !" মহারাজ আরও বলতে লাগলেন, "বাড়ীর সব্বাই, মায় কুকুরটী পর্য্যন্ত আগে চায় তোমার কাছ থেকে যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা— তারপর মাংস বা পোড়া রুটী যাই খেতে দাওনা কেন। ঠাকুর যে বলতেন 'খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়, ভক্তি তাঁর সেইরূপ প্রিয়।' ঠাকুরকে একটু প্রীতি, নিষ্ঠা মাখিয়ে তোমার অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করবে না ?"

"জানতো ঠাকুরের সার কথাটী—'ডুব দাও, এগিয়ে পড়। বিবেক-রূপী হলুদ মেখে সংসারে ডুব দিলে আর মায়া-মোহ-রূপী কুমীর টানতে পারবেনা'। গীতাতে ভগবান কি বলেছেন ?

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্‌-স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬।২২

ডুব দিতে হবে ভেতরে। আমরা তো বাইরে ডুব দিয়ে তলিয়ে রয়েছি। নোঙ্গর না তুলেই বৃথা দাঁড় টানছি। এককে বাদ-দিয়ে আমরা কেবল শূন্য বসিয়ে যাচ্ছি। একএর পর শূন্য বসালে দশ, একশো, হাজার এই সব হয়। আর সেই এককে বাদ দিয়ে যদি শূন্য বসাও তো সেই শূন্যের কোন মূল্য হয় না। শেষে সেই শূন্য নিয়েই যেতে হয়। সেইরূপ আমিটা হচ্ছে শূন্য। সেই আমিটাকে মেটাতে হবে অর্থাৎ সেই শূন্যটাকে মেটাতে হবে। সর্ব্বাগ্রে ভগবান এইটী সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ থেমে তারপরেই গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলেন, "আসক্তি দূর করবার জন্যে-সাধু-সঙ্গ করো। জানইতো তোমরা—আচার্য্য শঙ্কর কি বলেছেন ?

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥

নিয়ত ঘড়ি মেলাবে। মন Fast যাচ্ছে না Slow যাচ্ছে —বিষয়ের দিকে এগোচ্ছে না ভগবানের দিকে এগোচ্ছে বিচার করবে। আর যেন ওপর নীচের কাঁটা সর্ব্বদা ঠিক থাকে। ওপরের কাঁটা মানে ঈশ্বর। আর মনটি সেই নীচের কাঁটা। ঈশ্বর থেকে মন বিমুখ হয়ে যেন সংসারের দিকে না বেশী ঝোঁকে। ঈশ্বরই কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা এই বোধটি সর্ব্বদা রাখতে পারলে আর বেতালে পা পড়ে না।

পাখীকে দাঁড়ে বসালে তবেতো রামনাম বলবে। নইলে সংসারে বিকারতো সর্ব্বদাই লেগে আছে। তাঁর নামে রুচি না হলে বিকার রোগ কাটে না।"

মহারাজের তিরোধানের পর গিয়েছি। পুনরায় ৺কাশীতে ইং ১০-৯-৬৩ তারিখে মেধানন্দ মহারাজ (ভট্টাচার্যি মশায়) অসুস্থ হয়ে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন শুনে দেখা করতে যেতেই বললেন, "জীতেন মহারাজের প্রেম, ভালবাসা, প্রীতির কথা বলে শেষ করা যায় না। তিনি সাক্ষাত দেবতাই— মানুষ হয়ে এসেছিলেন।"—এই কথা কয়টী বলেই খুব কাঁদতে লাগলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলেন, "আমি মলুম না—তাঁকে হারিয়ে আজও বেঁচে রইলুম। তাঁর কথা এবং স্মৃতি ভোলবার নয়। কী অপূর্ব্ব ছিল তাঁর প্রেম-ভালবাসা। আমার এমনিই সুকৃতি যে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করে আমি ধন্য হয়েছি।"

এই বলেই মেধানন্দ মহারাজ একটু দম নিতে লাগলেন এবং বোধ হয় কথা বলার সুবিধার জন্য বাঁধান দাঁত ছুপাটি লাগিয়ে নিয়ে আবার সুরু করলেন, "প্রাণঢালা ভালবাসতেন বলে যে তিনি বকতে জানতেন না তা নয়। একবার এখানে মনোমালিন্য হওয়ায় সে বছর আমি চলে গেলাম বম্বে পূজা করতে। জীতেন মহারাজ তখনও রাঁচী থেকে কাশী এসে পৌঁছাননি। বম্বে থেকে আমি ফিরে আসতেই যেমনি ভাল-বাসতেন আবার তেমনিই ঐ একবার আমাকে বকেছিলেন।"

"একবার চিত্রকূট দেখে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি দেখলেন? কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন—আর কাকে দেখব? তুমি আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে যে ঠাকুরকে কি দেখেছেন? আমি তাঁকেই সেখানে দেখেছি।"

আমরা পর দিন আবার হাঁসপাতালে গিয়েছি। 'কথামৃত' পড়ার কথা উঠতেই মেধানন্দ মহারাজ আরম্ভ করলেন—কথা বলার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন ডায়েরী থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন।— "একদিন যোগীশানন্দ মহারাজ ও আমি জীতেন মহারাজের ঘরে বসে আছি—বেলা তখন চারটে হবে। প্রসঙ্গক্রমে বয়সের কথা ওঠায় মহারাজ বললেন—আমার প্রায়

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮০ বছর হ'ল। যোগীশানন্দ মহারাজ বললেন—মহাপুরুষ মহারাজের শরীর আশির ওপরে ত্যাগ হয়েছিল। আরক্তিমবর্ণ মুখমণ্ডল করে উত্তরে জীতেন মহারাজ বললেন—নিজের নিজের গুরুর বয়স ঐ রকম সকলেই বেশী করে বলে থাকে। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন—দাওতো কথামৃত চতুর্থ ভাগ। তাঁর ঐরূপ বিবর্ণ শরীর দেখে যোগীশানন্দজী ধীরে ধীরে কথামৃত আনলেন। জীতেন মহারাজ একটু জোরেই বললেন—দ্যাখতো চব্বিশের পাতা, মাষ্টার মশায় কত সালে, কত বয়সে তারক আসলেন লিখেছেন। যোগীশানন্দজী চুপ করে আছেন দেখে মহারাজ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বললেন,—দাও, বইখানা আমাকে দাও। বই হাতে নিয়েই পৃষ্ঠা খুলে বলে উঠলেন—এই দ্যাখ, মাষ্টার মশাই লিখছেন তারক কত সালে এলেন, আর কোন সালে দেহ রাখলেন—তাহলেই বোঝ কত বয়স হয়েছিল।"

"আমরা উভয়েই নিস্তব্ধ। কয়েক মিনিট পরে আমি বললাম—শাস্ত্রজ্ঞ ও সব মুখস্থ কণ্ঠস্থ বলে আপনিতো আমাকে অনেক আখ্যাই দিয়ে থাকেন। 'কথামৃত' আমরাও পড়ি—কিন্তু আপনার মতো গ্রন্থের খণ্ড এবং পৃষ্ঠা সমেত আমার জানা নেই। এই বলে যোগীশানন্দ মহারাজ ও আমি দুজনেই মাথা হেঁট করে সেদিন চলে আসি।"

বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের জপ-ধ্যানের কথা উঠতেই মেধানন্দজী মহারাজ সেদিন হাঁসপাতালে বেডের ওপর সোজা হয়ে বসে আবেগভরে প্রাণ উজাড় করে বারম্বার বলতে লাগলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এমন নিষ্ঠা, এমন কঠোর তপস্যা আমি কখনও দেখিনি আর দেখবো কি না, জানি না। আমার চোখের সামনের ঘটনা কিন্তু তবুও ভাবতে পারি না যে একটানা দীর্ঘ আট ঘণ্টাকাল একভাবে কি করে পাথরের মত মানুষ বসে থাকতে পারে।" এই বলেই জরা-জীর্ণ দেহে কোটরাগত চক্ষু ছুটী দিয়ে আমার মুখের ওপর এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। প্রাচীন সন্ন্যাসীর তখন পূর্ব্ব স্মৃতিতে শীর্ণ মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর চোখ দিয়ে যেন স্ফুলিঙ্গ ঝরছে। সস্নেহে বললেন, "আত্মপান্ত ঘটনা শুনলে বিস্ময়ে অবাক্ হবেন। ইং১৯৫৭ সাল। ৺কালী-পূজার দিন—রাত্র নটায় মায়ের সামনে এসে তিনি বসলেন। মহা সমারোহে সেবার ৺শ্যামা মা'র পূজা এবং সপ্তসতী-হোম অর্থাৎ চণ্ডীর ৭০০ শত শ্লোকের প্রত্যেকের আহুতি দেওয়া সাঙ্গ হ'তে ভোর ৫-৩০ মিঃ হ'ল। জীতেন মহারাজ এই দীর্ঘ সময় নিশ্চলভাবে বসে আছেন। মনটী তখন তাঁর নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্থির হয়ে গেছে। উঠতেই চান না—তখন জোর করে ধরে ওঠান হ'ল। আমি পূজা করছি—উঠছি, বসছি—কিন্তু তিনি সেই যে পদ্মাসন হয়ে বসেছেন, তারপর আর কেউ তাঁকে পা নাড়তে বা একটুও নড়াচড়া করতে ৮ ঘন্টার মধ্যে কখনও দেখেনি। জয়রামবাটীতেও একবার অনুরূপ যজ্ঞ হয়—সেখানেও তাঁর এইরূপ ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করেছি!"

"বিসর্জ্জনের পরের দিনের ঘটনা আরও অভিনব এবং চমৎকার। জীতেন মহারাজের দেওয়া ৺কালী মায়ের কাণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোনার 'ঢেঁড়ি-ঝুমকো' দুল ও পশ্চিমী মেয়েদের মত ঘুঙুর দেওয়া পায়ের চুট্‌কী তাঁকে ফেরত দিতে যেতেই আমাকে বললেন,—আমি এগুলো নিয়ে কি করবো? আমি বললাম—রেখে দিতে পারেন অথবা ইচ্ছা হয় কাউকে দিয়েও দিতে পারেন।"

"তাতে তিনি আমাকে বললেন,—আপনার যাকে ইচ্ছা হয় দিয়ে দিন, পূজাতো আপনিই করলেন। তাতে আমি তাঁকে নিজের হাতে করে কাউকে দিতে বললাম। বাস্ আমি এই কথা বলামাত্রেই জীতেন মহারাজ বলে উঠলেন—ভট্‌চাজ মশাই, আমি কিন্তু তাহলে এগুলো মেথর-বৌকে দেব, আপনি কি বলেন? একটু হেসে ফেলে যেই আমি বলে ফেললাম, তা দিন না—অমনি সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মেথরাণীকে ডাকতে পাঠালেন। আমি চুপ করে বসে আছি। মেথর বৌ বোধ হয় নিকটেই ছিল। সে আসতেই তার হাতে সেই ৺মা কালীর প্রসাদী সোনার ঢেঁড়ি ঝুমকো কানের দুল জোড়াটী দিলেন, এবং পায়ের আঙ্গুলে পাছে লাগে বলে চুটকী দুটীর মুখ একটু ফাঁক করে অনায়াসেই ঐ মেথরাণীকে স্বহস্তে দিলেন ও তাকে তখুনি তাঁর সামনে পরতে বললেন।"

"আমাকে বললেন— ভট্‌চাজ মশায়! দেখুন, দেখুন, আমার চতুর্ভূর্জা মৃন্ময়ী ৺শ্যামা মা আজ কেমন দ্বিভূজা চিন্ময়ী হয়ে নাচছেন।"

"এতক্ষণ আমি যেন স্বপ্নাবেশে ছিলাম—সুষুপ্তের প্রকৃতিস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবার মত আমিও হঠাৎ জেগে উঠে ভাবতে লাগলাম যে এতদিন আমার পূজা করার সার্থকতা কি হ'ল! মানসচক্ষে জীতেন মহারাজের ৺মা কালীর সামনে অনুরাগে ধ্যানে বসা এবং আবিষ্ট ও আবেশ ভাবটী আবার দেখতে লাগলাম।"

"আমরা যাকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করে থাকি সেই মেথ-রাণীর মধ্যে জগজ্জননী চতুর্ভুজা ৺শ্যামা মাকে দেখা ও ভাবে মাতোয়ারা হওয়া দেখে স্তম্ভিত হলাম এবং সব ব্যাপারটী চিন্তা করতে করতে কোথায় আমি তলিয়েগেলাম। এতক্ষণ দেখিনি যে আমার চোখের সামনেই মেথর-বৌ তখন নাচতে লেগেছে। আহা! বেচারীর অবস্থাও যে আমার সেদিনের মতোই! জীবনে সে সোণার গহনা পরেনি—তাতে আবার ৺মা কালীর প্রসাদী আভরণ এবং মহারাজ স্বয়ং তার হাতে দিয়েছেন। সেদিনের স্বর্গরাজ্যের মহানন্দের হিল্লোল ভোলবার কথা নয়।"

হাঁসপাতালের সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছি এমন সময় আমার নামটা খানিকটা বিকৃত করে "করেলি বাবু" ডাক কানে এল। ছাত্রাবস্থায় বন্ধু-বান্ধব প্রায় সকলেই আনন্দ কোরে আমার নামটা অনেকখানি বিকৃত করে ডাকলেও তখন শ্রবণযুগল অভ্যস্ত থাকায় সেই আদরের ডাকে সাড়া দিয়েছি। আজ অচেনা জায়গায়, কাশীর মত মহাতীর্থেও এই প্রৌঢ় বয়সে রহস্যকারী কে এই কথা ভাবছি এবং স্ত্রী সঙ্গে রয়েছেন বলে একটু বিব্রতও বোধ করছি এমন সময় দেখি সামনেই শ্রীপাণ্ডা উপস্থিত। মহারাজের কথাপ্রসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলে বৃদ্ধ বললেন, "ডিব্বেকা হিং খতম হো গ্যায়া—আবি ঐ কৌটেমে খালি গন্ধ পড়া হ্যায়।" পরক্ষণেই হিন্দুস্থানী পাণ্ডা ঠাকুর ভাঙ্গা বাংলায় তাঁর কহানীর ব্যাখ্যা করে বলতে লাগলেন, "আপনাদের মহারাজের শক্তিরখেলা চলেছে বা চলতেই থাক্‌বে। বৃন্দাবন ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং অযোধ্যা ছেড়ে শ্রীরামচন্দ্র চলে গেলেও তাঁদের প্রভাব নষ্ট হবার নয়। বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের তিরোধানে ৺কাশীধাম আজ শূন্য হয়ে গেলেও কিন্তু ভক্তেরা সেই আঘ্রাণ নিতে ছুটে আসবেই।"

মুখের পানে তাকিয়ে দেখি পাণ্ডা-ঠাকুরের দুচোখের কোণ বেয়ে অশ্রু নির্গত হচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম—ধন্য তুমি শ্রীপাণ্ডা! বাল্যে তুমি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর শ্রীহস্তের আঙ্গুল ধরে বেড়িয়েছ—আবার পরিণত বয়সে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর পূত সঙ্গলাভ করেছ। সুকৃতি এবং সংস্কার দুই-ই তোমার আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জয়রামবাটী

ইংরাজী ১৯৫৮ ডিসেম্বরের শেষভাগে বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ এলেন জয়রামবাটী। ১লা জানুয়ারি ১৯৫৯ তিনি "মায়ের ঘাট" উদ্বোধন করেন। তারপর সারা জানুয়ারী মাসটী তিনি জয়রামবাটীতে অতিবাহিত করেন। সেই সময়কার একটী সামান্য ঘটনা।

সদানন্দ পুরুষটীর উপস্থিতিতে জয়রামবাটী সর্ব্বদাই আনন্দ মুখরিত। সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত। এমন সময় একদিন একটী দুর্ঘটনা ঘটে। ব্রহ্মচারী শশাঙ্ক মহারাজ টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বেলপাতা তোলবার সময় পড়ে গিয়ে সামান্য আঘাত পেলেন। খবর শুনেই মহারাজ অস্থির হয়ে পড়লেন। সেদিনের তাঁর সেই বেদনাব্যঞ্জক ছল ছল চোখের করুণাভরা দৃষ্টি দেখে অনেকেই স্থির থাকতে পারেননি। মহারাজ তার চিকিৎসার সর্ব্ব রকম ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না—এক সপ্তাহ কাল না চাইতেই মঞ্জুর হোল তার ছুটী; কোন কাজ না করে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হোল ঐ ব্রহ্মচারীকে। পরবর্ত্তী কালে মহারাজের কাছে বেলুড় মঠ বা কাশীতে জয়রামবাটী থেকে কেউ গেলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রথমেই খোঁজ নিতেন, "শশাঙ্ক বেলগাছ থেকে আর পড়েটড়ে যায়নি তো?" এমনিই কোমল ছিল মহারাজের প্রাণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয়রামবাটীতে মায়ের পুরাতন ঘরখানিতে প্রত্যহ সকালে তাঁর ধ্যানে বসা চাই—সে সময় সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মহারাজের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। এই ঘরখানিতেই শ্রীমায়ের নিকট ইং ১৯০৬ সালে তিনি দীক্ষা লাভ করেন—তাই তীর্থরাণী জয়রামবাটীর এই মাটীর ঘরখানি ছিল তাঁর কাছে এক বিরাট আকর্ষণ!

১১ই আগষ্ট ১৯৬৩ জয়রামবাটীতে কিশোরী মহারাজকে (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) কথাপ্রসঙ্গে আমরা বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করায় তিনি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন :—

"বাবা, তাঁর কথা তোমাদের আর আমি কি বলব? তিনি ছিলেন মায়ের একনিষ্ঠ সন্তান। ইং ১৯০৭ থেকেই আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। আমি ছিলাম যেন তাঁর একান্তই ছোট ভাই।

আমি তখন কোয়ালপাড়ায় পড়ি—কেদার বাবার সঙ্গে উনি এলেন। তাঁর পূতস্পর্শে সবাই পবিত্র হোত। তাঁর পুণ্য সংস্পর্শে যে কেউ একবারও এসেছে সেই ধন্য হয়েছে। তিনি ছিলেন যথার্থ সদানন্দ, মুক্ত পুরুষ। তাঁর সান্নিধ্যে এসে সকলেই দিব্য আনন্দ উপভোগ করেছে—তা সে যে বয়সেরই হোক, এমনিই ছিল তাঁর দিব্য প্রভাব।

তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মায়ের দেশ জয়রাম-বাটীতে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। এখানে এসেই বলতেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তুমি আমার ওজন নিয়ে রাখ—পরে দেখো।" আমাকে কৌতুক করে বলেছিলেন "কৈ আমার জন্য তুমিতো একখানা ঘরও করলে না।" "সেই সবই হ'ল কিন্তু আমার এমনি ভাগ্য যে তিনি তাঁর ঘরে একবারের জন্যও এসে ভোগ না করে আমারই থাকবার জন্য যেন তাগিদ দিয়ে করালেন।" এই বলেই প্রবীণ সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সহজ হয়ে বলতে লাগলেন :—

প্রেসিডেণ্ট হয়ে তিনি অন্য রাজ্যের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। সব সময় ঠাকুর ও মায়ের ভাবেই নিজে ডুবে থাকতেন। তাঁর সর্ব্বদেহে কী অপরূপ জ্যোতিই দেখা যেত! তাঁর হিতোপদেশ-পূর্ণ কথার পেছনে ছিল এক অজ্ঞাত-শক্তি! শুনলেই মনে হ'ত যেন বিরাট সিংহের মুখ দিয়ে বর্ষার ছাদের জল হুড়্ হুড়্ করে পড়ছে! আধার গুণে সেই জল হ'ত সুমিষ্ট, নির্ম্মল ও হিতকারী।

তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত বা শুধু দর্শন প্রার্থীরাও একবার মাত্র তাঁর দর্শন ও স্পর্শন পেয়ে তাদের জীবন ধন্য করেছে—একদিন না একদিন তার ফল তারা বুঝবেই যে অজান্তে তারা কি পেয়েছে!—তার ক্রিয়া একদিন না একদিন, সহজে কিম্বা ধাক্কা খেয়ে যেমন করেই হোক, হবেই। তাছাড়া বুঝিয়েও দেবেন যে তিনি কি এবং কে।

এই অভিমান-শূন্য পুরুষটী তাঁর শিষ্যদের কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন আপনার হতেও আপনার। তিনি ছিলেন উত্তম বৈদ্যের থাক্।

আর শিষ্যদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। যে কেউ তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে তাকেই একেবারে তিনি আপনার করে নিতেন।

তাঁর মুখে সব সময় এই গানখানির কথা লেগেই থাকত :—

"মা যার আনন্দময়ী
সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে
মা তারে আদরে রাখে॥"

আমাকে একবার সিল্কের কাপড় ও চাদর এনে দিলেন। আমি সিল্ক পরব না বলায় বললেন, "না, পরতেই হবে। মায়ের উৎসবে ও অন্যান্য উৎসবে এই সিল্কের কাপড় চাদর ব্যবহার করবে।"

কিশোরী মহারাজ এই বলে থামতেই আমরা তাঁকে এবারে শ্রীমায়ের কথা কিছু বলতে বলায় বললেন :—

"মায়ের কথা কি বলবো, তিনি কি সাধারণ মা? সাগর থেকে দুচার ঘটী জল তুলে নিয়ে কি সাগরের জলের হিসেব করা যায়? মায়ের কথা ছোট্ট ছেলেতে কি বলবে—বলবে আমার মা—আমার মা—খুব ভাল। মা কি গান জানে, লেখাপড়া জানে বা অন্য কোন গুণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা জিজ্ঞাসা করলে সে কেবল বলবে—আমার মা খুব ভাল। কারণ সে যে মায়ের ওপর সম্পূর্ণই নির্ভর করে আছে—সে যে তাঁর কাছে চির শিশু। তাই যারাই মায়ের ওপর নির্ভর করে ও বিশ্বাস রাখে তারাই মায়ের কোলের ছেলে হতে পারে। ছেলে তো সকলেই; তবে সব সময় নিজেকে মায়ের ওপর নির্ভর করা ছোট্ট শিশুর মতই মনে করে থাকতে হয়।

আমরা যে মায়ের অশেষ কৃপায় ধন্য হয়েছি। তোমার মহারাজ আবার তাতে মায়ের বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করেছিলেন। এঁরা আসেন জগতের কল্যাণের জন্য। অবতারের পরেই পার্ষদ এবং তারপরেই এই রকম মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে। তোমরা জাননা যে তোমাদের কত ভাগ্য—তাই তাঁর কৃপা পেয়েছ। তাঁর কৃপা যে কি বস্তু তা ক্রমে প্রাণে প্রাণে বুঝবে—এইতো সবে সুরু।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেলুড় মঠে ও কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে

ইং ১৯৬২

বেলুড় মঠ আবার আনন্দে মুখরিত। ইষ্টপ্রাণ ভাই ভগিনীগণ, চলুন একবার নূতন প্রেসিডেন্ট মহারাজ (বিশুদ্ধানন্দ মহারাজজী মহারাজ) দর্শনে যাই। তিনি ভক্তসঙ্গে কেমন প্রাণখোলা আলাপ-আলাপন করছেন আবার ঈশ্বরাবেশে সদাই বিভোর হয়ে আছেন দেখে এই চর্ম্মচক্ষু সার্থক করে আসি। প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভক্ত-পরিবারের সমস্ত খুঁটিনাটী কুশল জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবে মাতোয়ারা হন তাই দেখে আসি। মনটী সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ আর মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামিজীর কথা—নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁদের নাম করছেন। "ডুব দাও আর এগিয়ে পড়" এছাড়া শ্রীমুখে অন্য কথা নেই। শীঘ্র চলুন, আজ সেই প্রেমী, যোগী-মহাপুরুষকে দেখে আসি।

ইং ১৯৬২ জুন মাসের গোড়ার দিকের কথা। সন্ধ্যা হ'তে আর সামান্যই দেরী আছে। বেলুড় মঠে—দোতলার পূর্ব্বমুখী সেই বারান্দায় মহারাজ উপবিষ্ট। —নিশ্চল দেহ—স্পন্দনহীন চক্ষু —ভাগীরথীর দিকে ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে যেন কি দেখছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সমাগত ভক্তরা সকলেই শ্রীমুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে মহারাজের উদ্দীপনা দেখছে। ইদানীং হঠাৎ হঠাৎ আমরা মহারাজের ভাবান্তর সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে বসে থেকে বহুবার লক্ষ্য করেছি। সে সময় তাঁর দেহের রূপ পরিবর্ত্তন দেখা দিত—চক্ষের এক অদ্ভুত ভাব—শ্রীঅঙ্গের থেকে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হোত—আর শ্রীমুখমণ্ডলে অদ্ভুতভাবে শিশুর সারল্য ফুটে উঠত। ভক্তদের সামনে সেদিনও মহারাজের এইরূপ দ্রুত ভাবান্তর হতে লাগল। এইবার গঙ্গার ওপারে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ সম্ভোগের পর আবার বোধ হয় ভক্তদের নিয়ে বিলাস করবার জন্য ভাবরাজ্য থেকে মনটাকে যেন ধীরে ধীরে বাহ্য ভূমিতে নামিয়ে আনছেন। সেদিন সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমি মায়ের ফকির ছেলে।" এই কথা কয়টি শ্রীমুখে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে আর যেন পাষাণ বিগলিত হয়ে যাচ্ছে! তখন আমাদের তুলসী মাসিমা (খগেনবাবুর স্ত্রী) বললেন, "মহারাজ, আপনি রাজ-রাজেশ্বরী মায়ের সন্তান—ফকির ছেলে হবেন কেন?" মহারাজ অতি কোমল স্বরে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এক হিসেবে তোমরা তা বলতে পার বটে। কিন্তু আমি জানি আমি মায়ের ফকির ছেলে।"

আর একদিনের কথা। সহজেই মনে পড়ছে ৯ই মে ১৯৬২ শ্রীশঙ্কর পঞ্চমীর পরদিন। সকালে আমি প্রণাম কোরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের ঘরে এক পাশে বসে আছি এমন সময়ে একটি বিবাহিতা মেয়ে এসে উপস্থিত। প্রণাম কোরে চরণ প্রান্তে তাকে সজল-চোখে নির্ব্বাক বসে থাকতে দেখে মহারাজ বলতে লাগলেন, "সেই একবছর আগে বিবাহের পূর্ব্বে তুমি কাশীতে এসেছিলে। এর মধ্যে নূতন জীবন সুরু হয়ে তোমার আর আসা হয়নি—তার জন্য এত দুঃখ কেন ?" তারপরেই সুরু হোল শ্বশুর বাড়ীর খুঁটি-নাটী জিজ্ঞাসাবাদ। মেয়েটির মুখে তার ভাসুর এবং দেবর ক'জন আছে জেনে মহারাজের আনন্দ আর ধরেনা, হাসিখুশীতে যেন ফেটে পড়বেন। আগের দিনে অসুস্থ শরীরে রাত্রি জেগে দীক্ষা ও ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস দিয়েছেন মহারাজ। যাতে কথা আর না বাড়ে সেজন্য আমি বুদ্ধিবাণ নিক্ষেপ করে ঐ মেয়েটির কথা চাপা দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু করুণ-হৃদয় মাতৃবৎসল মহারাজকে তখন থামায় কার সাধ্য। তিনি উৎফুল্ল হয়ে মেয়েটিকে বলতে লাগলেন, "ছাখো ছাখো কি মজা—ঠাকুরের কি দয়া! তুমি যদি বাড়ীর একটিমাত্র বৌ হতে তাহলে ষোল আনা ঝড় তোমার ওপরে বইতো—এতো মাত্র কয়েক আনা হিস্থে ঠাকুর তোমায় দিয়েছেন।" এইরূপে উদ্বেলিত, ব্যথিত, অশান্ত মাতৃ-হৃদয়ে অমোঘ শান্তিবারি সিঞ্চন সেদিন নিস্তব্ধে বসে নিরীক্ষণ করেছি। আরও দেখেছি উদ্দীপিত মনে, নব প্রেরণায় উৎসারিতা হ'য়ে প্রণাম পূর্ব্বক মহারাজের নিকট হতে মেয়েটীর সেদিনের বিদায় গ্রহণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের জন্য মহারাজের হৃদয় কিরূপ উদ্বেলিত হত আদ্যোপান্ত একটী ঘটনা দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। মহারাজ ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট থাকার সময় থেকে জনৈক ভক্ত-দম্পতীকে তাঁদের কলকাতার একটী লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করবার জন্য বারম্বার বহু চেষ্টা করছেন দেখে আসছি। তাদের অবস্থার কথা সম্যক জেনে প্রতিবারই ঐ দান গ্রহণ ব্যাপারটী মহারাজ অনেকদিন থেকেই কোনরকমে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রাখছিলেন। উক্ত দম্পতী ঐ প্রসঙ্গ তুললেই মহারাজ বলতেন, "দ্যাখ, বুঝলাম তোমাদের মনে সৎ বাসনা জেগেছে। কিন্তু তুমি retire করেছ আর সংসারে বেশীর ভাগ দায়িত্বই পড়ে রয়েছে। এখনো তিনটী মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। একটী ছেলে—তারও এখনো ছাত্রাবস্থা চলছে। সব কাজইতো বাকি পড়ে আছে—বল, তোমাদের চলবে কি করে? তার উপর বিপদ আপদ্ এবং বার্দ্ধক্য আছে। সব দিক ভাল কোরে চিন্তা কোরে দেখ। আমি বলি এখন থাক্—বরং সৎ বাসনাকে জাগিয়ে রাখ।" আবার উক্ত দম্পতী জানালেন যে মহারাজের আশীর্ব্বাদে তাঁদের ঠিক ভাল ভাবেইচলে যাবে। সেদিন দেখেছি সম্পত্তির বোঝা মাথা থেকে নামানর জন্য তাঁদের কি ব্যাকুলতা! কি অশ্রু বিসর্জ্জন! তাতেও মহারাজ পুনরায় বিপদ এবং বার্দ্ধক্যের কথা উল্লেখ করে বললেন, "বেশ, তোমরা যখন এতই উতলা হয়েছ তখন গ্রহণ করা যাবে। তবে তোমাদের জীবদ্দশায় ঐ সম্পত্তির আয় তোমরা ভোগ করবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের কথা শেষ না হতেই উক্ত ভদ্রলোক দেখলাম স্পষ্ট বলে উঠলেন, "আপনার কৃপায় মহারাজ আমাদের নির্ব্বিঘ্নেই চলে যাবে—কিন্তু আমি বলরাম বাবুর মত সর্ত্ত-সাপেক্ষ দানের পক্ষপাতী নই।" এবার দেখলাম মহারাজ হাসিতে ভেঙ্গে-পড়ে বললেন, "তাহলে আর কি? তোমরা দুজনে এবার চিম্‌টে নাও আর হাত-তালি দিয়ে রাম-রাম করে কাটাও। দেখ পূবে যতই এগিয়ে যাবে, পশ্চিম ততই পেছনে পড়ে থাকবে। ঈশ্বরে অনুরাগ এসেছে বলেই তোমাদের এই বিষয়-বৈরাগ্য হয়েছে। ত্যাগের থেকেই আসে গ্রহণ—সে হচ্ছে ঈশ্বরকে গ্রহণ। সৎ বাসনা তখনই জাগে যখন ঈশ্বর মুখ তুলে তাকান। তোমাদের নিবৃত্তি দেখে বড়ই শান্তি পেলাম। তোমাদের ওপর ঠাকুরের অশেষ কৃপা—কিন্তু বল, কি করতে চাও তোমরা। কি ভাবে দান করবে—মনের কি বাসনা আমাকে বল।" দেখলাম উক্ত দম্পতী এক সঙ্গেই বলে উঠলেন, "আমাদের কোন বাসনা নেই মহারাজ—এক বাসনা যে কেবল দয়া করে গ্রহণ করুন।" এতে মহারাজ বললেন, "আমিতো মায়ের সন্ন্যাসী ছেলে—আমার নিজের কোনই প্রয়োজন নেই। আমিতো গ্রহণ কোরব আর ঠাকুরকে দেব। বল তোমার বাবা মার নামে মন্দির, হাঁসপাতাল, স্কুল এরকম কোন কিছু করতে চাও? আমার কাছে প্রাণ খুলে বল।"

দেখলাম তাঁরা একই কথা ধরে আছেন। সজল চোখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS.

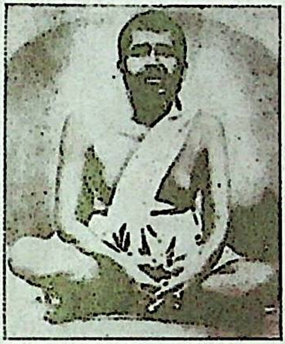

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়েই আবার বললেন, "আমাদের সেইরূপ কোনই বাসনা নেই। আপনার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা—আপনি যা করবেন আমাদের তাতেই মঙ্গল।" মহারাজ সন্তুষ্ট হয়ে মঠে প্রসাদ পেয়ে যেতে বলে তখনকার মত তাঁদের সেদিন বিদায় দিলেন।

ভক্ত দম্পতীকে দেখলাম মস্ত বোঝা তাঁদের শ্রীগুরু মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে তাঁরই কৃপায় নামিয়ে দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে শৃঙ্খলমুক্ত পাখীর মতই ডানা মেলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ঐ দৃশ্য দেখার পর সদ্য-মুক্ত ভাবটী লক্ষ্য করবার জন্য আমি আবার ওঁদের অনুসরণ করলাম। ঘণ্টাখানেক পরেই দেখি প্রেসিডেণ্ট মহারাজের সেক্রেটারী পরিতোষ মহারাজ শ্রীমায়ের মন্দিরে ব্যস্ত হয়ে উক্ত মহিলার কাছে গিয়ে তাঁর স্বামীর খোঁজ করলেন। তারপর খুঁজতে খুঁজতে বড় মন্দিরে গিয়ে দেখলেন যে ঐ ভক্তটি তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে চোখ বুজে পরম নিশ্চিন্তে বসে আনন্দ সম্ভোগ করছেন। পরিতোষ মহারাজ খুব আস্তে ডাক দিয়ে বললেন, "মহারাজ শীঘ্র আপনাকে ডাকছেন। একটু তাড়াতাড়ি চলুন।" এই কথা শোনা মাত্রেই আমিও ঐ ভাগ্যবানের আবার সঙ্গ নিলাম।

দোতলায় উঠে মহারাজের ঘরের পর্দ্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখি যে পুরুষোত্তম উত্তরমুখী দাঁড়িয়ে দরজার দিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন। তখন বেলা প্রায় ১২টা হবে। মহারাজের শ্রীঅঙ্গ থেকে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে অনেকক্ষণ যাবৎ চোখ দুটো আর ফেরাতে পারলাম না।

ভক্তটীকে দেখামাত্রেই মহারাজ একটু একটু করে এগিয়ে আসছেন আর বাঁ হাতখানি নেড়ে কথা বলছেন। ইতিমধ্যে ভক্তটী প্রণাম করতে গড় হয়েছেন আর মহারাজ বলেই চলেছেন, "ভেবে দেখলাম যে তোমরা যখন ঐ দানের ব্যাপারে কোন রকমেই নিজেদের নাম রাখতে চাও না তখন আমার ইচ্ছা এই সম্পত্তি ঠাকুর সেবাতেই উৎসর্গ হোক্। তাহলেই সাধু সেবাও হবে। দলিলটা এমনভাবে কর যেন ভবিষ্যতে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ছেলেদের কোন রকম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে না হয়। আর যখন নিস্বার্থভাবেই দান করছো তখন আমি বলি তুমি পরিষ্কার উল্লেখ করে দাও যে ভবিষ্যতে ঐ সম্পত্তি রাখতে মঠ-মিশন কর্ত্তৃপক্ষের যদি কোনরূপ অসুবিধা হয় বা ইচ্ছা করলে ওরা বিক্রীও করতে পারবে। এতে তোমাদের মনে কষ্ট হবেনা তো? তাই তোমাকে আমি আবার ডাকলাম।" উত্তরে ভক্তটী সকাতরে নিবেদন করলেন, "না মহারাজ, নিশ্চয়ই না। আমার উকিলকে দিয়ে এই সব কথা পরিষ্কার ভাবে লিখিয়ে আমি যত শীঘ্র পারি খসড়া দলিল আপনার কাছে আনবো।" এই বলেই ঐ ভক্তটী শ্রীগুরুর চরণে প্রাণঢালা প্রণাম করছেন এবং বুকে হাত দুখানি একত্র করে মহারাজ তাকে আশীর্ব্বাদ করছেন আর তাঁর ওষ্ঠ দুটী ঈষৎ কম্পিত হচ্ছে। মহারাজের করুণা বিগলিত সস্নেহ দৃষ্টিতে তখন অমৃত ঝরছে আর ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ্যবান সেই সুধা আকণ্ঠ পান করছেন। এই স্বর্গীয় দৃশ্যটী দেখে মনে হোল ভক্তের ভগবান আজ পুণ্য দর্শন ও স্পর্শন দিতেই যেন আগের থেকেই বিশাল মাতৃ-হৃদয় একেবারেই আচ্ছাদন উন্মুক্ত করে সাদরে তাঁর প্রিয় ভক্তের সকল বাসনা পূর্ণ করলেন ও আশীর্ব্বাদে তার জীবন ধন্য করলেন।

এর পরই ঐ ভক্ত নিজের শরীর ভাল না থাকায় খসড়া দলিলটী তাঁর স্ত্রীকে দিয়েই মহারাজের কাছে পৌঁছে দিলেন। তারপর মনে পড়ে ১০ই জুন ১৯৬২ রবিবার উক্ত ভক্ত দম্পতীকে মহারাজ বললেন, "আমিতো সামনের ১২ তারিখে আবার অপারেসনের জন্য যাচ্ছি। আমি এদের বলে গেলাম যেন এই দানের ব্যাপারে তোমাদের হায়রানি না হয়। তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি।"

দেখলাম ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু মহারাজ এতদিন ঠেকিয়ে রাখা বাসনাটীও কেমন পূর্ণ করে দিলেন—কারণ তিনি কারো কোন বাসনাই অপূর্ণ রেখে যাবেন না। তাই দেহের মধ্যে থাকতে থাকতেই এইবার কৃপা করে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করে দিয়ে গেলেন। আমি এটাও অবগত আছি যে মহারাজের কৃপায় তাঁদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হয়নি বা হবে না। **কারণ ওঁদের যে পাকা বিশ্বাস "গুরু কৃপাহি কেবলম্।"**

ইং ১৯৬২, ১২ই জুন মঙ্গলবার কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে অস্ত্রোপচারের জন্য রওনা হবার সময় সমুপস্থিত। শ্রীমুখে উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। মায়ামুক্ত পুরুষ যেন সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তুত হয়েই চলেছেন। সমাগত সকলকে "আসি" না বলে বিদায় নেবার সময় "চল্লুম" উক্তিটির তাৎপর্য্য এখন জানা গেছে। তৎপূর্ব্বে কাশীতে মিশনের প্রাচীন সন্ন্যাসী শ্রীভাস্বরানন্দ (বুদ্ধ) স্বামীকে ইংরাজী ৬ই জুন ১৯৬২ স্বহস্তে লিখেছিলেন যে যাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে প্রণাম করে এই প্রার্থনাই জানিয়ে যাব যেন জীবনের সব অভিনয় এইখানেই শেষ হয়। এই পত্রখানিই তাঁর শেষ চিঠি। রওনা হবার সময় একজন প্রবীণ সাধু বললেন যে এই Science-এর যুগে আরও কত জটিল অপারেসান আজকাল সহজেই হচ্ছে। মহারাজ উত্তরে শুধু এইমাত্র বললেন, "Science বড় হলে বুঝবো আজীবন যা কিছু করলাম সবই ঝুটো। আমিতো return টিকিটে যাচ্ছি না—আমার Single Journey টিকিট।" এই সঙ্গে মহারাজের আর একটি উক্তি মনে পড়ে—জীবনের শেষ বছর দেড়েকের মধ্যে যা অনেকবার উচ্চারিত হ'তে শুনেছি। পেটে টিউবটির ওপর হাত রেখে দেখিয়ে বলতেন, "মা আমাকে এই মৃত্যুবাণ আমারই হাতে তুলে দিয়েছেন।" সবই শ্রীমায়ের ইচ্ছা। সেই জগৎ-জননীর ইচ্ছার সহিত মহারাজের ইচ্ছা একাকার হয়ে গিয়েছিল—বিন্দুমাত্রও কোথাও ভেদ ছিল না। তাইতো মঠ থেকে রওনা হবার সময় তাঁর অবসর প্রার্থনা মাত্র চার দিনেই মঞ্জুর! ব্রহ্মময়ীর পরম স্নেহের বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত ছেলেটির এমনই ব্যাকুল, জোরাল আবদার!

সাধু, ভক্ত এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবীণ তাপস অস্ত্রোপচারে সম্মত হলেন। জনৈকা ভক্ত মহিলা বললেন যে মহারাজের অপারেসানে দুর্গোৎসবের মত বৃহৎ আয়োজন হবে। মহারাজ উত্তরে বললেন, "কিন্তু এবারে সন্ধিক্ষণের পূজা—মা তখন চামুণ্ডা-রূপিণী—বলি হবে, রুধিরের প্লাবন বয়ে যাবে। আর মায় ঢাক-ঢাকী সব শুদ্ধই বিসর্জ্জনও তো হয়ে যেতে পারে!" আসন্ন অপারেসানের ব্যর্থতা, ধর্ম্মবিস্তারার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন এবং দেবোদ্দেশে প্রাণাহুতির কী সুস্পষ্ট চরম ইঙ্গিতই না দিয়েছিলেন মহারাজ!

অপারেসানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত মহারাজ সকল রকমের কর্ত্তব্য পালন করেছেন। পরপারের ডাক্ যাঁর আগে থেকেই কাণে পৌঁছেছে তিনি কেন কারো প্রাণে ক্ষোভ বা দুঃখ রেখে যাবেন? তাইতো অস্ত্রোপচারে এসেও করুণ-হৃদয় মহারাজ কলকাতার সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ পরম ভক্ত ডাক্তার এস্, কে, দাসকে ডেকে বললেন, "সন্তোষ! তুমিতো আমার জন্য অনেক কিছু কোরে আমাকে খুব ভালই রেখেছিলে। ঠাকুরের ইচ্ছা না হ'লে আমি কি অস্ত্রোপচারে সম্মত হতে পারি? তুমি ভক্তিমান, বুঝে ছাখো, সবই ঠাকুরের ইচ্ছায় সাধিত হতে যাচ্ছে।" শরণাগতি ও সেই সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তই না রেখে গেলেন মহারাজ!

দৈনন্দিন জীবনে এই বিরাট মহাপুরুষের সর্ব্বাবস্থাতেই শরণাগতির একটী ছোট্ট অথচ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়ে এইবার আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুধ্যান শেষ করি। চাক্ষুস দেখেছেন এমন ভাগ্যবানের তো কথাই নেই—শোনা মাত্রেই এইরূপ কাহিনী কি মানব মাত্রেরই মনে গভীর রেখাপাত করে না?

লোসনের (Lotion) পরিবর্ত্তে হরি মহারাজের চোখে এ্যাসিড দেওয়ায়, তাঁর সেই সময়ের উক্তি—'সবই মায়ের ইচ্ছা'—এ আমরা বইয়ে পড়ি। আর প্রেসিডেণ্ট মহারাজের সেক্রেটারী স্বামী চিৎসুখানন্দ (পরিতোষ মহারাজ) বলেন যে শিলংয়ে ইং ১৯৫৭ সালের মার্চ্চ মাসে একদিন ঠাণ্ডা জলের বালতির স্থলে ভুলক্রমে সেবক সন্থ ফুটন্ত জলের বালতিটী রাখেন। বাথরুমে ঢুকেই মহারাজ ঐ ফুটন্ত গরম জল পায়ে ঢেলেছেন—কিন্তু স্বভাবতঃ মানুষ মাত্রেই যে শব্দ করে থাকে সেই "উঃ" কাতরোক্তির পরিবর্ত্তে "সবই মায়ের ইচ্ছা" এই কথাটীই সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল বিশুদ্ধানন্দজীর শ্রীমুখে! এই সব লক্ষণ এবং ঘটনাইতো সপ্রমাণ করে যে কে তিনি?

বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের জীবনে প্রত্যক্ষদেখা যায় যে চিরদিনই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছার ওপর নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রসের খোলা "পাক্" পূর্ণ হলেইতো নামান চাই, তখন আর কাল-বিলম্ব করা চলে না। তাইতো তিনি স্ব-ইচ্ছায় মহাসমাধিযোগে ১লা আষাঢ় ১৩৬৯ শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে মিলিত হলেন! শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান—মায়ের দেওয়া কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে হাসতে হাসতে আবার মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোলেই ফিরে গেলেন। পুণ্য বারাণসীধাম ছেড়ে বেলুড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামিজীর মতোই মাত্র তিনটি মাস মহারাজ শরীর রেখেছিলেন—এই অদ্ভুত মিলটী লক্ষ্য করবার বিষয়।

কিন্তু তা'বলে মহারাজকে আমরা হারিয়েছি এই ভেবে দুঃখ করা উচিৎ নয়। তাঁকে নিত্য দর্শনের জন্য ভক্তদের ছোটাছুটি দেখে মহারাজের কোমল মাতৃ-হৃদয় বড়ই ব্যথিত হোত। সেজন্যই কি তিনি আমাদের ছুটী দিলেন? ভক্তবৎসল মহারাজ বিশেষ করে মহিলাদের "আজ কি ভাবে এলে" থেকে প্রশ্ন সুরু করতেন এবং যানবাহনে অত্যধিক ভিড়ের চাপে দুর্ভোগের কথা শুনে কষ্ট অনুভব করতেন। যে মহিলা একা এসেছেন তাঁর ফেরবার জন্য নানান উপায় চিন্তা করতেন। কারো মোটরে যদি সেদিন সুবিধা না থাকতো তিনি খুঁজেপেতে অন্ততঃ ঠিক সঙ্গী যোগাযোগ করে দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হতেন। শুধু অধ্যাত্মসম্পদই নয়, বাপ-মায়ের থেকেও ঢের বেশী স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি আমরা মহারাজের কাছে। চর্ম্মচোখে তাঁকে স্থুলশরীরে আমরা আর দেখতে পাই না। কিন্তু আশ্রিত ভক্তমাত্রেরই অন্তরে তিনিতো সূক্ষ্মভাবে সর্বদাই বিরাজ করছেন। "যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে" এইটী তিনিতো বহুবার আমাদের বুঝিয়ে গেছেন। সে কি বৃথায় যাবে? শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামিজীর আদর্শের যে প্রদীপ তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে জ্বালিয়ে দিয়েছেন সে তো কোনদিন ম্লান হতে পারে না। মহারাজের জীবন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশগুলির মধ্যে একটিও যদি জীবনে পালন করতে পারি সব অভীষ্টই আমাদের সিদ্ধ হয়ে যাবে।

চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতির পরিবর্তে খদ্যোতের আলোক বিকিরণ বর্ণনার মত বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের অমৃতময় উপদেশাবলীর অতি সামান্য অংশই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। একেতো তাঁর পূত সঙ্গলাভ অতি অল্পদিনই আমার ভাগ্যে ঘটেছে। তারপর সেই পুরুষোত্তমের অমূল্য কথাবার্ত্তার একটা মোটা অংশ আমার মাথার ওপর দিয়েই চলে গেছে—ভেতরে প্রবেশ করেনি। মাষ্টার, প্রফেসার কোন কিছু বলামাত্রেই যেমন স্কুল, কলেজের এক শ্রেণীর ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলার গৌরব অর্জ্জন করে ক্লাসের মধ্যে তাক্ লাগিয়ে দেয়—এখন মনে হয় যে আমিও যেন তেমনিই মহারাজের পদচ্ছায়ায় বসে থেকে সব বোঝার ভাণ করেছিলাম মাত্র। মনে মনে তখন ভেবেছিলাম যে মহারাজ এইসব (যেমন শক্তি ব্রহ্ম অভেদ, প্রতিবিম্ব সূর্য্য ইত্যাদি) বিষয়ে আবার দয়া করে যেদিন বলবেন, তখন খুব মন দিয়ে শুনে বুঝে নেবো। কিন্তু হায়! সেই সুযোগ আর ইহ-জীবনে আসবে কী?

এইজন্যই এই অনুধ্যানের মধ্যে মহারাজের শ্রীমুখে বারম্বার শোনা সত্ত্বেও আমি ভক্তি, সাধনা, উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক বিষয় কিছুই লিখতে সাহস করিনি! পাঠক আমাকে এজন্য ক্ষমা করবেন যে পুস্তিকাখানির দ্বিতীয় সংস্করণেও মহারাজের সম্পূর্ণ কথাবার্ত্তার সন্নিবেশ করে উঠতে পারিনি। তাঁর ইচ্ছা হলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়তো পরেও প্রকাশ পেতে পারে। তাঁর বিকাশের এই তো সবে সুরু—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রসারকল্পে এই মহাত্মার অবদানের কথা ক্রমশঃই সকলে জানবে।

আসুন, সেই দিব্য মহাপুরুষকে অনুধ্যান কোরে জীবন ধন্য করি—তাঁর অমোঘ আশীর্ব্বাদ-বাণী স্মরণ করি। তিনি তো বারবার বলেছেন—

"আমি তোমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেছি। তাঁদের আশীষ ও করুণা সতত তোমাদের শিরে অজস্রধারে বর্ষিত হোক্।"

ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।
ওঁ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

"লক্ষ্মীভিলা"
১০।৬০, দেশপ্রাণ শাসমল রোড,
কলিকাতা-৩৩
ইং ১-১০-৬৩।

ইতি—
শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ-পদাশ্রিত
দাস—
শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেন্ট)

স্মরণে

দ্বিতীয় ভাগ

"স্মৃতিপূজা"

শ্রীমতী উমা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুদেব পরমপূজ্য নাস্তিপূজ্য গুরুপর ॥

সর্ব্বদেব রুষ্টে রক্ষণে সমর্থ গুরু ;
ন সমর্থা গুরু রুষ্টে রক্ষণে সর্ব্বদেবতা।

গুরুমাতা গুরুভ্রাতা গুরু হি পরম পিতা ॥
শ্রীগুরুদেব প্রীতিমাপণ্যে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥

মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু জয় গুরু জয়।
গুরুদেব কল্পতরু জয় গুরু জয় ॥

ভব কর্ণধার গুরু জয় গুরু জয়।
পার কর গুরুদেব জয় গুরু জয় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

১। কাকে বলে উৎসর্গ আমি জানি না প্রভু! আমার অজান্তে তুমিই প্রথম যেদিন আমায় টেনে নিয়েছ সেইদিনই তো মনে মনে আমি উৎসর্গিতা হয়ে আছি!

২। আবার আনুষ্ঠানিকভাবে যেদিন আমাকে মনে প্রাণে উৎসর্গ করিয়ে নিয়েছ সেদিন থেকে আমার বলতে আর কিছুই নেই, কেবল তুমিই আছ। নিজেই উৎসর্গিতা আমি—কি আর আমার আছে উৎসর্গ করবার ?

৩। চোখের দুফোঁটা জল—তাও তো প্রভু তোমারই দান। তবে তোমার নূতন দান এই লেখাগুলি, যা তুমি দেহ-মন্দিরে থাকতে থাকতে আমি তোমার শ্রীচরণ-ছায়ায় বসে, আনন্দ করে পড়ে শোনাতে পারলাম না। আজ তুমি অন্তরে বিরাজ করে যেমন লেখাচ্ছ, কৃপা করে আবার তুমিই তা গ্রহণ কর।

তুমিই তো আমাকে চুবি ফেলে কাঁদবার আগেই কৃপা করে তুলে নিয়েছ।

তুমি না জানালে, তুমি না শেখালে, তুমি না বলালে বল কেবা বলে দেয় ?

তুমি যে আমার চিরকালের। তুমি অন্তর্য্যামী, তাই বাইরের কিছুই তুমি চাও না। অন্তরে কাঁদিয়ে তারপরে ১৩ই আষাঢ় ১৩৭০ শুভলগ্নে লেখাটী পরীক্ষার ছলে অন্তরে চিন্ময়মূর্ত্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয় হয়ে তুমি আমার অদর্শনের সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে তৃপ্ত করেছ। তোমার কৃপায় তোমাকে যে বুঝেছে, আমার অবস্থা কেবল সেই বুঝবে।

৪। পাতার পর পাতা তোমার কথা তুমিই আমাকে দিয়ে লেখালে। তোমার ভক্ত "আসামী" আমায় পীড়াপীড়ি করছে যে একটু উৎসর্গ আমাকে এখনও লিখতে হবে—তা হলেই বই ছাপার হরফে বেরুবে। কিন্তু তুমি তো বুঝছো—আমার বুকে কি অদর্শনের নিদারুণ জ্বালা—আমি যে আর পারছি না। তার চেয়ে তুমি যেমন সব কিছু বলে, সব বুঝিয়ে, আমার অশান্ত মনকে শান্ত করে বসিয়ে গেছ, তাই কর—তোমার শ্রীচরণছায়ায় যেন চুপ করে বসে থেকে অন্তিমের শুভমিলনের দিন গুণি।

৫। তোমার ইচ্ছায়, "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।" তুমি নিজে না বোঝালে কেউ বুঝবে না তোমার সেই দিব্য ইসারা, যা আমাকে প্রথম দিনেই কৃপা করে সযত্নে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়ে দিয়েছ—"আমি তোমার, তুমি আমার একমাত্র স্থিতি এবং গতি।"

৬। তোমারই ইচ্ছায় আমি আজও এই খোলের মধ্যে আছি। কিন্তু কতক্ষণ আছি তা কেবল তুমিই জান, কারণ আমি যে কেবল তোমার—আর কারুর নয়, তাই অন্যে বা আমিই বা কি করে জানবো কতক্ষণ আছি। কেবল কৃপা করে, আমার দিনের মালিক, আমায় ধরা দাও, বুঝে নাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার সংসার। আগে ইষ্ট তুমি, সেইটী আমার—পরে সংসার সেইটী তোমার। তোমারই কথা—"ইষ্ট তুষ্টে জগৎ তুষ্ট"। "কুরু কৃপয়া ভবসাগর পারং" আমি কেবল এই বলে বলবতী।

৭। কেবল আমার জীবন ধন্য কর—খালি করে ভরার আনন্দে। মোর সকল সন্দ ঘুচে গেল। শূন্যে শূন্য মিলাইল॥ মোর জীবনের যত হিসাব। তব একটী কথায় মিলাইল॥

৮। "তত্ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" কৃপা করে তোমারই সব তুমি নাও। বহু বাঞ্ছিত শ্রীপাদুখানিতে আমার যথারীতিতে প্রণাম নাও যেমন এত দিন নিয়েছ।

ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিতা

"ছিটগ্রস্তা আদুরী"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুখবন্ধ

আমি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের আশ্রিতা এক লেখাপড়া না-জানা মেয়ে। ৺কাশীতে গিয়েছি—সেখানে শ্রীমতী তপতী নামে এক ভক্ত-মহিলা মহারাজ বিকেলের সভাতে যা যা বলতেন তিনি সেগুলি মাঝে মাঝে লিখে রাখতেন। সেদিন উক্ত মহিলা আগের দিনের যে ভাষণগুলি লিখেছিলেন তা মহারাজকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম ও ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম, তা দেখে করুণহৃদয় মহারাজ বলেছিলেন, "উমা আমার এ রসে বঞ্চিত।" বলেই আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে থেকে আবার বলেছিলেন, "তা হোক, তুমি তো পড়তে পার, আর সব কিছু চট্ করে ধরতে পার বা স্মরণ থাকে, তাই যথেষ্ট।"

আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে—মহারাজ তিন বৎসর আগে আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে থেকে দুঃখ করে বলেছিলেন,—"উমা আমার এ রসে বঞ্চিত"। আজ তাঁর অমূল্য আশীর্ব্বাদগুলি বা আদর করে কত কথা বা ছোটখাটো ঘটনাগুলি তাঁরই আশীর্ব্বাদে মনে পড়ে হাতের মধ্যে লেখার অক্ষরে বেরিয়ে আসছে। এই অনুধ্যানগুলি আগাগোড়া তাঁরই রাশ ঠেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া, না হলে আমার সাধ্য কী? আমি এতে নিজেই নূতন করে মহারাজের বিশেষ কৃপার পরশ পাচ্ছি। আমি বেশ জানি তাঁর শিক্ষিত ছেলেমেয়ে অনেকে আছেন, আমার মত হয়ত কেবল একা আমিই আছি।

আজ হতে তিন বৎসর আগে ৺কাশীতে মহারাজ আমাকে বিশেষ আশীর্ব্বাদে লিখতে শেখালেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে আপনারা দয়া কোরে বিশ্বাস করুন, আমি আমার লেখাটি মহারাজকেই শোনাচ্ছি। আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনাদের মধ্যে থেকে তিনিই শুনছেন। এর মধ্যে অনেক কিছু হয়তো খুব হাল্কা মনে হবে,—তা তো হবেই, কারণ আমার দ্বারা আর কি হতে পারে—তাঁর কৃপা ছাড়া? তবে মহারাজের কথাগুলি নিশ্চয় সকলেরই খুব ভাল লাগবে, কারণ "মদগুরু জগৎগুরু, চাঁদা মামা সকলেরই মামা" এটাও বলে রাখি। আমাদের মহারাজ ছিলেন যেন সমুদ্র, তাই তাঁর ঢেউ সকলেই এক এক ভাবে পেয়েছি, নয় কী?

সকলেই মনে করে থাকি তিনি আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্ণিত চিনির পাহাড়ের কাছে পিঁপড়ের আনন্দের কথা মতই আমি একটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদে পিঁপড়ে। আমিও মনে করেছি হয়তো আমি সবটাই নিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আজ বুঝেছি ডেঁয়ো পিঁপড়েরা (অর্থাৎ মহারাজের অগাধ লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে বহু আছেন)—তাঁরা না জানি ঐ আকাশ-প্রমাণ চিনির পাহাড় থেকে কতই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিনি ঘরে তুলেছেন। আমি অতি মূর্খ, সামান্য ক্ষুদে পিঁপড়ে—আমার যথাসাধ্য সংগ্রহগুলি ভক্ত ও সুধী সমাজে বিলিয়ে দিলাম। চিরকাম্য ৺হরির লুটেরই মত ছড়িয়ে দিলাম। প্রার্থনা করছি যে ৺হরিকে স্মরণ করেই আপনারা সকলে শ্রদ্ধাভরে তুলে নেবেন আমার সামান্য এই স্মৃতির পরশ মাখানো চিনির দানাগুলি।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজকে আমার শ্রদ্ধাভক্তি, প্রেম ও প্রীতিতে কোটী কোটী প্রণাম জানাই। আপনারা সকলেই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিনীত নিবেদন

ইতি—

৺কাশীতে মহারাজের

ভক্তদের রাখা নাম

"মহারাজের আদুরী" উমা

"লক্ষ্মী ভিলা"

১০।৬০ দেশপ্রাণ শাসমল রোড

কলিকাতা—৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম শুভ যোগাযোগ

বহু জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যের ফলে ইষ্ট গুরুরূপে ডাক দিয়ে, নিজ হ'তে ধরা দিলেন। ঠিক যেন হঠাৎ এক অজানা, অচেনা ভিখারিণী এলো তার বহু পুণ্যের ফলে দাতারূপী মালিকের কাছে। কিছু চাইবার তার ছিল না—"সবই অসার" বোধ-টুকু তখন সবেমাত্র তার পুঁজি হতে আরম্ভ হয়েছে। তাই **"চাওয়া মানেই কেবল জ্বালা"** এই বোধটুকুই তাকে "চাওয়া-পাওয়ার" থেকে সাবধানে থাকতে সাহায্য করতো। সেই শুভ সময়ের মধ্যে কোন এক দিনের শুভলগ্নে এল তাঁর "চিরমুক্তির ডাক" চির আপন জনের কাছ থেকে।

শুভ যোগাযোগ ঘটে গেল—তৎক্ষণে জমাট বাঁধা অন্ধকার দূর হল। উপলক্ষ-রূপিণী আমার চিরস্মরণীয়া মাদ্রাজী ভগিনী শ্রীমতি প্রেমা। ঈশ্বরের লীলা কত প্রকট হয়ে ধরা দিল। কারণ ঐ মাদ্রাজী ভগিনী আমার বাড়ীর ভাড়াটের কাছে এসেছিলেন, এবং তাঁরই প্রয়োজন ছিল আমার ইষ্টগুরুর কাছে। অথচ আমি এক অচেনা, প্রয়োজন-বোধ-হীনা, ভিখারিণী হয়েও তাঁর কাছে গিয়ে পড়লাম। লীলার এমনি মাহাত্ম্য যে তিনি না বোঝালে কে বোঝাবে?

ঐ মহিলা অনেক দিনের চেষ্টার ফলে বাঙ্গালোর মঠের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের পত্র নিয়ে আমার মহারাজের কাছে এসেছিলেন দীক্ষার জন্য। তাঁর কিন্তু দীক্ষার সময় হয়নি বলে পত্র দিয়ে তাঁকে মহারাজ ফেরৎ দিলেন। আর আমি বেলুড় মঠ চেনাতে কেবল তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। মঠে মাঝে মাঝে যেতাম। কিন্তু কোন মহারাজকে চিনতাম না, বা মঠের কি নিয়ম, বা মঠের কোন মহারাজের সঙ্গে একদিনও কথা বলার প্রয়োজন হয়নি, তাই তখন কাউকেই চিনতাম না। তখন মন্দিরগুলি ছাড়া সবই ছিল আমার কাছে একেবারেই অজানা, অচেনা।

সংসারে যে যে দিন ভীষণ চোট পেতাম সেই সেই দিন মঠে একা গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীমায়ের মন্দিরে কেবল মুখ বুজে বসে থেকে আবার বাড়ী ফিরে যেতাম। 'কথামৃত' কি জিনিষ—বই কি—চরণামৃতর মত, না আর কিছু, তাও জানতাম না। আমার বাপের বাড়ী এবং শ্বশুর বাড়ী দুপক্ষের কোন পক্ষেই কেউ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ভাবিত ছিলেন না। তাই মঠ তখন আমার কাছে আরও অজানা ছিল। তাই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা "তাঁর কৃপা হ'লে হাজার বৎসরের আঁধার এক মুহূর্ত্তে চলে যায়, হাজার বৎসর লাগে না।" তাই একেবারেই অজানা ভিখারিণী আমি—বেলুড়ের কাউকে চিনি না—অথচ তাঁর কৃপার বাতাস পালে লেগে হুহু হুহু করে আমার জীবনতরী এতদিনে অনুকূল বায়ে আমার ইষ্টের সন্ধানে আপনিই ভেসে চলেছে। তখন তার গতি আটকাবার ক্ষমতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারুর নেই, কোন প্রলোভনের বা রিপুর অসাধ্য—তার গতি রোধ করা। যেমন বাঘেই ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে দেয়, তার মাকে তাকে ঘুম থেকে তুলতে হয় না।

আমি বেলুড় মঠের আফিস্ দেখে প্রথমেই যাঁর কাছে গেলাম—পরে জানলাম তিনিই ভরত মহারাজ (স্বামী অভয়ানন্দ)। তাঁকে পত্র দেখাতে তিনি আমাকে বললেন, "তোমার কি দরকার?" আমি বললাম "কিছু না; কেবল একে পথ চিনিয়ে এনেছি, আমার জন্য আসিনি।" তখন তিনি আমার দিকে খুব কড়াভাবে—কেন জানিনা—তাকিয়ে থেকে বললেন, "এতটা এনেছ—একে ভাইস প্রেসিডেণ্টের কাছে নিয়ে যাও। তাঁর চিঠি তাঁকে দাও।" আমি জানালাম, "আমি কাউকে চিনি না।" তিনি বললেন, "তুমিও কি আজ প্রথম এলে?" আমি "মাঝে মাঝে আসি" বললাম, "আর কাউকে চিনি না" আবার বল্লাম। আমার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে ভরত মহারাজ বললেন, "আমি লোক সঙ্গে দিচ্ছি—তুমিও তাঁর কাছে যাও।" আমি আবার ভরত মহারাজকে প্রণাম করে অজানা ইষ্টের পথে পা বাড়ালাম। এই ঘটনাটি আজও আমার মনে হলেই ভরত মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে কারণ তিনিই আমার ইষ্টের দিশারী।

বেশ মনে পড়ে আমি উপরে গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই; অথচ কাণ জুড়ান, প্রাণ মাতানো, মধুর স্বর—যেন কত চেনা;—ঠিক যেন মায়ের গলার স্বর যেমন তার সন্তানের কাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত শব্দ ভেদ করে পৌঁছায়, আর তার মায়ের স্নেহের পরশ শতদূর হ'লেও তখুনি তার সন্তানের মনের সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেয়—আমি বাইরে দাঁড়িয়ে মহারাজের গলার স্বরে সেই স্নেহের পরশ পেতে লাগলাম। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আর কি যে ভাবছিলাম তা আমি নিজেই সবটা জান্‌তে বা বুঝতে পারছিলাম না। তবে দাঁড়াতে আর পারছিলাম না। এ যেন কতদিন, কত বৎসর বা কত যুগ পরে বিবাহিতা মেয়ে তার দুটি ছেলেকে হারিয়ে অশান্ত হৃদয়ে আজ কোন রকমে তার মার কোলে জুড়ুতে ফিরে এসেছে। কোলের ছেলেটি মারা যেতে তখন প্রথমটির জন্যও নূতন কোরে আবার শোক উথলে উঠেছে। অথচ মায়ের সংসারের নূতন লোক তাকে চেনে না; তাই তাকে তার মায়েরই ঘরের দোর গোড়ায় কঠোরভাবে চৌকাঠের বাইরে আট্‌কে রেখে মাকে খবর দিচ্ছে, "একজন আপনার দর্শনপ্রার্থী।"

তিনি কিন্তু অস্থির হ'য়ে তাকে বলছেন, "আমি আরও একটা গলার স্বর পেলাম—তাকে ডেকে দাও।" তাতেও সেবক জানালেন, "ওঁর দরকার নেই।" আমার মা-ইতো জানেন কি নিদারুণ ব্যথা তাঁর এই মেয়ের বুকে। তাই ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠে একটু জোরেই বললেন, "আগে তাকে পাঠিয়ে দাও।" স্বয়ং তাঁর ডাকে তখন সেবক পরিতোষ মহারাজ আমাকে ভেতরে যেতে দিলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি তখনি কত ব্যস্ত হয়ে—যেন আমিই রাগ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কাছে এতদিন ইচ্ছা করে আসিনি, আজ আর না থাকতে পেরে এসেছি তাই "এসো এসো" বলে ডাকছেন। কিন্তু আমি কি করে এগুবো? সে যে মনে হলো মাটিতেই সূর্য্যোদয়, কিম্বা বিস্তারিত অগ্নিশিখা যা দেখা মাত্রেই গঙ্গাস্নানের তৃপ্তি ও পবিত্রতা বোধ হয়। আমারও তাই হোল। পা চল্‌ছে না, চোখের পাতা পড়ছে না; যা দেখেছিলাম তাতে মনে হোল—ঈশ্বরকে কি সত্যই দেখা যায়? তাঁর কাছে যাওয়া যায়? কথা কওয়া যায়?

আমার অন্তরের এই প্রশ্নের জবাব দুচারবার তাঁর কাছে যেতে তিনি নিজেই পরে দিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে এক অচেনা ভিখারিণীর মতই গিয়েছিলাম, অথচ কি চাই জানতে চাওয়াতে বলেছিলাম, "কিছু না"। দপ করে জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি দর্শনে ভিখারিণীর সকল বিষাদ, আঁধার ঐ মুহূর্ত্তে কেটে গিয়ে যেন মধ্যাহ্নেই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যোদয় হলো। কি সে ছটা। কি সে রূপ! কি সে দর্শন! তা লেখা যাচ্ছে বা চির আঁধারাচ্ছন্ন চোখ দুটো যে ঐ জ্যোতির ছটা সহ্য করতে পেরেছিল তাও কেবল শক্তিময়ের ইচ্ছায় এবং তাঁরই আশীর্ব্বাদে সহ্য করতে পেরে ভিখারিণী হোল তাঁর চির আদরিণী।

আমার হিসাবে আমিই যে সেদিনের শেষ ভিখারিণী। তাকে ভিক্ষা দিতে গিয়ে দাতার চোখে এল জল। কারণ বাহিরের দেওয়ার কিছুই নেই, সবই ফুরিয়ে গেছে, ঝুলি প্রায় খালি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই দাতা ঝুলিটি ভিখারিণীর আঁচলে ঝেড়ে ঝুড়ে দিয়ে তৃপ্ত না হয়ে, তার সঙ্গে অমূল্যধন স্নেহের পরশে তার হৃদিভাণ্ড পরিপূর্ণ করে দিলেন। বেশ মনে আছে—কি নাম, কত বয়স, কতদিন বিয়ে হয়েছে, কতদূর লেখাপড়া, কটি ছেলেমেয়ে, আমার বয়স শুনে এবং ছেলেমেয়ে কটি শুনে মহারাজ প্রথম দিনই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন "তোমার তো দফা সারাই।" বলেই সস্নেহে চেয়ে থেকে বললেন—সংসারে কে কে আছে, উপাধি কি ছিল বা হয়েছে,—আরও কত কথা একটি একটি করে প্রায় ২ ঘণ্টার বেশী কাছে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছুই জেনে নিলেন। তারপর অনেক বেলা হয়ে গেছে বলে, আবার অন্যদিন আসতে বল্‌লেন এবং আমাদের তুজন ভগ্নিকে মঠেই প্রসাদ পেয়ে বাড়ীতে যেতে বললেন।

আমি আবার ঠিক তুদিন পরেই গেলাম। আজও অনেক কথাবার্ত্তা হলো। তারপর বেশ মনে পড়ছে চারদিন পরে ঐ মাদ্রাজী বোনটি তার দেশে ফিরে গিয়ে মহারাজকে তুঃখ করে এক মস্ত বড় পত্র দিয়েছিল। আমি মহারাজের কাছে যেতে আমাকে মহারাজ বললেন, "আজ তোমার সেই মাদ্রাজী বোন প্রেমার মস্ত বড় চিঠি এসেছে। মেয়েটির এখনও দীক্ষার সময় হয়নি। তাই তাকে ফেরৎ দিয়েছি।" আর আমাকে বললেন, "তুমি তো প্রায়ই আমার কাছে আসছো। কেন আস? তোমার কি কিছু বলবার আছে?" আমি স্পষ্টই বলেছিলাম, "না আমার কিছুই বলবার নেই, এমনিই আসি।" তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন "ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে আছে, রান্নাও তোমাকেই করতে হয়, আর টালিগঞ্জ থেকে এতদূরে প্রায়ইতো আসছো, কিছু কারণ তো থাকতে পারে? কি কারণ আমাকে বল। তোমার স্বভাবটী দেখছি ঠিক বেড়ালের মত। থাকে সে চুপ করে, চোখ বুজে, যেন তার কিছুই চাই না। অথচ পাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিনিস মাছের মাথাটাই তার একমাত্র লক্ষ্য।"

আমি তবুও বলেছিলাম, "আপনাকে খুব ভাল লাগে, তাই আপনার কাছে আসি।" করুণ হৃদয় মহারাজ বলেছিলেন, "তা বেশ, তবু যদি কিছু বলার থাকে আমাকে বল। তুমি তো একা একা আস। তোমার স্বামীকে তো কোনদিন দেখিনি, সে আসে না?" আমি বললাম, "তিনি অফিস করেন তাই সময় পান না।" শুনে একটু হাসলেন, হেসে বললেন, "তবে রবিবারেই তাকে এনো।" বেশ মনে পড়ে তার চারদিন পরে আমার স্বামীও আমার সঙ্গে মহারাজের কাছে প্রথম গিয়েছিলেন। ঐ মাদ্রাজী ভগ্নী ইতিমধ্যে মহারাজকে আর একখানি খুব বড় চিঠি লিখেছিল, আমার স্বামীকে মহারাজ সেই চিঠিখানি দিয়ে বললেন, "করালী, তুমি এই রকম একটা জবাব আমার হয়ে ওকে দেবে। আর বুঝিয়ে লিখবে আমাকে একটু ছোট করে চিঠি দিতে—অতবড় চিঠি যেন আর না লেখে।"

আমি আবার তার পরদিনই খুব ভোরে একাই তাঁর কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাজির হয়েছি। তখনও মঠের বড় গেট খোলা হয়নি। তারই ছোট অংশটি মাত্র খোলা ছিল। তখন কেবলমাত্র মন্দিরগুলিতে মহারাজরা জপ, ধ্যান করছেন। বাইরের ভক্ত কেউই নেই, আমিই মাত্র এসেছি। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে শ্রীমাকে প্রণাম করে সোজা তাঁর কাছে গেছি।

আমাকে প্রথমেই বললেন, "তুমি এত গহণা পরে এই ভোরে কেন এসেছ? তোমার স্বামী তোমাকে এত ভোরে এত গহণা পরে একা আস্‌তে বারণ করেনি? না তুমি তার অবাধ্য, না গহণা দেখাতে বা পরতে ভালবাস? কোনটা বল?" আমি শুনে কেঁদে ফেলে বলেছিলাম, "আমি গহণা পরতে ভালবাসি না। গতকাল রাত্রে এক বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে অনেক রাত্রে ফিরেছিলাম। তাই গহণা খোলার আর সময় পাইনি। তারপর রাত্রে আপনার কথা খুব মনে হতে লাগলো—তাই আর ভাল ঘুম হয়নি। ভোরেই আমি তাঁকে বেলুড় মঠে যেতে ইচ্ছে করছে বলাতেই—বললেন, "বেশ, যাও"। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলুম। বড় বাজারের কাছে যখন বাস এসেছে, তখন আমার খেয়াল হ'ল গায়ে গহণা রয়েছে—কিন্তু তখন আর ফিরে যাব কি করে? তাই চলেই এলাম। আর কোনদিন অতো গহণা পরবো না বললাম। আমাকে কত বিপদের কথা বলে মহারাজ সেদিন বললেন, "গেরুয়া-পরা লোক দেখেও ভুল না। কারণ লোভ ভীষণ জিনিস, তাতে প্রাণের ভয়ও আছে। তাই পথে-ঘাটে সাবধানে থাকতে হয়। আর শ্রীমাকে দেখ—মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজোড়া মোটা বালা পরে আছেন। গহণাটাই পরিচয় নয়, পরিচয় মানুষের স্বভাবের। তাতেই তাকে চির পরিচিত করে রাখে।" এইভাবে কতই উপদেশ আমাকে দিলেন। আমি তারপরই প্রায় সমস্ত গহণাগুলি আমার মেজ মেয়ে মীনাক্ষীর বিয়েতে গালিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আবার ৺কাশীতে যখন বিয়ের আগে মীনাক্ষীকে নিয়ে আশীর্ব্বাদ আনতে গিয়েছি আমার হাতে মাত্র একগাছা করে চুড়ি দেখে তাতেও বকে বলেছিলেন, "করালী, শীঘ্র মীনাক্ষীর বিয়ের আগেই তুমি উমাকে শ্রীমায়ের হাতে যেমন মোটা বালা আছে ঠিক সেই রকম বালা করিয়ে দিয়ে আমাকে জানাবে।" আমিও মীনাক্ষীর বিয়ের আগেই মহারাজের আদেশে করিয়ে দেওয়া তাঁর আশীর্ব্বাদী খুব মোটা বালা পরেছিলাম এবং আজও সেই আশীর্ব্বাদী বালাই পরে আছি।

ঐ দিনই কৃপা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি 'কথামৃত', ঠাকুরের বই পড়েছ ?" আমি পড়িনি বলাতে বললেন, "আজই কিনে নিয়ে যাও।" আমি এক খণ্ড কিনে তখনই মহারাজের কাছে এনে দেখালাম। "পাঁচ খণ্ড কেন কিনলে না ?" "আমার সঙ্গে আর টাকা নেই" বলাতে তখনই তিনি ব্রহ্মচারী মিহির মহারাজকে বললেন, "আমার নাম করে বাকি চার খণ্ড এক-সঙ্গে নিয়ে এসো।" আমি তাতে আপত্তি করে বলেছিলাম, "আমার স্বামী ধার করা মোটেই পছন্দ করেন না।" তাতে খুব সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ বললেন, "বেশ ভাল কথা। এটি খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল। তুমি এরপর যেদিন আসবে টাকা এনে বাকিগুলো কিনে নিয়ে যেও।"

"আমি আবার ৬।৭ দিন পরে গিয়ে মাত্র ২ খণ্ড বই আনলাম। তাতে বললেন, "কেবল ২ খণ্ড কেন আনলে?" আমি বললাম, "আবার বই কিনতে আসবো, আর আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবো।" তাতে খুব হাসলেন। হেসেই বললেন, "তুমি তো প্রায়ই আসছো, কেউতো তোমায় বাধা কোন দিন দেয়নি, তবুও পাটোয়ারী বুদ্ধি করছো? তা বেশ, তাই কর।"

তারপর বেশ মনে পড়ে—আবার একদিন খুব সকালেই গেছি। সেদিন সাংসারিক অশান্তির কথা কিছু কিছু শুনলেন। তারপর অনেক কথা নিজেও জেনে নিলেন। আমি ঐদিন বড়ই মানসিক অশান্তিতে ছিলাম। তাই করুণ-হৃদয় মহারাজ আমাকে মন্ত্র হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, "হয়নি", শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপরই আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, "আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। তুমি রোজ কথামৃত পড়বে—কথামৃততেই ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজী বা ঈশ্বর সম্বন্ধে সব কিছু বুঝতে পারবে। মন দিয়ে কথামৃত পড়বে, তাকেও পড়তে বলবে, আর আমার কাছে আসতে বলবে, তাকেও মন্ত্র দেব। বইগুলি তোমরা দুজনে পড়বে। আমি কিন্তু প্রশ্ন করে দীক্ষা দিয়ে থাকি। দেখছো তো কতজনকে আমি ফেরৎ দিয়ে দিই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তো সেই দিনই বাড়ীতে কথামৃত পড়তে আরম্ভ করলাম। আমার স্বামীও বাড়ীতে পড়বার সময় কম বলে এক খণ্ড করে অফিসে নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন। আমরা তারপর থেকে প্রায় রোজই মহারাজের কাছে যেতাম। বেশ মনে পড়ে কথামৃত কেনার দেড় মাসের মধ্যেই মহারাজ রাঁচী থেকে আমাদের শুভ ডাক দিলেন। অথচ কথামৃত মাত্র আড়াই খণ্ড পড়েছি, কারণ সংসারে তখন একের পর এক ঝড় বয়েই চলেছে। আমাদের ডাক আসতে মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে প্রার্থনা করলাম, "আমি যে মা তোমার মূর্খ মেয়ে। তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে, তবে তোমার ইচ্ছাতে কিনা সম্ভব হয়? অন্ততঃ আমাকে দীক্ষার সময় ভয়শূন্য করে রেখো।"

আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, যে দীক্ষার সময় ঐ প্রশ্নের কথা আমার মনেও পড়েনি। মহারাজ যখন দীক্ষার পরে দিব্য জ্যোতিতে জগৎ আলো করে বসে জগৎগুরুর পূজা কৃপা করে সকলের গ্রহণ করছিলেন তখন বেশ মনে পড়ে আমার আগে মাত্র এক-জন গুরুভগ্নি গুরুপূজা করে উঠলেন। পরিতোষ মহারাজ থালায় ফুল-চন্দন নিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক জনকে ডাকছেন। তিনি দ্বিতীয়ার স্থান আমাকে দিলেন। আমি যেই দুটী পদ্মফুল তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দিতে যাচ্ছি তখন আমার শ্রীগুরু মহারাজ বলে উঠলেন, "উমা! আমার প্রশ্নের উত্তর এবারে দাও।" আমি তো আগেই আনন্দে চোখের জলে ভাসছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ বললেন, "আমি বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করবো না, একটাই প্রশ্নের উত্তর দাও। তবে ঠিক বই থেকে তুলে দিও না। তুমি যা বুঝেছ তা আমাকে বুঝিয়ে দাও।" মহারাজ প্রশ্ন করলেন, "ব্রহ্ম—আর—শক্তি কি জিনিস, আর তার স্বরূপ কি আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও।"

কি আশ্চর্য্য ! আমি ঐ জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আপনহারা হয়ে গিয়ে বলেছিলাম, "শক্তি ব্রহ্ম অভেদ।" "ব্রহ্মের ইচ্ছায় শক্তির লীলা প্রকাশ হয়। যেমন সাপ ঘুমন্ত, তখন ব্রহ্ম স্থির—আবার জাগ্রত, তখন চঞ্চল, তিনিই শক্তি। সাপ এবং তার তির্য্যক গতি। যেমন, জল স্থির ও জলে ঢেউ। আসলে ব্রহ্ম এক, তাঁরই বহু প্রকাশ। এই জগৎই ব্রহ্ম—তাঁর সৃষ্টিই বহুরূপে শক্তি। আবার তাঁতেই লয়, তখন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, ব্রহ্মেই শক্তির উৎপত্তি, স্থিতি ও শেষে লয়। তখন শিব যোগ-নিদ্রায়—ব্রহ্ম স্থির।" শুনে আমার মহারাজ খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন, "তোমার হবে, এখন শান্তি পেয়েছ তো।" আমি জল ভরা চোখে মাথা নেড়ে সাড়া দিলাম।

দীক্ষার দিন রাঁচীতে যেতেই আমাকে দেখেই মহারাজ বুঝেছিলেন আমার শরীর খারাপ। আমার স্বামীর কাছে খোঁজ করে জেনেছিলেন যে, দুদিন হ'ল আমার একটু পেট খারাপ যাচ্ছে। তাই দীক্ষার পরই যেই ফল প্রসাদ পেতে বসেছি এবং একটি ফলের কুচি সবে মুখে তুলতে যাচ্ছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক সেই সময় সেবক ব্রহ্মচারী মহারাজ ছুটে এসে আমার সামনের ফলের পাতাটি টেনে নিয়ে একটি প্লেটে একটু খানি সন্দেশ ও বড় পাথরের গ্লাসে লেবু দিয়ে মিছরির সরবৎ দিয়ে বলেছিলেন আমি যেন আশ্রমের কোন জিনিস না খাই। চা ও যেন না খাই। শীঘ্রই অন্ন প্রসাদ মহারাজের সঙ্গে আমি তাঁর কুকারেই সেদিন পাব। বেশ মনে পড়ে এই কথাগুলি মিহির মহারাজকে দিয়ে গুরু মহারাজ আমাকে বলে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরাজী ১৭-৯-৫৯ বৃহস্পতিবার আমাদের রাঁচীতে দীক্ষা হোল। মহারাজের আমার প্রতি এতই কৃপা যে যত দিন আমরা তাঁর কাছে ছিলাম, তুটি বেলা মায়ের মত খোঁজ করতেন—কেমন আছি বা কি খেয়েছি। হোটেলে খেতাম বলে তাঁর কতই চিন্তা। বলতেন, "উমা! পেটে একটু খিদে রেখে খেও, তাহলে নিশ্চয় হজম হবে। তোমরা তো অনেকদিন হলো এসেছ। সংসার, ছেলেমেয়েদের কি ভুলে গেলে? অনেকে দীক্ষা নিয়েই ঘড়ি দেখে ও ছুটোছুটি করে ট্রেণ ধরে। তারপর হয়তো আর দেখাই হয় না। এতে করে উভয়ে উভয়ের মুখও ভুলে যায়। গুরুসঙ্গে বাস করে অন্ততঃ তু'একদিন উপদেশ লাভ করে যাওয়া উচিত।"

রাঁচী থেকে দীক্ষার চিঠি যখন পেয়েছিলাম, আমরা ভরত মহারাজের কাছে গিয়ে শ্রীগুরু মহারাজ কি কি পছন্দ করেন দয়া করে বলুন বলায়, তিনি আমাদের মহারাজের প্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়েকটি জিনিস নিয়ে যেতে বলেছিলেন। আমাদের সঙ্গে দীক্ষার জিনিস ছাড়া ঐ সকল বাড়তি অথচ তাঁর একান্ত প্রিয় নিসগুলি দেখেই হেসে ফেলে বলেছিলেন, "এগুলো আবার কে বলে দিলে? একি দীক্ষার জিনিস যে এনেছ? কি গো?" এই বলে আমাদের দিকে সস্নেহে চেয়ে রইলেন। আমরা জানালাম যে ভরত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলে দিয়েছেন। মহারাজ শুনে আবার হেসে বললেন, "ও হচ্ছে বেলুড় মঠের মা। ঐ চেয়ারটীতে বসে গেট থেকে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে—ওর কাছে কিছু ফাঁকি যাবার যো নেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে শ্রীগুরু মহারাজ

সহজেই মনে পড়ে আমরা মীনাক্ষীকে নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছি। মহারাজ সংসারের কথা, মীনাক্ষীর পড়ার কথা, আরও দুএক কথার পর, কাকে যেন লক্ষ্য করে বললেন, "নিষ্ঠা, ভালবাসা, বিশ্বাস কোনটাই নেই। হবে কি করে? তোমাদের প্রায়ইতো ঠাকুরের কথা বলে থাকি—'জাবে একটু খোল মিশিয়ে দাও'। খোল মানে নিষ্ঠা, প্রীতি। ঐটির অভাবে তোমাদের সব ছারেখারে যায়। যাকে ভালই বাসলে না, তাকে নিষ্ঠা, প্রীতি করবে কি করে? আগে ভালবাস। তোমরা যাকে ভালবাস তাতে জ্বালা আছে, তাইতো দেখ জ্বলে পুড়ে মরতে হচ্ছে। আগে নিজের জনকে জান, তাঁকে ভালবাস।"

"আমার একদিনের ঘটনা তোমরা মন দিয়ে শোন। আমি রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দর) সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম; তাঁর সেবা করতাম বা সব কিছুই করতাম। তাঁর সঙ্গে একবার কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "রান্না করতে হতে পারে, পারবি তো?" আমি তাঁর সঙ্গে একাই যাচ্ছি, তাই জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তার আগে সখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No.......

করেও কোনদিন রাঁধিনি। কিন্তু তাঁর ঐ আদর করে "পারবি তো" বলায় আমি কিছু না ভেবেই বলেছিলাম—পারবো। যা হোক করে নিষ্ঠার সঙ্গে রান্না করতে করতে ক্রমে ক্রমে একটু পারতাম। তখন বেশ মনে পড়ে আমার মাথায় সব সময় রান্নাই চেপে থাকতো—কি করে রান্না ভাল হবে? আর আজ কি রান্না করলে মহারাজ খেয়ে ভাল বলবেন বা সেই রান্না যেন ভাল হয় কেবল এই প্রার্থনাই ঠাকুরের ও মায়ের কাছে দিনরাত করতাম। অন্য চিন্তা মাথায় আসতো না। ঠাকুরকে ও মাকে সব সময়ে কায়-মনে জানিয়েছি যেন তোমাদের আদরের ছেলের আমার দ্বারা কোন অযত্ন না হয় বা তিনি বিরক্ত না হন।"

"একদিন তাঁর সঙ্গে কোন কর্ম্ম উপলক্ষে বাইরে গিয়ে ফিরতে আমাদের খুব বেলা হয়েছিল। তাঁর খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তবে আমরা ফিরেছিলাম। আমিতো সেখানেই ছটফট করছিলাম, তাঁর খিদে পেয়েছে মনে করে। কেবল কেবল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম, কারণ ঠাকুর নিজে বলেছেন, "রাখালের গাল টিপলে দুধ বেরোয়।" তাঁর মুখটি শুক্‌নো হয়ে গেছে, তাই আমি প্রাণে অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি, অথচ মহারাজকে ফেলে বা তাড়া দিয়ে নিয়ে যেতেও পারছিনা। কারণ ঐদিনের কাজটি ছিল খুব জটিল।"

"যাক্ অনেক বেলায় কাজ মিটে যেতে বাড়ী ফিরেই রান্না চাপিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বল্লেন, "নিজের মুখটিতো দেখতে পাচ্ছিস না, আমার চেয়েও শুকিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছে।" তিনি আমার অন্তরের কথা ধরে ফেলেছেন দেখে আমি লজ্জা পেলাম। তাঁকে তেল মাখিয়ে, স্নান করিয়ে তাড়াতাড়ি একটা পাতলা তরকারি গোছের করেছিলাম। আর কাঁচাকলা ভাতে দিয়েছিলাম। সেগুলি গুছিয়ে তাঁকে খেতে দিয়ে আমি তাঁর গরম ভাতে হাত পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছি—খুব জোরে জোরে, অথচ আমার খেয়ালই নেই যে, মাথার উপর ইলেকট্রিকের বড় পাখা ঘুরছিল। আমি তাঁর গরম ভাতে বাতাস করছি, আর তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি। আমার তখন কেবল মনে হচ্ছিল, ঠাকুরের ও মায়ের আজ খুব কষ্ট হচ্ছে—তাঁদের কত আদরের ছেলের অসময়ে খাওয়ার জন্য। আমি খুব জোরে জোরে বাতাস করছিলাম—ভাত যাতে শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়। আর তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম, হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আমার হাত থেকে পাখাটী নিয়ে বললেন, "ওরে, তোর যখন আমার জন্য ভাত রাঁধার ইচ্ছে হয়েছিল তখনিতো আমি ভাত খেয়েছিলাম। তুই রাঁধলি তাই আবার খেলাম। আমার সামনে তুই চট করে খেতে বোস্। তোর কি দেরী হচ্ছে না?"

তাঁর সামনে আমিও খেতে বস্‌লাম। তিনি ব্যস্ত হয়ে আমাকে অনেকটা দুধ, মিষ্টি ও কলা দিলেন। আমি আগে বুঝিনি এগুলি কেন এত বেশী দিচ্ছেন। আমি ভাত তরকারি মুখে দিয়েই চম্‌কে উঠলাম। কাঁচাকলা ভাতেও নুনে পোড়া, মুখে দেওয়া যায়না। বেশ বুঝলাম দুবার করেই নুন দিয়েছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ কিন্তু ঠিক যেমন খান তেমনিই খেয়েছেন বরং অন্য-দিনের চেয়ে পাতে কম প্রসাদ রেখেছেন। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "তাড়াতাড়িতে নুনটা দুবার হয়ে গেছে—তাতে কি হয়েছে। আমিতো যা খাই, ঠিক তাই খেয়েছি। জীতেন! তুই খেতে পারবিনা, খাস্‌নি—দুধ মিষ্টিগুলো খেয়ে নে। আমিও কি এমনি খেয়েছি, তোর মুখ দেখে দেখে খেয়েছি, তা না হলে আমিও খেতে পারতাম না। আজও সেই দিনের ঘটনা আমার কাছে টাটকা হয়ে আছে।"

"তাঁর ভালবাসা কতখানি বোঝ। যা আমি চেষ্টা করেও খেতে পারছিনা, তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অনায়াসে খেয়েছিলেন। এমন কি তাঁর পাতের প্রসাদ অন্য দিনের চেয়ে খুব কম রেখেছিলেন। কারণ আমি প্রসাদ সম্পূর্ণ ধারণ কোরব—ফেলবো না ; তাই অতটুকু রেখেছিলেন।"

"একেই বলে খোল মিশিয়ে জাব দেওয়া। একটু নিষ্ঠা, প্রেম, প্রীতি চাই, তারপর যা দাও আর যা করনা কেন। এই ভাবেই দেখ বিদুরের স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে ঘরে অন্য কিছু না থাকায় একটা শুক্‌নো পাকা কলা ছিল, আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেই কলাটা ছাড়িয়ে আসল কলাটিই ফেলে দিয়ে, তার খোসাটি প্রিয়জনের মুখের দিকে চেয়ে খেতে দিয়েছিলেন। আর ঐ প্রীতির দানটুকু শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্তি করে খেয়েছিলেন। আবার দেখ, শবরী, তাঁর ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রকে পাশে বসিয়ে ঐ আনন্দে আত্মহারা হয়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুড়িয়ে আনা বুনো টোকো কুল নিজে একটি একটি করে কামড়ে কামড়ে, খেয়ে দেখে যেটি একটু মিষ্টি লেগেছে সেইটি ইষ্টকে নিজের হাতে করে খাইয়েছেন। উচ্ছিষ্ট কুলও শ্রীরামচন্দ্র পরম তৃপ্তি করে খেয়েছিলেন।"

"বোঝ, কতটা প্রেম, প্রীতি হলে তবেই ইষ্টকে উচ্ছিষ্ট দেওয়া যায়। তোমরা ধারণা কর—"কতখানি ভালবাসা হলে, তবে এইরূপ আদান প্রদান চলে।" ঠাকুর বলতেন, তিন টান এক হলে তক্ষুনি ইষ্টকে মেলে! বিষয়ের টান, সন্তানের টান ও পতির টান এই সব মিলিয়ে হয় একনিষ্ঠ প্রেম। আর সেই প্রেম হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়। সেই প্রেমে ইষ্ট আপনিই ধরা দেন। তাই বলি আগে বিশ্বাস কর, তারপর ভালবাস, তারপর প্রেমে পড়। তা নয়—তোমরা কেবল অনিশ্চিতের পথে ছুটছো।"

মহারাজ আজ এই কথাগুলি বলতে বলতে কেবলই দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। ঐ দিন কেবল প্রেম, প্রীতি ও বিশ্বাসের কথা হতে হতে সময় হয়ে গেল। মহারাজ আবার বললেন,—"শুনলে তো সকলেই, কিন্তু বিশ্বাস করলে কজনে? সেই প্রেম না জাগলে বিশ্বাস করবে কি করে? তার আগে চাই বিশ্বাস! বিশ্বাস যার নেই তার ধারণা হবে কি করে? তুমি নিজে যেমন জান—তুমি আছ, তবেই তো তুমি জোর করে বল—হ্যাঁ আমি আছি। সেইরূপ বিশ্বাস আনা দরকার—বুঝলে? তা নয় যতক্ষণ শুনছো—ততক্ষণ সকলেই মাথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাড়ছো। এখান থেকে উঠে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মূলোর ঢেকুর বেরুবে। কখানা শাড়ী আছে, আর কখানা কেনা হল, আমি তাকে বেশ করে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছি, আমার বাড়ীতে এসো—আমি নূতন গহণা গড়িয়েছি দেখাব, এই সব কথাই চলবে। একটাও এখানকার (আমার) কথা মনে মনে চিন্তাও করবে না। ঠাকুর তাইতো বলেছিলেন "৺গঙ্গার ঘাটের পাশের গাছে স্নানার্থীদের ভূতগুলো চড়ে থাকে, যাই ৺গঙ্গা থেকে স্নান করে উপরে আসে অমনি সেই ভূতগুলো তাদের আবার ঘাড়ে চড়ে। তোমাদেরও তাই। তা না হলে আমি একা এতক্ষণ বকলাম—কেউ একটা কথাও কইলে না। একবার এখান থেকে উঠতে পারলে হয়, এইভাব। যাক স্বভাবটা নিজের নিজের হাতে। তাই নিজেকে সব সময়ে দায়ী মনে করবে। আজ তাহলে তোমরা এসো।"

সকলের শেষে আমরা উঠলাম। আমি মহারাজকে বললাম, "আজ বড় শান্তি পেলাম।" আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "আজতো কেবল সকলকে খুব বক্‌লাম, শান্তি পেলে কি করে?" আমি আমার রীতিতে প্রণাম করে বললাম, "আমাদের মঙ্গলের জন্যই বকেছেন।" শুনে হেসে বললেন, "আবার এসো, মীনাক্ষীকেও এনো।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৩৬৮ শুভ পয়লা বৈশাখে শ্রীশ্রীগুরুর কৃপায় অনুরাগে ৺কাশীতে শ্রীগুরু দর্শন

আমি মহারাজের ছিটগ্রস্তা আখ্যায় ভূষিতা। আমার মেজ-মেয়ে মীনাক্ষী (সেও মহারাজের আশ্রিতা) তার বিবাহের আগে বেণারসে শ্রীগুরু মহারাজের আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি। মীনাক্ষীকে এবং আমাদের দেখে মহারাজ খুব আনন্দিত হয়ে বললেন—"আমার আশীর্ব্বাদ তো তোমাদের শিরে সদা-সর্ব্বদাই অজস্র ধারে বর্ষিত হচ্ছে। তবু ভালই করেছ, কুমারী মেয়েকে কাশীর মত তীর্থে বাবা ৺বিশ্বনাথ এবং গুরু গঙ্গা দর্শন করাতে এত দূরে এনেছ। এতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলুম।"—একটু হেসে আবার বললেন,—"জানতো গুরু তুষ্টে ইষ্ট তুষ্ট বা জগৎ তুষ্ট।"

আমাদের থাকার জন্য মহারাজ নিজেই গেষ্ট হাউসের উপর তলার ঘর ব্যবস্থা করে দিলেন। আবার তাঁর সেবক মহারাজদের বলে দিলেন "এরা যেন মাছ একটু বেশী পায়, তোমরা লক্ষ্য রেখ।" তারপর আমাকে বললেন, "তোমার জন্য আমি পাণ্ডা ঠিক করেছি; খুব ভক্ত, নাম শ্রীপাণ্ডা। ওর বাবা রাজা মহারাজের পাণ্ডা ছিল। রাজা মহারাজের হাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরে ও কতই বেড়িয়েছে। তোমার জন্য ওকেই ঠিক করলাম।"

আমরা মেয়েকে নিয়ে খুব আনন্দেই মহারাজের শ্রীচরণ-প্রান্তে দিনে তিন বার করে বসে তাঁর শ্রীমুখের কতই উপদেশ, শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীমায়ের ও স্বামীজীর মধ্য দিয়ে, তাঁদেরই আদর্শে কি ভাবে আমাদের মহামায়ার এই সংসারেই থেকে, তাঁর দেওয়া কর্ম্ম করে, তাঁর নির্দ্দেশিত পথে প্রতি পলে পলে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ ইত্যাদি কতই অমূল্য উপদেশ শুনেছিলাম। তারপর বললেন, "সংসারটি অনিত্য—যেমন মনে কর রেলওয়ে ষ্টেশন, সেখানে কেউ থাকতে আসে না, কেবল ৺মা ভবতারিণী পাঠান তাঁর কর্ম্ম করতে। ঐ কর্ম্মে জড়িয়ে পড়তে নয়। যারাই জড়িয়ে পড়ে এবং আমার সংসার মনে করে, তারাই বারে বারে ঐ ভ্রান্তির জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। তোমরা সব সময় ট্রেনের যাত্রীর মত সজাগ হ'য়ে থাকবে। যেন ভবপারে যথা সময়ে নেমে পড়তে পার।" ঠাকুরের কথা তো জান—"মান হুঁশ্ আর ফানুষ, ঐ হুঁশ টুকুই দরকার।"

এইভাবেই মহারাজ দিনের পর দিন কতই না তত্ত্ব পূর্ণ উপদেশ আমাদের মঙ্গলের জন্য দিয়েছেন। এইভাবে একটানা ৮।১০ দিন তাঁর শ্রীমুখের পানে চেয়ে আমরা ভাগ্য-বলে কতই উপদেশ লাভে ধন্য হয়েছি। আর এক দিনের ঘটনা, চৈত্র সংক্রান্তির বিকেলের সভায় মহারাজ সকল ভক্তদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন, আগামীকাল—১লা বৈশাখ (১৩৬৮), তোমরা সকলে কি করবে ঠিক করেছ?" শুনে অনেকেই অনেক কিছু বললেন, এমন কথাও হতে লাগল যাকে বলা চলে মূলোর ঢেঁকুর ইত্যাদি। সকলে একটু থামলে মহারাজ বললেন "এমন শুভদিনের সুযোগে উচ্ছে, লাউ, নিম্ চাওয়া—তা নয়; তার চেয়ে বাবাকে শুদ্ধা ভক্তিতে এক ঘটী মাত্র জল দিয়ে জানাওগে তোমাদের মনের খাতায় যা কিছু কাটাকুটি বা কালির দাগ লেগে আছে তা কৃপা করে ধুয়ে মুছে সাদা ধপ্‌ধপে করে দিতে।"

এই বলে দেখলাম মহারাজ চোখ বুজে বুকে হাত দুটী রেখে অনেকক্ষণ যেন আমাদের সকলের হয়ে আগের দিন থেকেই বাবা ৺বিশ্বনাথের শ্রীচরণে প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। বেশ মনে আছে ঐ দিন আর মহারাজ তারপর কারো সঙ্গেই কোন কথা বললেন না। সময় উত্তীর্ণ হলে চুপচাপ সকলে প্রণাম করে যে যার চলে গেলেন। আমরা তো মঠেই ছিলাম; তাই সকলের শেষে একটু বসে থেকে মহারাজকে প্রণাম করতে উঠলাম। আমর তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতেই মহারাজ যেন একটু চমকে উঠে করুণাভরা কণ্ঠে বললেন, "ও তোমরা এখনও আছ? শুনলে তো?—কাল যেন সুযোগ হারিও না। আজ এসো।" সে যে কি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে করুণ-সুরে "আজ এসো" বললেন তা কেবল যে শুনেছে বা জেনেছে বা নিজে ঐ দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছে, সেই বুঝেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ রাত্রেই আমার ভাগ্য আমাকে ইহ জীবন ধন্য করতে অলক্ষ্যে ডাক দিয়ে গেল। আগেই বলেছি মহারাজ নিজে আমার জন্য শ্রীপাণ্ডাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন। সেই পাণ্ডা ঠাকুর ঐ রাত্রেই সাড়ে নটার পর হঠাৎ গেষ্ট হাউসের নীচে এসে "উমা মাই, উমা মাই" বলে ডাকাডাকি করছেন। আমরা তখন শোবার ব্যবস্থা করছিলাম, আমি নেমে এলে আমাকে চুপি চুপি বললেন, "আপনার মহারাজ কাল ভোর ৪টার সময় গঙ্গামাই, ৺বাবা বিশ্বনাথজী দর্শন করবেন। সেই জন্য আমাকে এখন ডাকিয়েছেন। আমি মহারাজজীকে এসে ঠিক ভোর ৪টায় নিয়ে যাবো। আপনি যদি মহারাজজীকে মন্দিরে দর্শন করতে চান তাহলে খুব ভোরে আগেই আপনি চলে যাবেন। একথা আর কেউ এমন কি কোন মহারাজজীরাও যেন জানতে না পারেন বা আমি আপনাকে বলেছি তাও কাউকে বলবেন না।"

কথাগুলি শুদ্ধ হিন্দিতেই হ'ল কারণ পাণ্ডা ঠাকুর হিন্দুস্থানী। সেই রাত্রেই ঐ সুখবর পেয়ে আমরা সকলে ভোরে নিশ্চয়ই যাব ঠিক করলাম। কারণ এ সুযোগ মহা ভাগ্যে মেলে। সে রাত্রে আমার ঘুমই এলো না। ভোরে ওদের ডাকাডাকি করছি,—তখন আমার স্বামী তাঁর শরীর ভাল নেই বললেন। মেয়ের খুব ইচ্ছা আমি তাকে নিয়ে যাই; কিন্তু ৩া০ টায় বেশ রাত রয়েছে, তাতে আমি একা যাব, আবার সঙ্গে মেয়ের পেছটান বা চিন্তা আর জড়ালাম না।

রাত থাকায় বাড়ীতেই স্নান করে, মহানন্দে সুপ্রভাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুটলাম আমার ভাগ্যের ডাকে ইহ জীবন সার্থক করতে। মঠে আমার প্রথম আর কারুর সঙ্গে দেখা না হয়ে যেই মহারাজের ঘরের উদ্দেশে প্রণাম করতে পথেই গড় হয়েছি হঠাৎ দেখি মহারাজ নিজেই দু'হাতে দরজার দুটি পাল্লা ধরে তাঁর ঘরের বন্ধ দ্বার খুললেন। ঘরে আলো জ্বলছিল, খুব স্পষ্ট দূর হতে মঠেই মহারাজের শুভদর্শন পেয়ে গেলুম। এই সময় হতেই আমার শুভযাত্রা আরম্ভ হ'ল।

ছুটলাম গঙ্গারূপিণী মায়ের কাছে। আমিও পৌঁছেছি আর ২।৪ মিনিটের মধ্যে মহারাজের মোটরটি ষ্ট্যাণ্ডে এসে থামলো। পথে তখনও ২।১ জন ছাড়া আর কেহ ছিল না। মহারাজের সঙ্গে আরও ৮।১০ জন সাধু এবং ব্রহ্মচারী এলেন। মহারাজকে মোটর থেকে হাত ধরে নামান হল। তারপর মহারাজের তিনধারে সাধু ব্রহ্মচারীরা ঘিরে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে চল্‌লেন। আমি মন্ত্রপুতের মত মুগ্ধ দৃষ্টিতে মহারাজের ভাব-রাজ্যে বিচরণ লক্ষ্য করছিলাম।

মহারাজ চলেছেন খালি পায়ে—তাঁর স্বর্ণাভ শ্রীপাদুখানি পথের উপর উন্মুক্ত অবস্থায় ঠিক যেন কষ্টি পাথরের উপর নিখাদ কাঁচা স্বর্ণ খণ্ডের রূপ ধারণ করেছে। একে তো শ্রীপাদুখানি টাট্‌কা নবনীর মতই নরম, তাতে ঐ কঠিন পথের উপর মহারাজের টলি-টলি পা ফেলায় দেখলাম—প্রতি পদক্ষেপে ঐ স্বর্ণাভ শ্রীপাদুখানির তলদেশ রক্তাভ হয়ে ঐ স্বর্ণাভ তাতে রক্তাভ মিলিয়ে কি যে এক স্বর্গীয় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করছিল তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখে দেখান অসম্ভব। তাঁরই কৃপায় আমার এই চোখ দুটোর দৃষ্টির সার্থকতা হয়েছে। মহারাজের ভাবাবেশের পা ফেলা যা দেখলাম তার কিছুটাও যে লেখা গেল তাও কেবল তাঁরই কৃপায়।

দৃশ্যটি যেন ঠিক তুলনীয়—মা নিজে তাঁর সন্তানকে যেদিন প্রথম হাঁটানো আরম্ভ করান, মায়ের হাত দুটি সন্তানের দুধারে অতি সন্তর্পণে, প্রাণপণে, সাবধানে অথচ না ধরে, হাসিহাসি মুখে সন্তানকে কেবল মাত্র অভয় দিয়ে হাঁটান, এসো, এসো, এসো, এসো বলে বলে, আর সন্তানও মায়ের কোল এই পেলুম, এই পেলুম, এই মাকে ধরলুম—কেবল মায়ের মুখপানে চেয়ে সন্তান যেমন পথ না দেখেই তার মায়ের স্নেহমাখা চোখে চোখ রেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়—টলি-টলি পায়ে, দেখলাম আমার মহারাজও অবিকল সেই ভাবেই তাঁর মায়ের চোখে চোখ রেখে জগৎ ভুলে টলে টলেই চলেছেন **প্রেমের হিল্লোলে**। মহারাজের শ্রীমুখপদ্মে তখন অপরূপ জ্যোতি উদ্ভাসিত হতে আরম্ভ হয়েছে—তাঁর দিকে চেয়ে থেকে আমি যেন আমার আমিকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ধীরে—অতি ধীরে মহারাজ এসে দাঁড়ালেন পুণ্যতীর্থে—দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরের ধাপের ডান ধারের এক পার্শ্বে।

১৩১৪ সনে যে নবীন এবং তরুণ সন্ন্যাসী পদব্রজে ৺জয়রামবাটী থেকে ৺কাশীধামে এসেছিলেন, কতই ঈশ্বরীয় অনুভব এবং ঐ ভাবান্তর দীর্ঘ তীর্থ পরিক্রমায় স্বতই উদয় হতে হতে অবশেষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইপ্সিত মহা তীর্থের ভাগীরথী বক্ষস্থিত সেতুতে পদস্পর্শ করা মাত্রেই সেদিন কি স্বর্গীয় অনুভবই না হয়েছিল মহারাজের বিশ্বেশ্বরের বিশাল পুরী দর্শন করে। আমি আমার সকল ভাই-বোনেদের এবং আমার মহারাজের প্রিয়জনদিগের কাছে ঐ পরিব্রাজক জীবনের ইতিহাস থেকে অল্প দুয়েকটি ঘটনা নূতন করে পরিবেশন না করে পারলাম না।

আমার মহারাজ দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ না হলেও আধ্যাত্মিক রাজ্যের কি বিরাট দার্শনিক ছিলেন—তাঁর প্রতিটি কথায় তা ব্যক্ত হত। মহারাজের ভাষায়, "বেলা ১০।১১টার সময় ৺কাশী-ধামের ভাগিরথী বক্ষস্থিত পুল পার হইলাম। পুলের উপর হইতেই বিশ্বেশ্বরের বিশাল পুরী দর্শন করিয়া, উদ্দেশ্যে ৺বিশ্ব-নাথকে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম তরঙ্গিনী তীরে ক্রোশাধিক পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা প্রকারের অট্টালিকা, সোপানাবলী, উচ্চচূড় মন্দির ও অভ্রভেদী স্তম্ভ সকল সারি সারি সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান। মনে হইল ঐ সকল সুরম্য হর্ম্ম্য-রাজি, যেন রূপোন্মত্তা নারীকুলের ন্যায় সহর্ষে জাহ্নবী জলে আপন আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। স্রোতস্বিনীও যেন ঐ মৃদু স্নিগ্ধচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিতেছে এবং আদরের সহিত উহাকে নাচাইতেছে। তরঙ্গিনীর এক কূলে এই অমরালাঞ্ছিত শোভা এবং অপর কূলে সুদূর বিস্তৃত বালুকামণ্ডিত প্রান্তর যেন হর্ষ-শোক, জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সমাকুল অনিত্য মানব জীবনের অভিনয়, চিত্রপটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদর্শন করিতেছে। তুই একখানি নৌকা যাত্রি পূর্ণ হইয়া (স্নেহের) স্রোত ভরে আপনা আপনি পুলের দিকে আসিতেছে এবং যাত্রি সকলের সোৎসুক দৃষ্টি তটস্থ হর্ম্ম্যরাজীর উপরই নিবদ্ধ রহিয়াছে (অপর পারের দিকে নয়)।"

মহারাজের এই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির ইঙ্গিত কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় ঐ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ব থেকেই অহর্নিশি সযত্নে জাগরূক করে রেখে আমাদের কল্যাণের জন্য শেষ দিনটিতেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমায়ের সকল সন্তানদের ঐ ইঙ্গিতই করে গেলেন—নয় কি? আজ মহারাজকে সেই ভাগিরথীরই এই কূলে আবার অর্দ্ধ শতাব্দীরও পরে কোন্ ভাগ্য-বলে আমি অতি হীনাদপি হীন হয়েও তাঁকে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে দেখলাম।

মহারাজ যখন গঙ্গার ঘাটে পেঁছুলেন তখন আকাশ কেবল-মাত্র সামান্য উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে। আমি মহারাজের বাঁ-দিকে এক হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি; কিন্তু মহারাজ তখন সম্পূর্ণ ভাবরাজ্যে আছেন।

জানিনা ভাব কাকে বলে—তবে হয়তো তখন আমার এমন অবস্থা হয়েছিল, যে যিনি আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহকাল, পরকাল, ইষ্টগুরু তাঁর এক হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার ভাগ্য তখন মহারাজের যে রূপ অপলক নেত্রে দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় করেছে তা আমার বাকি জীবনের এক মাত্র পাথেয় হয়ে রইলো।

মহারাজ গঙ্গা স্পর্শ করবেন বলাতে সকল সাধু ব্রহ্মচারীরা একসঙ্গে হাত জোড় করে জানালেন, মহারাজ, অনেকগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিঁড়ি—আপনি নামবেন না। আদেশ করুন, আমরা সকলেই আপনার জন্য অঞ্জলি করে গঙ্গা জল এনে দিই, দয়া করে আদেশ করুন। সকলের মিলিত হাত জোড় ও অনুরোধে করুণ-হৃদয় মহারাজ ঐ ভাবরাজ্যে থেকেই কেবল আস্তে আস্তে মাথাটী নেড়ে অনুমতি করলেন। আমিই একা কেবল মন্ত্রপুতের মত তাঁরই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলুম—হঠাৎ দেখি আমার মহারাজকে লম্বায় এবং চওড়ায় বেশ বড় দেখছি, আরও দেখছি—তিনি ক্রমশঃ গোলাপী রঙে, তারপর লাল—তারপর লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছেন।

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম, সে যে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় মূর্ত্তিতে আমার মহারাজ ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করলেন তা কেবল আমার চোখেই লেগে আছে। তা লিখে দেখাবার সাধ্য আমার নেই। ঠিক সেই দর্শন লগ্নে গঙ্গার ওপার হতে যেন আমার সাথী হয়ে সূর্য্যদেবও তাঁর সহস্র কিরণ মেলে ঐ ভুবন ভোলানো রূপ দেখতে চুপি চুপি সকলের অলক্ষ্যে তাঁর ছটার দ্বারা আমার মহারাজকে স্পর্শ করতে এগিয়ে আসছেন, তবে আমার মত রিক্ত হস্তে নয়;—আবির, কুঙ্কুম এবং রবি দ্বীপ জ্বেলে নিয়ে। আবার উপহার রূপে ৺মা গঙ্গাকে নূতন লাল টুকটুকে রূপালি জরির চেলী পরিয়ে তাঁর ছটার দ্বারা সাজিয়ে ঐ শুভ বর্ষের প্রথম প্রভাতে তাঁর প্রিয় সন্তানকে আলিঙ্গন করাতেই যেন নিজের সঙ্গে আর আমার মহারাজের সঙ্গে একাকার হয়ে সুন্দর সেতু রচনা করেছেন। যে দৃশ্য দেখেছিলাম ঐ সূর্য্য, গঙ্গা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর মধ্যে তা দেখার পরও জানিনা আরও কত দিন ঐ নেশায় বিভোর হয়ে থেকে আমার মহারাজের শ্রীচরণে স্থান পাব।—জানিনা ভাগ্যে ঐ দিব্য দর্শন কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল। মহারাজকে "মহারাজ—মহারাজ" বলে ডাকাতে দেখি আমার মহারাজের দুচোখে তখন গঙ্গার স্রোতের মতই ধারা নেমেছে। হাত দুখানি বুকে বদ্ধাঞ্জলি অবস্থায় কাঁপছে, মহারাজ নিজেও কাঁপছেন, যা আমি এতক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থেকেও জানতে পারিনি। মহারাজ হাত দুখানি বাড়িয়ে দিলেন আর একে একে সকলেই তাঁরা মহারাজের শ্রীহস্তে গঙ্গা বারি দিতে লাগলেন। সেটাই বা কি দৃশ্য—যেন ওপার হতে এপার অবধি লালে-লাল। তারপর মহারাজ নিজে গঙ্গা বারি ধারণ করে আবার আমাদের সকলের মস্তকে ঐ শুভ বর্ষের, শুভ স্পর্শের গঙ্গা বারি বর্ষণে জীবন ধন্য করে দিলেন। তখন সমস্বরে ঘাট মুখর করে "জয় গঙ্গা মায়ী কী জয়, জয় সুর্য্যদেব কী জয়, জয় বাবা ৺বিশ্বনাথজী কী জয়, জয় অন্নপূর্ণা মায়ী কী জয়, জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব কী জয়, জয় মহামায়ী কী জয়, জয় স্বামীজী কী জয়, জয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজজী কী জয়" এই জয়ধ্বনিতে গঙ্গার এপার ওপার কাঁপিয়ে মা গঙ্গা নিজেই যেন তাঁর নব শুভ বর্ষে আনন্দে ঘোষণা করলেন "যে যেখানে আছ তোমাদের সকলের মঙ্গল হউক।" মহারাজ ঠিক যেমন টলি-টলি পায়ে মায়ের মুখ পানে চেয়ে আনন্দে ভাসতে ভাসতে এলেন আবার ঠিক ঐ ভাবেই ভাবরাজ্যে নিমগ্ন থেকে চললেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা ৺বিশ্বনাথ দর্শনে। মহারাজকে আবার হাত ধরে ধরেই মোটরে তোলা হ'ল। আমি বিশেষ শক্তিতে চালিতা হয়ে হেঁটেই একা বাবার মন্দিরের দ্বারে আগেই পৌঁছে গেলুম। অল্পক্ষণের ভেতরেই জয়ধ্বনির মধ্যে মহারাজ আমার সামনে টলিটলি পায়ে আবার এসে পড়লেন। 'কথামৃতে' পড়ি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাবা ৺বিশ্বনাথ দর্শনে আসা আর ভক্তরাজ মথুরানাথের তাঁকে সযত্নে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বইয়েতো অনেকেই পড়েছেন বা পড়বেন কিন্তু আমি বা আমার ভাগ্য সেই দৃশ্য চর্ম্ম চক্ষে দেখে জন্ম সার্থক করেছি।—মহারাজের দু'চোখের প্রেমাশ্রু ধারায় বুক ভেসে যাচ্ছে, চোখের পাতা পড়ছে না। পড়ছে কেবল শুদ্ধা প্রেমাশ্রু বুক হতে পা বেয়ে। মুখে কেবল অস্ফুট আধ আধ বাবা, বাবা, বাবা, বাবা রব। মহারাজরা আমার মহারাজকে অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে প্রায় ধরে ধরেই মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

যদি গৃহস্বামীকে তাঁর দ্বার দেশেই দেখতে পাওয়া যায় তাহলে দর্শনার্থীর চলার বেগ যেমন আপনা থেকেই থেমে আসে এবং মুখোমুখি হলে পা দুটী একেবারে থেমেই যায়, আমার মহারাজের ঐ সুন্দর টলি টলি পায়ের চলাও প্রায় থেমে থেমে যাচ্ছিল। স্পষ্টই দেখলাম মন্দিরের প্রধান দরজার সামনে এসে তাই আমার মহারাজের শ্রীচরণ দু'খানি চলার কাজে জবাব দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে বলেছেন, "সংসারের জন্য সংসারীরা ঘড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘড়া চোখের জল ফেলে—কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কেউতো এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলে না। তা যদি কেউ ফেলতো, মাইরি বলছি, এখুনি সে তাঁর দেখা পেত, যেমন আমি তোদের দেখছি।" আমি এবং মন্দিরে যাঁরা যাঁরা ছিলেন সকলেই দেখলাম আমার মহারাজ কেবল ঘড়া ঘড়া প্রেমাশ্রু বাবা ৺বিশ্বনাথের শিরে ঢালছেন। এবং ঈশ্বরাবেশ হলে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যে একেবারেই ভুল হয়ে যায়, তা তখনকার আমার মহারাজকে দেখে নিশ্চিত বোঝা গেল, এ যেন ঠিক শিবের সঙ্গে শক্তির পুনর্মিলন। অতি কষ্টে মহারাজকে তাঁর নিজ সিদ্ধাসনে বাবা ৺বিশ্বনাথের সুমুখে ধোরে ধোরে বসান হ'ল। ধোরে ধোরেই জল ঢালান, ফুল, চন্দন, মালা ইত্যাদি দেওয়ানো হ'ল। মহারাজরা তাঁর হাত ধোরে ধোরেই সব কিছুই করালেন। আমার মহারাজ কেবল তাঁর চির পবিত্র প্রেমাশ্রু বর্ষণ ছাড়া আর মুখে অনবরত সুমিষ্ট আধ-আধ বাবা, বাবা, বাবা, বাবা ডাকা ছাড়া আর কিছুই নিজে করতে পারলেন না। যেন পূর্ণব্রহ্ম স্থির।

এবারে কিন্তু আমার ভাগ্য আমাকে যেন হাত ধরে অলক্ষ্যে টেনে, আমার মহারাজের ডান ধারে আমাকে বসালে। আমিও বসে পড়ে আর কিছু নয়—মহারাজ পূজার পর যখন বাবা ৺বিশ্বনাথকে প্রেমাবেশে তন্ময় হয়ে দু'হাতে চেপে ধরে থর-থর করে কাঁপছেন ও অজস্রধারে ৺বাবার মাথায় প্রেমাশ্রু ঢালছেন—আমিও কোন এক অজানা শক্তির সাহায্যে বসে পড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার দুটী শূন্য হাতে আমার পরমারাধ্য ইষ্টগুরুর অভয় হাত দু'খানি ৺বাবা বিশ্বনাথের সঙ্গেই প্রাণপণে চেপে ধরলাম। আমার জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যের ফলে, ঐ শুভ দিনে **আমার চিরবাঞ্ছিত ইষ্ট শিবগুরু** আমার শূন্য হাত পূর্ণ করে ধরা দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন—আমি তোমার তুমি আমার, এর মাঝে কিছু নেই, (মানে **সঙ্গেও** কিছুই যাবে না)।

তারপর আমার ভাগ্যই জানে—মোট কথা আমি তখন আর আমাতে ছিলাম না। পাকা ধুনুরীর হাতে ধরা দিয়ে তাঁর পুণ্যস্পর্শে পেঁজা তুলোর মতই হাল্কা হয়ে কোথায় আনন্দে ভেসে গিয়েছিলাম। কেবল চোখের জলে তুঁহু, তুঁহু,—তুঁহু, তুঁহু বলে বলে। আজও ঐ স্মৃতি স্মরণ করলেই আবার আনন্দেই ভেসে যাই পেঁজা তুলোর মতই হাল্কা হয়ে। ঐ শুভ ১লা বৈশাখে আমি আমার শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের ও ইষ্টের কাছে ইহ জীবনের ও পর জীবনের পাওনা কড়ি, কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে পেয়েছি। তাই তো আর এই চোখ দুটোতে বা মনটাতে কিছুই রোচে না, কোন প্রলোভনের বা মায়ার ফাঁদে আর পড়ে না। **শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের কৃপায় আমার হৃদিকুম্ভ পরিপূর্ণ**। সত্যেন মহারাজ আমাকে ডাকলেন, আর আমার গুরু মহারাজকে, কোন এক মহারাজ এবং বঙ্কিম মহারাজ দু'ধারে দু'জনে ধরে আস্তে, আস্তে, টেনে তুললেন ৺বাবা বিশ্বনাথের কাছ হতে। আমাকে সকল মহারাজরা এক সঙ্গেই বলে উঠলেন "মা, এবারে ঘরে ফিরে যাও, আর তো তোমার কিছুই পেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাকি নেই মা—ধন্য মা তোমার ভাগ্য!" আমার ভাগ্যের বিচার সেই দিনই ৺বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে হয়ে গেল। সেখান থেকে আবার নেশার আবেশে মহারাজের পেছু পেছু ৺মা-অন্নপূর্ণার মন্দিরে গেলাম।

আবার আগের মতই মহারাজের কাছ ঘেঁসে ডান দিকে দাঁড়ালাম। তারপর মহারাজের সঙ্গেই ৺মা অন্নপূর্ণাকে প্রদক্ষিণ করলাম। ৺মা অন্নপূর্ণার সামনেই মহারাজ দাঁড়িয়ে, কেবল নিজে ঘুরে ঘুরে মাকে প্রদক্ষিণ করলেন, সেই সঙ্গে আমি আমার মহারাজ মা ও ৺অন্নপূর্ণা মা এই দুই মাকে এক সঙ্গে পেয়ে আমিও তাঁদের প্রদক্ষিণ করে নিলাম। আমাকে যেন আমার মা নিজে প্রদক্ষিণ করে দেখিয়ে শিখিয়ে দিলেন বা বুদ্ধি জাগিয়ে দিলেন। এতো ব্যাপার ঘটলো, আমার সঙ্গে কিন্তু একটা তামার পয়সাও ছিল না—পয়সার কথা মাথাতেই আসেনি, এমন কি একটা জল-পাত্রও আমার সঙ্গে ছিল না। এতেই বুঝলাম মহারাজ যে আমাদের মানস-পূজা করতে বলেছেন, তাই বোধ হয় আমার এত ঘটার পূজাতে শুভ বর্ষের প্রথম প্রভাতে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ আমার মানস পূজাই গ্রহণ করলেন। ও হাতে নাতে বুঝিয়ে দিলেন শুদ্ধ বস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, ৺গঙ্গাস্পর্শের প্রয়োজন হয় না, একটী পয়সারও প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় শুধু শুদ্ধা প্রেম-প্রীতি, শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধাশ্রু; এই হচ্ছে যথার্থ পূজোপকরণ। আমি মহারাজদের কথা মতই হৃদিরত্নভাণ্ড পরিপূর্ণ করে ফিরে এলুম মঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঠে পৌঁছে চা খাচ্ছি, এমন সময় আবার জয়ধ্বনি শুনে ছুটে এলাম মহারাজের কাছে। এবারে আমার মেয়েও আমার সঙ্গে এলো, ঐ ভোরে তাকে না নিয়ে যাওয়ার দরুণ তার সেই দিনের অভিমান-ভরা মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। অভিমানে, দুঃখে, মেয়ে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাই বলেনি—বেচারি! মহারাজ ৺দুর্গা বাড়ী হয়ে ফিরলেন। আমি মহারাজের কাছে যেই গেছি আমাকে দেখেই বললেন, "এই যে উমা! এসো-এসো।" তারপর সেবাইতকে ডেকে আমাদের প্রসাদ দিতে বললেন। আমাকে দেখিয়ে সত্যেন মহারাজ তাঁকে বললেন, "মহারাজ! আজ ইনি আপনাকে ঠিক আপনার ছায়ার মতই অনুসরণ করেছিলেন। বাবা ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে সকলের অলক্ষ্যে কি করে যে আপনাকে বাবা ৺বিশ্বনাথের সঙ্গেই ধরেছিলেন তা আমরা আগে দেখিনি। কিন্তু যখন দেখলাম তখন আমরা আর কেউ ওঁকে বাধা দিতে পারিনি বা সাহসও করিনি।" শুনে মহারাজ, "কি গো উমা?" বলে আমার ভয় পাওয়া মুখের দিকে সস্নেহে চেয়ে রইলেন।

এবার কিন্তু সত্যিই আমি বেশ ভয় পেলুম, কারণ এতক্ষণে আমার মনে পড়লো যে, কোন বাহিরের ভক্ত বা কেউ যেন না জানতে পারেন মহারাজের মন্দিরে যাওয়ার কথা। আমি এতক্ষণ ভয়ে প্রসাদ হাতে মহারাজের স্নেহ মাখা চোখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি, মুখে কোন কথা যোগাচ্ছে না। তাতে তখনও আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় গোলাপী নেশায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভোর হয়ে আছি। আমার অবস্থা বুঝে করুণ-হৃদয় মহারাজ আমার চোখে চোখ রেখেই সত্যেন মহারাজকে বললেন, "ওর করা ছিল—এক জন্মে কারুর হয় না। ওর জন্ম জন্মান্তরের কিছু সংস্কার আছে, তা না হলে একা গেল কি এমনি !"

আমাকে চুপচাপ দেখে আবার হেসে হেসে বললেন, "তোমার অত ভোরে একা যেতে ভয় করেনি !" আমি একা যাবার কারণ বলে বললাম, "আপনার নাম স্মরণ করে বিছানা ছেড়েছি ! আপনাকেই দর্শন করার বাসনায় পথে বেরিয়েছি, তাতে আবার আপনাকে উদ্দেশে প্রণাম করতে যেই আপনার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছি ঠিক সেই সময়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখি আপনি নিজেই ঘরের বন্ধ দরজা দু'হাত দিয়ে খুললেন ; তখনই তো আমার শুভ যাত্রা আরম্ভ হোল ! তাই ভয় বা অন্য চিন্তা এমন কি মীনাক্ষীর কথাও মনে পড়েনি। মীনাক্ষীর কথা মনে পড়লে হয়তো কষ্ট পেতাম। তাই আপনার কৃপায় অন্য চিন্তা মুক্ত হয়ে আপনার কৃপাতে সব কিছুই আজ পেলাম। আর এটাও বুঝলাম ভবপারে যাওয়া যেমন একা তেমনি ইষ্টের পথেও একা চলাই চলা। আপনিই তো বলেছেন, গুরু তুষ্টে ইষ্ট তুষ্ট। তাই কেবল আপনার কৃপাই যেন আমার সম্বল হয়ে থাকে—এই আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমরা ৩রা বৈশাখ ১৩৬৮ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের অজস্র, অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ সহজাত ইষ্টকবচ রূপে ধারণ করে মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় ফিরলাম। মহারাজ বললেন, "নির্ব্বিঘ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবাহ মিটে যাবে। আমাকে সবিস্তারে শীঘ্র চিঠি দিও।" মহারাজ সঙ্গে একটু এগিয়ে এসে নিজে নিজেই "দুর্গা, দুর্গা" বলে আমাদের যাত্রা করিয়ে দিয়েছিলেন।

আর মীনাক্ষীকে মহারাজ যেন তাঁর আশীর্ব্বাদের লৌহ বর্ম্ম পরিয়ে দিলেন। বললেন, "তোমার তো ভাবনা নেই। তুমি তো অল্প বয়সেই ভক্তি তেল মেখেছ। আর আঠা লাগার ভয় নেই। তুমি খুব ভাল মেয়ে, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। আমি তো তোমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমায়ের পায়ে নিবেদন করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে নিবেদন করা ফুল মনে করে থাকবে। খুব অল্প বয়সেই মাখন তোলা তোমার হয়ে গেছে, এবারে সংসার জলে ফেলে দাও। কোন ভাবনা নেই। তোমার তো খুব বড় লোকের বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে। দেখ কি মজা, ঠাকুর তো আগেই বলে রেখেছেন—বড়লোকের বাড়ীর দাসীর মতো থাকতে। তুমিও ঠিক দাসীর মতই থেক। দেশে মন রাখা মানে ঠাকুরকে ধরে থাকা—তাতো তোমরা জান। চাক্‌রি করা মানে সংসার করা। 'কথামৃত' রোজ পড়বে। আর সকলকে খুব সেবা যত্ন করবে। ঠাকুরের কথা তোমরাতো জান—'একটু খোল মিশিয়ে জাব দেবে।' মানে একটু ভালবাসার সঙ্গে, প্রীতির পরশ মিশিয়ে দেবে। আমি তো বলেছি মনে মনে পূজার যোগাড় করবে—মনে মনেই ঘটা করে তাঁদের সাজাবে নিত্য নূতন ভাবে। আর প্রেমের ভোগ দেবে। তাহলে যেখানেই থাক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অবস্থায় থাক কোনদিন তোমার পূজার ব্যাঘাত হবে না। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি দেবে। তোমার নাম মীনাক্ষী আর তোমার স্বামীর নাম দেখ শ্রীমা আগেই ঠিক করে রেখেছেন 'মহাদেব'—নামের বেশ মিল হয়েছে। তাকে নিয়ে আমার কাছে বেড়াতে এসো। আমি আশীর্ব্বাদ করছি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা তোমাদের মঙ্গল করুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৺কাশীতে শ্রীগুরু মহারাজের পুণ্য সঙ্গ-সুখানন্দের স্মৃতি

মহারাজের প্রথম অপারেশনের পর তিনি কাশীধামে আপাততঃ বেশীর ভাগ সময় থাকবেন জেনে আমরা তাঁর পুণ্য সঙ্গ মাঝে মাঝে করবার জন্য তাঁর মত নিয়েই—আর কোথাও বাড়ী না পেয়ে কেদার ঘাটের কাছে মাত্র একখানা খুব বড় ঘর ১৩৬৮ সনের ভাদ্র মাসেই ভাড়া করে রেখে এলাম। ঐ সময় ১৫।২০ দিন আমরা দশাশ্বমেধ বোর্ডিংএ থেকে তারপর ঐ ঘরটী পেয়েছিলাম। ঘরে বাস না করে কিছু কিছু জিনিষ যা রেখে আসা চলে তা রেখে তার পর দিনই আমরা কলকাতায় চলে আসি। মহারাজের আশীর্ব্বাদে আমরা কখনো দুজনে, কখনো আমি একা একাই ২।১ মাস অন্তর, আবার ২ মাসে ৩ বার, আবার মাসের মধ্যে দুবারও আমার ভাগ্যে মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেছে। যখনি নিজেকে বিপন্ন মনে করেছি, আর পেরে উঠছি না বা মহারাজের জন্য খুব মন কেমন করেছে অমনি তাঁরই আশীর্ব্বাদে ৪।৬ দিন কিম্বা ৮।১০ দিন করে তাঁর শ্রীচরণ ছায়ায় গিয়ে জুড়িয়ে নব শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এসেছি আবার সংসার চক্রে।

আমরা ভাদ্র মাসে ছোট মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাদ্র মাসের শেষে গিয়েছিলাম বলে মহারাজ আমাকে বললেন, "ভাদ্র মাসের শেষটা তোমাদের বাড়ীতেই কাটান উচিৎ ছিল। তোমাদের সামনে শ্রীমায়ের দেওয়া কর্ত্তব্য রয়েছে, তা ভুললে চলবে না। যেমন মীনাক্ষীর বিয়ের পর প্রথম বছর তাঁদের বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠান, পূজোর সময় ছেলে মেয়েদের কাছে থেকে তাদের দেখাশুনা, আনন্দ দেওয়া এসবও তোমার কর্ত্তব্য। তবে কোন কারণে যদি থেকে যেতে, আমি ৺পূজায় মঠে নিজে কুমারী পূজা করি, তোমার এই ছোট্ট মেয়েকে কুমারী পূজা করতাম।" আমাদের সকলের সামনেই মহারাজ আমার ছোট মেয়ে দেবীকে (গুরুদেবের দেওয়া নাম) কতই আদর করে বললেন, "তোমার মা যাক, তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে তোমার মায়ের চেয়ে ভালবাসবো, রোজ রোজ পেট ভরে সন্দেশ খাওয়াবো, কত খেলনা দেবো, তারপর তোমাকে আমি কুমারী করবো, কি বল, থাকবে ?" মহারাজ জিজ্ঞাসা করাতে দেবী চুপ করে রইলো। তখন মহারাজ আমাকে বললেন, "তোমার মেয়ের মুখ খানি ঠিক ছাঁচে ঢালা যেন মায়ের মুখের মত। তাই আমি ওকে এতো পীড়াপীড়ি করলাম। না, তা হয় না। তুমি যদি থাকতে আমি ওকেই কুমারী করতাম।"

এই বলে পরিতোষ মহারাজকে ডেকে কিছু ফল ও মিষ্টি আনিয়ে স্বহস্তে আমার ঐ ছোট্ট মেয়ের দুটী হাতে মহারাজ নিজেই একটি একটি করে ফল ও মিষ্টিগুলি গুছিয়ে ধরিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। তারপর নিজের গলা থেকে বাবা ৺বিশ্বনাথের প্রসাদী গোড়ে মালাটী খুলে দু হাতে যেন ঠিক মা দুর্গা দেবীর গলায় পরানর মত সযত্নে পরিয়ে দিয়ে শ্রীহস্ত দুখানি বুকে জড়ো করে চোখ বুজে প্রণাম করলেন। ঐ সুমিষ্ট, স্নেহমাখা কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজ ইচ্ছা মাত্রেই শ্রীমায়ের আবির্ভাব করিয়ে নিয়ে তাঁতে মগ্ন হয়ে, কেমন মায়ের মধ্যে ডুবে গেলেন; তা আমরা ও অন্যান্য উপস্থিত ভক্তেরা সেদিন অবাক হয়ে বসে বসে দেখছিলাম। হঠাৎ মহারাজের ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী কেমন ধরা দেন, তাও আমরা যে যে ছিলাম সকলেই অনুভব করলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন,—"তখন এমন ভাব হত যে নাকে পোঁটা পড়া হেগো মেয়েকে দেখেও উদ্দীপন হ'ত। আর তাতেই মন্দিরের মা ৺ভবতারিণীর মূর্ত্তি দেখতাম ও প্রণাম করতাম।" ঠিক সেইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের মতই আমাদের মহারাজ আমাদের সামনে ঐ কথার কথা বলতে বলতে ঠিক সেই ভাবে তখনই ডুবে গেলেন। মহারাজের কতই দিব্য ভাব, দর্শন, আমরা ভাগ্য বলে দেখেছি। মহারাজের কতই উপদেশ সেবারের মত লাভ করে প্রাণে নতুন বল পেয়ে আমরা ১৭ই আশ্বিন ১৩৬৮ কলকাতায় ফিরলাম।

আশ্বিন মাসটি কলকাতায় কাটিয়ে আমি একা আবার কার্ত্তিক মাসেই বেণারসে গিয়ে ৮।১০ দিন তাঁর পুণ্য সঙ্গ লাভ করে টালিগঞ্জে ফিরে এলুম।

এবারে কিন্তু কোন রকমে সংসারে ১১ দিন কাটিয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার স্বামীর মত নিয়ে মাত্র ৮/৯ ঘণ্টার নোটিশে এক কাপড়ে "জয়গুরু" বলে ছুটলাম হাওড়া ষ্টেশনে। টিকিট এবং রিজার্ভেশন গিয়েই পেয়ে গেলাম এবং এক পরিবারের সঙ্গে ঠিক তারাও বেণারসে যাচ্ছে, গুরুদেবের কৃপায় যেন সব যোগাযোগ হয়ে আমি বেশ আনন্দেই ট্রেনে চেপে পড়লাম "জয়গুরু" বলে। হঠাৎ এমন ইচ্ছা মাত্রেই ইচ্ছাময়ের কাছে যেতে পারবো তা কিন্তু আমি নিজেও ৮/৯ ঘণ্টা আগে বিশ্বাস করতে সাহস পাইনি।

৺কাশীতে পৌঁছে যথা নিয়মেই কেদার ঘাটে স্নান ও ৺কেদারনাথ, ৺বিশ্বনাথ দর্শন, স্পর্শন করেই আমার ইষ্টগুরুর কাছে ছুটলাম। মহারাজ ভিতরের ডান দিকের দালান আলো করে বসে আছেন। তাঁর কাছে অদ্বৈত আশ্রমের প্রবীণ মহারাজ স্বামী মেধানন্দজী ছাড়া আর কেউ তখনও আসেন নি। মহারাজরা কথায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমি যেই পর্দ্দাটি সরিয়েছি, অমনি গুরু মহারাজ আমার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকালেন। মহারাজ কথার মাঝখানেই থেমে তাঁর স্নেহ মাখা চোখ দুটি বড় বড় করে বলে উঠলেন, "আরে উমা নাকি, কি আশ্চর্য্য! এস, এস, কি ব্যাপার? তুমি ত এই সেদিন কলকাতায় গেলে না? এর মধ্যেই আবার ফিরে এলে?" বলতে বলতে মহারাজ তাঁর কেদারায় হেসে এক রকম লুটোপুটী খেতে লাগলেন! ,আমার মহারাজকে ঐ ভাবে হাসতে দেখে মেধানন্দ মহারাজও খুব হাসতে লাগলেন। যদিও মেধানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ আমাকে মাঝে মাঝে দেখলেও মনে রাখবার মত এর আগে কোন ঘটনা ঘটেনি। দুই মহারাজের প্রাণ খোলা হাসির মধ্যে আমি কিন্তু গভীর আনন্দে ডুবে গেলুম। মহারাজের শ্রীচরণে মাত্র হাত দুটো রেখে প্রণাম করার আগে আবার যেই তাঁর শ্রীমুখ পদ্মের দিকে চেয়েছি, কি আশ্চর্য্য দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়লো। মহারাজের মুখ পদ্ম যেন সহস্র দল মেলে হেলে দুলে স্বর্গীয় হাসিতে মুখখানি নেড়ে নেড়ে খিল খিল করে হাসছিলেন। আমার দিকে চেয়ে মহারাজ যতই হাসছেন আর আমি ততই আনন্দে পা দুটিতে হাত রেখে কেবল দু'চোখ বেয়ে কেঁদেই যাচ্ছি। প্রণাম করা তখনও হয়ে ওঠেনি। এই মিলনের আনন্দের ইতি করলেন ঐ প্রবীণ মহারাজ। তিনি আমাকে বললেন, "মা তুমি কাঁদছো কেন?" তখন আমার মহারাজও আমার দিকে বিশেষ লক্ষ্য করে হঠাৎ তাঁর ঐ মুগ্ধ করা হাসি থামিয়ে বলে উঠলেন, "তাইতো! কিগো উমা, কি হয়েছে, তবে কি তুমি রাগারাগি করে এসেছ?" আমি এখনও প্রণাম করে উঠতে পারিনি, কেবল শ্রীচরণ যুগল ধরেই আছি। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মহারাজ মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, "সত্যি বল, কিসের জন্য কাঁদছো?" এবারে আমি প্রণাম করে তারপর খুব কড়া ভাবেই বলে উঠলাম—"আপনার কাছেও যদি সত্য না বলি তবে আর কোথায় সত্য বলবো? আমি মোটেই রাগ করে আসিনি। আপনার কাছে আবার আসতে বড়ই ইচ্ছা হ'ল, ওঁকে বলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনি বললেন—একা যদি যেতে পার আজই যাও, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে টিকিট পাবে কিনা বলা যায় না। টিকিট পেলেও রিজার্ভেসান পাবে কিনা সন্দেহ !”

“আমি তখুনি সংসারের ভুবেলার রেঁধে দিয়েই আর কোন গোছ-গাছ কিছুই না করে কেন জানিনা চলে এলুম।” কথাগুলি খুব জোরের সঙ্গেই আমি বলেছিলাম। মহারাজ সব শুনে আবার সেই ভুবন-ভোলান হাসিতে ঢলে পড়ে বললেন, “বুঝেছি, গলান ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছ।” এই বলে খুব হাসতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে সেই প্রবীণ-মহারাজও। একটু থামলেন, থেমে ঐ মহারাজকে আমার কথা কিছু কিছু বললেন। আর বললেন “মেয়েটা এগার দিন আগে এসছিল হে। ওর সংসারে ছোট ছোট ছেলে, মেয়ে, জামাই, নাতির আসা-যাওয়া সবই আছে। তাতে আবার অভিভাবক বলতে কেউ নেই। তাতেও দেখ—ওকে আফিমের নেশায় ধরেছে। ঠাকুর বলতেন, ঐ রে ও আবার এসেছে রে, ওকে ঠিক আফিমের নেশায় ধরেছে। তাই আমিও ওকে দেখে ঐ উক্তিই করে ফেললাম।” তারপর আমাকে কতই পথের বিপদের কথা বোঝাতে লাগলেন যাতে করে আমি ভয় পাই একা কাশী আসতে। আমি সব শুনে হঠাৎ বলে ফেললাম, “আমিতো জয়গুরু বলে আপনার দর্শন মানসেই বেরিয়েছি, আমার আবার কিসের ভয় ?” আমার কথা যেই শুনলেন অমনি বলে উঠলেন, “শীঘ্র বল—সময় দেব না—এই কথাটী কে বলেছিলেন ?

১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীঘ্র বল, শীঘ্র বল" বলে বাঁ হাতের আঙ্গুলটী নেড়ে নেড়ে আমাকে উৎসাহিত করলেন। আমিও তাঁর শ্রীমুখের দিকে চেয়ে বলে ফেললাম, "শম্ভু মল্লিক মুখ লাল করে বলেছিলেন।" শুনেই মহারাজ চক্ষু মুদে যেন ঐ দৃশ্যটী দেখতে লাগলেন। তারপর আমাকে বললেন, "ঠিক বলেছ। এই ভাবেই তোমরা সকল সময় কাজের মধ্যে, সদাসর্ব্বদা কথামৃতকে জাবর কাটবে, বুঝলে ?" ট্রেনে রাত্রে কি খেয়েছি জানতে চাওয়াতে বাধ্য হয়েই বললুম—চা ও চিনে বাদাম ছাড়া আর কিছুই খাওয়া হয়নি। মহারাজ শুনেই গম্ভীর হয়ে আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন, "যাও—আমার ঘরে জাল আলমারিতে একটা কৌটাতে মিষ্টি আছে, আমার নাম করে ওদের বল তোমাকে দিতে। যাও, ওঠ। মিষ্টি জল খেয়ে তারপর আশ্রমেই প্রসাদ পেয়ে বাড়ী যেও।" আমি খুব অনিচ্ছায় উঠছি দেখে অন্তর্যামী মহারাজ বুঝলেন; তাই বললেন, "জল খেয়ে আবার আমার কাছে এসো।—আজতো তোমার খুব সুযোগ," বলেই মহারাজ আবার আগের মত হাসতে লাগলেন। আমি কিছু বুঝিনি দেখে বললেন, "আজ আমার কাছে একজনের কি দরকার ছিল। তাই সে আমাকে একা পাবার জন্য রিজার্ভ করে রেখেছে। অথচ কেন জানিনা তার আসা হ'ল না। এখন দেখছি তুমিই আমাকে রিজার্ভ করে রেখেছিলে—নয় কি ?" বাস্ যাই শুনলাম আমিই মহারাজকে রিজার্ভ করে রেখেছি, তখন আর আমি নিজেকে চাপতে পারলাম না—আনন্দে আমার চোখের জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁধ ভাঙ্গল। আমাকে ভোলাতে মহারাজ আবার বললেন, "তুমিতো খুব ফাঁকতালে আমাকে লুটছো।" বলেই আবার বললেন, "শীঘ্র বল কোথায় আছে ঠাকুরের উক্তি—এই হঠাৎ যোগাযোগের কথা,—শীঘ্র বল, আমি বেশী সময় দেব না।" এবারে আমি হেসে ফেললাম। আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে মহারাজ বললেন, "হাসলেও আমি ছাড়ব না, বলতেই হবে। একবার পেরেছ—আবার বল দেখি।" বাধ্য হয়ে মহারাজের কথা শেষ হবার আগেই বলে ফেললাম, "আপনি আমাকে জাত সাপের মতই ধরেছেন, এখন বলতেই হবে। তবে ঠিক বলতে পারব কি না তাই লজ্জা করছে।" ঐ প্রবীণ মহারাজকে দেখিয়ে আমার মহারাজ বললেন, "মনে কর তোমার মাষ্টার এবং হেডমাষ্টারের সামনে তোমার পরীক্ষা হচ্ছে।" বলেই আবার হাসতে লাগলেন। আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "পারবে, শীঘ্র বল।" আমি তখন সেই বনের মধ্যে শব সাধনার ঘটনাটী গুরুদেবের কৃপাতেই বেশ সহজ করে বললাম। খুব খুশী হয়ে মহারাজ বললেন, "ঠিক হয়েছে। তবে বাকিটুকুও বল।" এবারে বিপদে পড়লাম। তখন মহারাজ নিজেই খেই ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "বর দানের ব্যাপারটাও বল।" আমিও বেশ সহজ হয়েই মহারাজের কৃপায় বললাম, "এই বর দাও, মাগো, তোমার ভুবন ভোলান মায়াতে যেন মুগ্ধ না হই। এই বর দাও কেবল তোমাকেই যেন পাই।" "ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে"—মহারাজরা উভয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক সঙ্গে বলে উঠলেন। আমি উঠে গিয়ে মিষ্টি ও জল খেয়েই আবার ফিরে এলুম। এবারে অদ্বৈত আশ্রমের ঐ প্রবীণ মহারাজটী আমার মহারাজকে প্রণাম করে উঠলেন। আমিও তাড়াতাড়ি আমার মহারাজকে প্রণাম করে ঐ মহারাজকেও প্রণাম করতে গেলাম। তিনি কিছুতেই আমার প্রণাম নিচ্ছেন না। আমিও তাঁর পথ আটকে আছি দেখে তিনি আমার মহারাজের শ্রীপাদুখানি দেখিয়ে আমাকে বললেন, "মা! তোমার যা কিছু সব ঐখানে।" তবুও আমি চেষ্টা করছি দেখে আমার মহারাজ বললেন, "দাওহে—ওকে আজ ফাউও নিতে দাও।" তাঁকেও আমি প্রণাম করলাম।

এবার কেবল আমি আর আমার সর্ব্বস্ব ছাড়া আর কেউ নেই। ঐ দিন কি আর এ জীবনে ফিরে পাব? মহারাজ এবারে আমার কাছে সংসারের সকলের সকল বিষয় খবর নিলেন। আমিও একটী একটী করে খুঁটিয়ে সব বলে বাঁচলাম। সব শুনে মহারাজ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "উমা, তুমি সংসারে যতই কষ্ট পাচ্ছ আমি কিন্তু তোমার জন্য ততই আনন্দ ও শান্তি পাচ্ছি। তুমি নিজেও ক্রমশঃ তা বুঝতে পারবে—কেন আমি তোমার এই সাংসারিক কষ্টতে শান্তি পাই। মা যা করছেন সবই তোমার মঙ্গলের জন্যই করছেন। তোমাকে আর চেষ্টা করে মহামায়ার এই মায়ার বন্ধন কাটাতে হবে না—মা ধীরে ধীরে নিজেই তোমাকে তাঁর মায়ার হাত থেকে মুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছেন। সংসারে যতই ঠক্‌বে ততই তো ঈশ্বরের দিকে এগোবে। যত বুঝবে কেউ কারো নয় ততই তো নিজের জনকে পাবার ব্যাকুলতা বাড়বে।" এইভাবে সংসারের অনেক কঠিন কঠিন তত্ত্বের মানে করে, তার থেকে কি করে মুক্ত হতে পারি, কেমন করেই বা থাকব—সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আমার বুকটা মহারাজ বেশ হাল্কা করে দিলেন। আবার বললেন, "উমা, নিঃশ্বাসের প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ করে যাবে। কখন সুযোগ আসে বলা যায় না। মহামায়াকে সব সময় কর্ম্ম কমিয়ে দিতে বলবে। তাঁর কৃপা ছাড়া তো কেউ মুক্ত হ'তে পারে না। তাই 'মুক্ত কর', 'মুক্ত কর', বলে সকাল-সাঁঝে কাতর প্রার্থনা জানাবে।" মহারাজ বললেন, "বিকেলে আসছো তো? তবে সকালের দিকেই আমাকে তুমি একান্তে অনেকক্ষণ পাবে। এখন এখানেই অদ্বৈতাশ্রমে খেয়ে বাড়ী যেও। যে কদিন আছ খুব সকালেই চলে এসো। তোমাকে দুবেলা রান্না করতে হবে না। আমি বলে দিচ্ছি তুমি রোজ এখানেই প্রসাদ পেয়ে যেও। আমার প্রসাদও রেখে দেব, কেমন?" আবার এই ব্যবস্থা শুনে চোখে জল পড়তে লাগল। মহারাজ বললেন, "উমা, আমি কিন্তু মোটেই চোখের জল সহ্য করতে পারি না। তবে ঈশ্বরের কথায় যদি চোখের জল আসে ভাল। আর সেই অনুরাগাশ্রুতে মনের মলিনতা ধুয়ে ফেলাও ভাগ্যের লক্ষণ। মায়াতে কাঁদলে বদ্ধ হয়, অনুরাগে কাঁদলে মুক্ত হয়। তুমি এইগুলি বেশ করে স্মরণ-মনন কোরো, বুঝলে। দেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের কত বৎসর বৃথাই গেছে যদিও তার জন্য তুমি দায়ী নও। মহামায়ার ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। এই হচ্ছে তাঁর খেলা। তবু বলছি তোমাদের হবে। এই বাকি কটা দিন যেন বৃথা না যায়।" এবার বললেন, "কটা বাজে, ছাখ তো"—বলেই পরিতোষ মহারাজকে আসতে দেখে আমাকে বললেন, "তুমি এখন মন্দিরে গিয়ে বসো। তারপর সময় হ'লে আমার প্রসাদ নিয়ে গিয়ে আশ্রমেই খেয়ে বাড়ী যেয়ো।" আমিও ঠিক তাই করলাম। বেশ আনন্দের মধ্যে মহারাজকে তাঁরই আশীর্ব্বাদে ঐ কদিন বেণারসে রোজ সকালে আমি একরকম একাই পেতাম।

একদিন সকালে গিয়ে দেখি মহারাজ যেন কতই চিন্তায় ডুবে আছেন। আমি প্রণাম কোরে উঠতেই মহারাজ তাঁর মুঠো করা ডান হাতটী "ধর ধর" বলেই মুঠো শুদ্ধ হাতটী আমার দুহাতের মধ্যে রাখলেন। আমি আমার দুহাতের মধ্যে আমার সর্ব্বস্বকে পেলাম। তখন আমার যা অবস্থা হয়েছিল তা মুখে বলার বা লেখার সাধ্য আমার নেই। বেশ স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম মহারাজের স্পর্শ মাত্রেই আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একটা খুব ঠাণ্ডা অথচ কারেণ্ট লাগলে যেমন সর্ব্ব শরীর একসঙ্গে কেঁপে ওঠে ঠিক তাই হয়েছিল। মহারাজ হাতটী আমার দুহাতের মধ্যে ভর করে রেখে তারপর মুঠোটী খুললেন। আমি অবাক হয়ে দেখি একটী খুব বড়, ডিমের সাইজের সোনালি রংএর ও দেশের স্বর্ণ চাঁপা ফুল। আমি কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশে গেছি কিন্তু অতবড় আর গোল সোনালি চাঁপা এর আগে দেখিনি। কেবল নাকি কাশীতেই ঐ চাঁপা জন্মায়। মহারাজ আমাকে ফুলটী দিয়ে বললেন, "এটী তোমাকেই দেব বলে নিয়েছিলাম। দেখ, ইষ্টদেবকে সব সময় সুবাসিত ফুল দিতে চেষ্টা করবে। আর শ্রীমা হলদে ফুল ও যুঁই ফুল বড় ভালবাসতেন, এটা আমি নিজে দেখেছি। মাকে দেখেছি কতদিন সামান্য ঝিঙের মাচাতে ফুল ফুটে আছে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন। এমন কি উচ্ছে কুটতে কুটতে তারও ফুলটী হাতে করে দেখতেন—এটা আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। স্বয়ং মহামায়া যিনি—তিনিও তাঁর নিজের সৃষ্টিতে নিজেই মুগ্ধ হয়ে কেমন মায়াতে জড়িয়ে পড়েন। তাইতো স্বয়ং ঠাকুরও বলেছেন যে "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।" মায়ের এই কথাগুলি কেবল তোমাকেই বলে ফেললাম। হলদে ফুল পেলেই মাকে দেবে। তুমি যাকে ভালবাস তাকে তার ভালবাসার জিনিষটাই তো দেবে, নয় কি? ইষ্টদেবকে সুবাসিত ফুল দিয়ে দেখো তোমার ঐদিন কত তৃপ্তি বোধ হবে। এখানের একটী ডাক্তার মেয়েকেও (ডাঃ ইন্দ্রাণী) আমি এই সুবাসিত ফুলের কথাগুলি বলেছিলাম। সেই থেকে সে মাঝে মাঝে আমাকে এই ফুল দিয়ে যায়। আমি জানতাম তুমি এখুনি আসবে তাই ফুলটি হাতেই নিয়েছিলাম। তোমাদের দুজনকে ছাড়া আর কাউকে এসব কথা বলিনি, বুঝলে? তুমি ফুলটীর গন্ধ শুঁকে দেখ।" আমি মহারাজের কৃপার দান এবং দিব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ মাখান ফুলটী আগে কপালে ঠেকিয়ে তারপর গন্ধ নিলাম। সত্যই অপূর্ব্ব গন্ধ—মনটা গন্ধে বদলে গেল। আর ঠিক ঐ মুহূর্ত্তেই মহারাজও বলে উঠলেন, "কেমন বলতো, মনটা কত তাজা করে দিল। আজ শ্রীমায়ের, শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামিজীর কথা হ'ল। শেষের দিকে রাজা মহারাজের কথা হতে হতে সময় হয়ে গেল; তাই উঠে পড়তে হ'ল। আমি আরও চারদিন ছিলাম—ঐ ফুলটী সব সময় আমার বুকের মধ্যে রাখতাম। কোন্ কারণে সেই দুর্লভ ফুলটী গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলাম। ফেলে দিয়ে অবধি মনে মনে কষ্ট পেয়ে যাচ্ছি। তবে মহারাজের অশেষ কৃপা আমার উপর আছে বলেই ফুলটীর সেই দিনের গন্ধ আজও পাই। স্পষ্টই ঐ দিনের মহারাজের শ্রীপদ্মহস্তের নরম, ঈষৎ উষ্ণ, মৃদু চাপ ও সেই শিহরণ আজও বোধ হয়। এই স্মৃতি এতই প্রবল যেন ফুলটা মহারাজের কৃপায় আমার হৃদয় মধ্যে আজও বিরাজ করছে।

আমার জন্য মহারাজ নিজে কলকাতা যাবার সঙ্গী ঠিক করেছেন। আমি সকালে যেতেই আমাকে বললেন, "উমা আজ দিন ভাল। আজ একজন মিশনের কাজে কলকাতা যাচ্ছে। আমি অফিস থেকে টাকা দিয়ে তোমার টিকিট কাটিয়েছি। তুমি পরে যখন আমার কাছে আসবে, টাকা এনে অফিসে জমা দিয়ে দিও। তুমি কলকাতায় ফিরে যাও, মন খারাপ করোনা। তোমার বরটীতো খুব উদার বলতে হবে। তোমার যখন ইচ্ছা আসছো আর এতদূরে একাই পাঠায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি কিন্তু একা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারিনা। তাই আজ দুপুরে গুছিয়ে নিয়ে বরং চারটায় এখানে আসবে। তারপর এখান থেকেই রওনা হবে। আমি গাড়ীর খাবার করিয়ে দেবো। আর আমার প্রসাদও দেব। বাড়ী গিয়ে তাকে ও সকলকে দেবে। কি গো উমা, শুনলে ?" আমি মাথা নাড়া ছাড়া আর কোন কথা কইতে পারলাম না। আমাকে সেদিন কেবল সংসারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর কথা মতই দুপুরে কাঁদতে কাঁদতে সব গুছিয়ে চারটার আগেই মহারাজের কাছে এলুম। আমাকে হাসাবার জন্য অনেক হাসির ঘটনা বলতে লাগলেন। "আবার চলে এসো। আমি যদি তোমাকে জোর করে না পাঠাই, সে তো তোমাকে ডেকে নিতে পারে না। কারণ সে হিসেবী মানুষ, তার ছুটী নেই। তাই তোমাকে পাঠিয়ে অর্দ্ধেক পুণ্য সে পাচ্ছে তা সে বেশ জানে। তাই আমিতো আর তোমাকে এখানে বেশী দিন থাকতে দিতে পারি না। তোমার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দেখবার কেউ নেই। আমি যদি না ভাবি তো কে ভাববে বল ?" এই কথা হতে হতে সেই ভদ্রলোকটী এসে পড়লেন। তাঁকে মহারাজ বললেন, "এই মেয়েটীকে তোমার সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এখান থেকে কলকাতা পৌঁছিয়ে দিলেই চলবে। আর তোমার সঙ্গেই তাহলে ওর খবর পাবো।"

আমাকে বললেন, "বাড়ীতে গিয়েই সকলের খবর দিয়ে ঐ দিনই পত্র দিও।" ভদ্রলোকটীকে বললেন, "ওকে দেখো—ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার 'Great Devotee'।" কথাগুলি কেন জানিনা আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থেকে ঐ ভদ্রলোকটীকে বললেন, আর কথাগুলি ইংরাজীতে বললেন।

মহারাজের শ্রীপা দুখানিকে ঐ বারের মত চোখের জলে ধুয়ে, মুখ ঘোসে, মুছে, প্রণাম করে, সুধামৃত খেয়ে আবার ফিরে এলাম কলকাতায়।

তারপর বেশ মনে পড়ে ১৩৬৮ সন, ১২ই মাঘ আবার মাথায় খেয়াল চাপলো, আর পারছি না—অমনি ছুটলাম আমি যাঁর তাঁর কাছে। মাত্র দুদিন পরে হলে আমরা দুজনেই একসঙ্গে কাশীতে যেতে পারতাম কিন্তু ঐ অনিশ্চিত দুদিন আমার কাছে দুবৎসর বোধ হওয়ায় আমি দেরী সহ্য করতে না পেরে, সংসারে একজনকে ঠিক করে সব কিছু ধৈর্য্য ধরে গুছিয়ে দিয়ে গুরুর কৃপায় ৺কাশীতে রওনা হলাম।

এবারের ছুটী বেশ কিছুদিনের। তাই ছেলেমেয়েদের খুশী করে, নিজেই গিয়ে টিকিট কেটে এলাম। এই সব সারাদিন করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। উনি অফিস থেকে বাড়ী ফিরে, আমি তখনও রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হইনি দেখে খুব বকলেন। বললেন ট্রেনটাতো তোমার খেয়ালে ছাড়বে না। আর এই সাত আট মাইল পথ মোটরে হলেও আমি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। ট্রেনও হয়তো পাবে না। আমি ঐ বকুনির সঙ্গে দুটি ভাত খেয়ে নিয়ে কোন রকমে ছুটে এসেই মোটরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাকছি। পথে আর কোন কথাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়নি। অনেকটা দূরে এসে উনি বললেন, "টিকিট বা টাকা সঙ্গে আছে, না তাও ভুল হয়েছে?" আমি তখন আমার মালিককে ডাকছি, তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি—আমিও তো তোমার সাহায্য ছাড়া পঙ্গুই, তুমি যেমন চালাও তেমনি চলি। মাগো, 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' মনে মনে জপ করছি। ষ্টেশনে পৌঁছে কোন রকমে স্বামীকে প্রণাম করে বললাম, "আশীর্ব্বাদ কর যেন আবার একা যাবার জন্য বকুনি না খাই বা আমার যাত্রা যেন সফল হয়।" শুনে একটু হেসে বললেন, "যাত্রা সফল হবে, তবে মাত্র দুদিন আগে একা যাচ্ছ বলে বকুনি তো খাবেই।"

ট্রেন ছেড়ে গেল। আর আমি সংসার থেকে আমার চির কাম্য, চির আরাধ্য, চির শান্তির স্থল শ্রীগুরুমহারাজের চরণছায়ায় রওনা হলুম, আবার শক্তি সঞ্চয় করতে। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজের কথা মনে হ'ল, "নিজেকে সব সময় ট্রেনের যাত্রী মনে করবে।" খাঁটী কথাই তো! এই ছিলাম এক সংসারের মাঝে—কতই কাজ—কত বন্দোবস্ত করছিলাম, কত কথা বলে রাখছিলাম, যেন আমি ছাড়া ওদের একদিনও বা এক মুহূর্ত্তও চলবে না। আর যতক্ষণ সংসারে ছিলাম মা, মা, করে সবাই অস্থির করছিল, কিন্তু এখন সকলের সবই ঠিক চলছে। আর আমাকে তাদের দরকার হচ্ছে না বা আমি যদি নাও ফিরি তাতেও সকলের সবকিছু ঠিকই চলে যাবে। আমি আর এখন কারুর নয়। আরও মনে পড়লো শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি "মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস করবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু সঙ্গ করবে, ঘড়ি মেলাবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বামীজীর কথাও মনে হতে লাগলো, "মনুষ্যজন্ম—মুমুক্ষতা, —মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ" এইতো মনুষ্য জন্মের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই আমিও নিজেকে মহাভাগ্যবতী মনে করে আনন্দে ভাস্‌তে লাগলাম।

এইসব চিন্তার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ তলিয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় ট্রেনের একটি যাত্রী ছেলে আমাকে ডাক্‌লে—"মা! বর্দ্ধমান ছেড়ে গেছে, আমার সঙ্গে আরও দুজনের বেণারসে যাবার কথা ছিল—তারা এলোনা, তাই আপনি এই দুটো রিজার্ভ সিটেতেও আপনার বিছানা পেতে নিন।"

ঐ ছেলেটি মা বলে ডাকাতে আর বিছানার কথা বলে হুঁস্‌ করানোতেই তখন দেখি যে আমি একটি চাদরও সঙ্গে আনিনি। ছোট্ট এটাচিকেসে মাত্র চারখানা শাড়ী, ব্লাউজ ও সায়া ছাড়া পুরোহাতা একটী জামাও আনিনি। কেবল গায়ে উলের বোনা স্কার্বটি ছিল। ঐ ছেলেটি ঘুমিয়ে গেলে আমি চারখানা শাড়ী ও স্কার্বটি গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বিছানার কথা মনে পড়াতে তারপর থেকেই আমি ভীষণ শীতে কাঁপতে লাগলুম। তাই আশ্চর্য্য হলুম—কৈ এতক্ষণ তো শীত করেনি, কষ্টও পাইনি, আর এখন সহ্য করতেই পারছি না। এই দুরকম বোধ হওয়াতে বুঝলুম যে যোগে থাকা কি জিনিষ। একেই বোধহয় যোগাবস্থা বলা হয়, কারণ এতক্ষণ আমি একা শ্রীগুরু-দেবের চিন্তায়, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তায় এবং তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্তিগুলির মাঝে, স্বামীজীর কথা বা তাঁদের স্মরণ মননের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে চিন্তায় যুক্ত হয়ে যোগে ছিলাম, তাই এই শীত বা অন্যকিছুই এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। বড়ই আনন্দ হ'তে লাগলো এই যোগাবস্থার মাহাত্ম্য ভেবে। তাই আবার একাই ঐ সকল ভাবতে ভাবতে কখন ভাবাতীতে পৌঁছে গিয়ে সুখনিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলুম তা বুঝতে চেষ্টা করেও হদিস পেলাম না। এখন নির্জ্জন বাসেই তো আছি। কারুর সঙ্গে কথা কইনি, তারই পুরস্কার-রূপে বোধ হয় ঐ যোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গল একেবারে ৺গয়াধামে। আবার মহারাজের নির্দ্দেশ মতই ট্রেনের সজাগ যাত্রী হয়ে বসে রইলাম। জয়গুরু বলে যথাসময় ৺কাশীতে নেমে পড়লাম। এবারেও কেদারঘাটে স্নান করে ৺কেদারনাথ, ৺বাবা বিশ্বনাথ, ৺মা অন্নপূর্ণা দর্শন স্পর্শন করে মহারাজের কাছে খুব সকালেই পৌঁছুলাম। এতক্ষণে আমার স্বামীর কথা মনে পড়লো, "বকুনি তো খাবেই।" তাই বোধহয় অজান্তেই আমার হাতদুটো বুকে জড়ো করে আমি ঢুকে প্রথমেই মহারাজকে বলে ফেললাম "আমাকে বকবেন না।" এবারেও আগের বারের প্রবীণ মহারাজ, স্বামী মেধানন্দ ছিলেন, আর ছিলেন দেওনাথপুরার আমার এক গুরুভগ্নী শ্রীমতী আশা বন্দ্যোপাধ্যায়। "বকবেন না" বলে চোখের জলে ভিজে এগুচ্ছি। মহারাজের গায়ের গরম শালে তাঁর শ্রীপাদুটি মোড়া ছিল, দেখতে দেখতে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগুচ্ছি আর মহারাজ তাড়াতাড়ি শাল গুটিয়ে তাঁর পাদুখানি মুক্ত করে দিলেন। শালটি কোলে জড়ো করে নিয়ে বললেন "দেখ, দেখ, বলে কি? আমাকেই হুকুম করছে বকবেন না।" কথাটি বললেন ঐ প্রবীণ মহারাজকে। আমি তো শ্রীপাদুখানি নিজ হতে মুক্ত পেয়ে বেশ করে চোখদুটো বুলিয়ে সুধাপানে সাধ মেটাচ্ছি। আর মহারাজ কেন জানিনা উচ্চৈঃস্বরে "পরিতোষ পরিতোষ" বলে ডাকাডাকি আরম্ভ করেছেন। আমি কিন্তু আমার মনের সাধ মিটিয়ে ফুলের মালাতে তাঁর পাদুখানি সাজাচ্ছিলাম। এবারে সরে বসলাম। আমি সরতেই, মহারাজ আবার পরিতোষ পরিতোষ বলতে বলতে উঠে পড়ে টল্‌তে টল্‌তে চলতে আরম্ভ করলেন। দু-চারপা যেতেই পরিতোষ মহারাজও এসে পড়লেন। আমি তো ভয় পেয়েছি—কি হ'ল, কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ প্রবীণ মহারাজও আমার দিকে চেয়ে রইলেন। মহারাজ দু-চার পা যা এগিয়ে ছিলেন পিছু ফিরেই টল্‌তে টল্‌তে এসে বসে পড়লেন। বসে কোন কথা বা কারুর দিকে না চেয়ে কেবল পরিতোষ মহারাজকে বললেন, "আমার সব কটা সোয়েটার শীঘ্র নিয়ে এসো" বলে তাঁর দিকেই অস্থির হয়ে চেয়ে আছেন —কতক্ষণে পরিতোষ মহারাজ ফিরবেন। আবার উঠে টল্‌তে টল্‌তে এগোচ্ছেন, "কত দেরী করছে" বলতে বলতে। এবারে চার-ছয় পা যেতেই পরিতোষ মহারাজও একরকম ছুটেই বলা চলে, তিনটী সোয়েটার নিয়ে এলেন। মহারাজ বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কত দেরী করলে, দাও" বলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক একটি করে ঐ সোয়েটার তিনটীর নিজেই হাত পাল্টা পাল্টী করে ওজন দেখতে লাগলেন। আমরা চার জনেই কিছু বুঝছি না। কেবল অবাক্ হ'য়ে মহারাজের সোয়েটারগুলি ওজন পরীক্ষা করা দেখছিলাম।

পরিতোষ মহারাজের হাতে একটা আর নিজের হাতে দুটো এইভাবে দু-তিনবার সবগুলির ওজন দেখে "এটাই ঠিক্" বলে পিছু হেঁটে কেদারায় বসে সেই হাতের সোয়েটারটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "শীঘ্র ওঠ, ঐখানে গিয়ে আগে গায়ে পরে এসো।" এই বলে পাশেই বাথ্‌রুম দেখিয়ে দিলেন। আমি এতক্ষণ কিছুই বুঝিনি। তাতে আবার আমার জন্যই মহারাজ এত কষ্ট করে, ছট্‌ফট্ করে, উঠে, চলে, দাঁড়িয়ে, কতই ব্যস্ত হয়ে কিনা আমাকেই সোয়েটার দিলেন—তাও নিজের গায়েপরা —যা পরতে মহারাজকে আমি নিজে কতবার দেখেছি বেলুড় মঠে। ঐ সোয়েটারটিতে মহারাজকে কি সুন্দর দেখাতো। আমি তো সোয়েটার হাতে পেয়ে মাথায় ঠেকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে স্পষ্টই অনুভবে কিছুটা বুঝতে পারলাম যে গৃহী সাধু নাগ মহাশয়ের অবস্থা কেন অমন হয়েছিল। তখনি মনে পড়লো—একদিন বৃষ্টিতে ভিজে, ভিজে-কাপড়েই তিনি যখন শ্রীমায়ের কাছে এলেন, মাও ঠিক এমনি ব্যস্ত হয়ে কোন কথা না বলেই নিজের একখানি শাড়ী তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "আগে ভিজে কাপড় ছাড়।" নাগ মহাশয় ঐ স্নেহের পরশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাখান শাড়ী খানিকে তাঁর মাথায় বেঁধে আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতেই ছুটোছুটি করে বলে বেড়িয়েছিলেন, "বাবার চেয়ে মায়ের দয়া—মায়ের টান ঢের বেশী।" আমিও যে কি করি কিছুই মাথায় আসছে না। আমার অবস্থা দেখে মহারাজ আবার তাড়া দিয়ে বল্‌লেন, "কৈ শীঘ্র গায়ে দিয়ে এসো।" আমিও তো ঠিক শ্রীমায়ের প্রিয় সন্তানের হাত হতে শীতের জন্য তাঁরই ব্যবহার করা গায়ের সোয়েটারটী পেলুম। আর মহারাজও শ্রীমায়ের মতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে আগে আমাকে সোয়েটার নিজের হাতে করে দিয়ে, তবে সুস্থির হলেন বা কথা কইলেন।

আমি কোন রকমে উঠে গিয়ে সোয়েটারটি গায়ে দিয়ে তো এলুম। তারপর আর আমার পাদুটো চলছে না, সব শরীরটা আনন্দে ভারী লাগছে—মুখ বন্ধ হয়ে গেছে কেবল চোখদুটোর আনন্দাশ্রু আর বাঁধ মানছে না। আমি চলতে পারছি না দেখে আমার মহারাজ ঐ ভাব ভাঙ্গাতে বললেন, "বেশ হয়েছে, একটু বড় হয়েছে। তা এখানে যা ভীষণ শীত তাতে তোমার গায়ের যতটা ঢাকা পড়েছে ততই ভাল, ওটা তুমি রাত্রেও গায়ে পরেই শুয়ো, বুঝলে। তুমি তো বুনতে জান। পরে না হয় ওটা খুলে বুনে নিও, তোমার দুটো জামা হয়ে যাবে। বুঝলে।" আমি কোন রকমে মাথা নেড়ে সাড়া দিলাম। আমি তখনও স্বাভাবিক হতে পারছি না দেখে, এবারে মহারাজ নিজে হেসে কতই হাসির কথা আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন। এতক্ষণে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি হাত জোড় করে আমাকে বকবেন না বলে কেন ঢুকলে?" আমি সব কথাই বললাম।

কেদার ঘাটে স্নান করতে আমাকে বারণ করে বললেন, "মাঘ মাসে ৺গঙ্গা স্নানে পুণ্য হয় বটে, তবে এখনও ঐ ঘাটে বড় কারেণ্ট থাকে। আমি তোমাকে বারণ করছি—এখানে আরও যতদিন এবারে থাকবে তার মধ্যে আর ৺গঙ্গাস্নান করবে না।" প্রবীণ মেধানন্দ মহারাজকে বললেন, "মেয়েটী যখন হাত জোড় করে ঢুকলো ওর গায়ে মাত্র ছোট হাতের সূতীর জামা ছাড়া আর কিছুই নেই দেখলাম। শীতে ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তাইতো আমাকে অত ব্যস্ত হতে হ'ল।" আমাকে বল্লেন, "তুমি অমন করে কেন এসেছ?" আমি বললাম, "তাড়াতাড়ি সব কাজ করতে করতে নিজের কিছুই লক্ষ্য করতে পারিনি। আর হয়তো আপনার বিশেষ কৃপার দান পাব বলেই শ্রীশ্রীঠাকুর এইটি ঠিক করেছিলেন।" আমার কথা শুনে মহারাজ বললেন, "তার চেয়ে বল আমার হরি আছেন," বলেই আবার আমাকে হরি আছেন কথাটির মানে বলতে বললেন। আমি পট্ করে বললাম, "বৌমা সকলের সেবা করে সেটা তার কর্ত্তব্য। নিজের জন্য মোটেই ভাবে না, কারণ ভাবনা যাঁর তিনিই তো ভাবছেন। তাই সকলেরই হরির ভরসায় থাকা উচিৎ।" আমি ঠিক বলতে পারায় মহারাজরা উভয়ে খুব সন্তুষ্ট হলেন। মহারাজ আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন, "তোমার জন্য আমি রুটিন করে দিচ্ছি, তুমি সেই মত চলবে।" আমিতো চুপ করে মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাকছি যে কি রুটিন তিনি আমার জন্যে করেন। মহারাজ বলে চললেন, "মন দিয়ে শোন। সকালে বাড়ীতেই স্নান করে পূজা জপ ইত্যাদি সেরে বাড়ীতেই চা খেয়ে (কারণ আমি দোকানে চা খাওয়া পছন্দ করি না), তারপর ৺বাবা বিশ্বনাথকে জল—ঐ মন্দিরের সামনেই কিনতে পাবে, কিনে দিও। তারপর এখানের শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গল-আরতির প্রসাদ নিয়ে আমার কাছে আসবে। আমাকে সে সময় অনেকক্ষণ পাবে। সেবাশ্রমেই খেয়ে বাড়ী ফিরবে। কাল বৃহস্পতিবার, তুমি তো ব্রত কর; কাজেই আজই মন্দিরে বলে রেখে কাল মন্দিরেই প্রসাদ পেয়ে যেও। এই ভাবেই চলবে যতদিন তুমি এখানে একা আছ। বিকেলে কিন্তু বাড়ী থেকে বেরোন চলবে না। বিকেলের বদলে খুব সকালেই চলে এসো। তখন তো তুমি আমাকে অনেকক্ষণ পাবে। কি গো উমা রুটিন শুনলে?" আমি শেষটা শুনে কাঁদ কাঁদ হয়েছি দেখে করুণ হৃদয় মহারাজ তাড়াতাড়ি বোঝাতে লাগলেন, "তুমি তো বিকেলেও আসতে চাও, বুঝলাম, কিন্তু আমার যে চিন্তা হয়, অত দূরে থাক—একা রাত্রে ফের তাতে অন্ধকার পক্ষ। কাশী-ধাম মস্ত তীর্থস্থান আবার মস্ত গুণ্ডারও স্থান বটে তাতে তোমার বাসার পথটা বড় খারাপ। আমি চিন্তায় থাকি, সেটা কি ঠিক?" আমি মাথা নেড়েই স্বীকার করে নিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি মহারাজের রুটিন মতই সন্ধ্যাবেলা আর বাড়ী থেকে না বেরিয়ে পূজা জপ ইত্যাদি করে তারপর ঘুম না আসা অবধি একটানা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পড়ে কাটালাম। শ্রোতা আমি নিজেই। খুব ভোরে উঠে রুটিন মত সব কিছু সেরে নিয়ে, জেল হ'তে মুক্ত হয়ে সন্তান যেমন একছুটে মায়ের কোলে ফেরে, আমিও আমার মায়ের (মহারাজের) কোলে ফিরে বাঁচলাম।

আমার মহারাজকে অনেকেই **বাবা** বলেন, আমি কিন্তু তাঁকে "মা" বলেই জানি বা মনে মনে মা বলে ডেকেই শান্তি পাই। মুখে বলতে পারিনি, কিন্তু আমি "মা" বলে তাঁকে প্রথম দিন থেকেই জেনেছি। প্রথম দিনের দর্শনেই দেখেছিলাম **তাঁর চোখে-মুখে মায়ের স্নেহ, মায়ের টান —যে টানটি সচরাচর মায়েদের মধ্যে দুর্লভ।** যেন বিশ্বজননী মা আমার গুরুরূপে এসেছেন। আমি তাই প্রথম দিন থেকেই তাঁকে "মা" বলেই জানি। এটাতো ঠিক যে বাবার চেয়ে মায়ের দয়া ভাবনা ঢের বেশী। আমি আশ্চর্য্য হয়ে কতদিন কত ঘটনা মিলিয়ে দেখেছি। আমি যেই মনে মনে তাঁকে মা বলে ডেকেছি—তখন হয়তো ৩০।৪০ জন ভক্তের সঙ্গে কত কথা বলছেন বা তাদের কথা শুনছেন—কিন্তু তার মধ্যেই আমার **মা** কেমন এক ঝলক কৃপাদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছেন। এমন ঘটনা বহুবার মিলিয়ে দেখেছি। ঈশ্বর যে অন্তর্য্যামী তাই অন্তরের ভাষা ও ডাক তখুনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোনেন। যাক্ এটা আমার উচ্ছ্বাসও হতে পারে। আমার মা আমারই মা।

আজ মহারাজ (মা) কেবল আমার হয়েই বসে আছেন। তাঁর ডান হাতটি দেওয়ালের উপর ভর করে তোলা অথচ আশ্চর্য্যভাবে মায়ের মূর্ত্তিতে যেমন দেখা যায়, অভয় দিয়ে থাকেন, ঠিক ঐ ভাবেই তাঁর হাতের চেটোটি সম্পূর্ণ খোলা ও ঈষৎ সামনের দিকে হেলান। আর বাঁ হাতটি কেদারার হাতলের উপর চিৎ করা—চেটোটি খুলে রাখা। দৃষ্টি ঠিক ছল্-ছলে চোখে, কার পথ চেয়ে যেন বসে আছেন।

আমি আজ স্পষ্ট বরাভয়া মাকে দেখতে পেলাম। তাড়াতাড়ি যাতে তিনি ঐ অবস্থায় থাকতে থাকতে প্রণাম করে নিতে পারি, তাই খুব শীঘ্রই তাঁর শ্রীপাদুখানির কাছে বসলাম। আজ পাদুখানি তাঁর ভেলভেটের পাদুকার মধ্যে ছিল। কিন্তু আমার হাত লাগার আগেই আমার মা তাঁর ঐ বরাভয়া রূপেই বিরাজ করে তাঁর শ্রীপাদুখানি বার করে পাদুকার উপর রাখলেন। আমি আবার শ্রীমুখের দিকে চেয়ে নিয়ে প্রণাম করলাম আমার রীতিতে। মা আমার তখনও এক ভাবেই আছেন। গোলাপের মালা এনেছিলাম। সেই মালায় শ্রীপাদুখানি সাজাচ্ছিলাম। সব সেরে উঠতেই ঐ ডান হাতখানি নামিয়ে আমার মাথা বরাবর হাতটি দিয়ে তারপর চঞ্চল হয়ে উঠে আমাকে মহারাজ বললেন, "ধর ধর, এটা ধর।" একটু আগে মহারাজের বাঁ হাতের চেটোর উপরদিকের হাতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর গেরুয়া রংয়ের একখানি রাগ্ রাখা ছিল—দেখেছিলাম। সেই রাগ্খানি এতক্ষণে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "কাল সারারাত তোমার কথা ভেবেছি, ঐ একটা মাত্র সোয়েটারে এই হাড় কাঁপুনি শীতে কি হবে।" বলতে বলতে আমার হাতে ঐ সুন্দর গেরুয়া রংয়ের রাগ্টী দিলেন। দিয়ে তারপর আমার কি বিছানা আছে একটী একটী করে খোঁজ করে সব শুনলেন। গায়ে দেবার একখানি কাঁথা আছে শুনে বললেন "এ-কি তোমার কলকাতা পেয়েছ? যে কাঁথায় হবে। যাক্ আমি যা ভেবেছি, ঠিক তাই। তুমি সোয়েটারটা পরেই শোবে। রাগ্টা আগে গায়ে দিয়ে তার উপর তোমার ঐ কাঁথাটা চাপাবে, বুঝলে।"

আমি অবাক হয়ে এতক্ষণ সব দেখছিলাম ও শুনছিলাম। আমি আবার রাগ্টী পেয়ে মনে মনে সাধু নাগ মহাশয়ের কথা যেন কিছুটা অনুভব করলাম—বাবার চেয়ে মায়ের টান ও ভাবনা ঢের বেশী। আমার শোবার জন্যও মহারাজের এত চিন্তা—ভাবতেই চোখে জল এলো। আমি যেন মহারাজের ৬।৭ বৎসরের ছোট্ট মেয়েটী তাই "মা" এতো করে ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আমি রাগ হাতে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে আছি, কেবল তাঁকে দেখছি, যেন—"সাক্ষাৎ মা জগৎ জননী।" আমাকে ভোলাতে এবারে তাঁর রুটীন মত কি, কি, করলাম, কাল বিকেলেই বা কি করে সময় কাটালাম সব জানতে চাইলেন। আমিও সব বললাম, সন্ধ্যার পর থেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীমায়ের, স্বামীজীর ও আপনার ফটোর সামনে ঘুম না আসা পর্য্যন্ত কেবল "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" পড়েছি। রাত্রে কি খেয়েছি—জিজ্ঞাসা করাতে জানালাম দুধ, মুড়ি ও প্রসাদী মিষ্টি খেয়েছি। সব শুনে বললেন, "বেশ করেছ, **গুরুবাক্য পালন করা সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জেনো।** আমার কিন্তু তোমার জন্য মন কেমন করেছিল। মেয়েরাও তোমার খোঁজ করছিল। আমি তাদের বলেছি—উমা আমার কথা রেখেছে, তাকে আসতে আমি বারণ করেছি, একা রাত্রে ফেরে তাই।" বাড়ীতেই চা খেয়েছি, শ্রীশ্রীঠাকুরের ফলপ্রসাদ—এবারে পাব বলাতে খুব হাসলেন, বললেন "আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম। তোমার রাগ্‌টা এখন ঐ তাকে রেখে দাও। যাবার সময় মনে করে নিয়ে যেও।"

একেই বলে মায়ের স্নেহ, মায়ের টান। মহারাজ তো সেবক যে কোন মহারাজকে বলে দিতে পারতেন যে ওকে একটা কম্বল ও যা হোক একটা সোয়েটার দিয়ে দিও। তা না করে মহারাজ কেমন নিজের হাতে করে দিয়ে, তার মনের মধ্যে-ঢুকে, তাকে স্নেহের পরশে শান্ত করে, আদর কোরে, তবে যেন তিনি নিজে সুস্থির হতেন। এই সব দেখেছি ও নিজে কত উপভোগ করেছি বলেই বুঝতে পারি, মাঝি বৌয়ের দুঃখে শ্রীমা কেন মাঝি বৌকে তাঁর বুকের মধ্যে ধরে তারচেয়ে ও উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ভাসিয়ে ছিলেন। মার যে সন্তানের সুখে-সুখ, দুঃখে-দুঃখ। এইটাই আমরা সকলে আমাদের মহারাজের মধ্যে বেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পষ্ট দেখতে পেতাম। আরও অনেক শিক্ষার কথা—সাধনার কথা শ্রীমায়ের এই জগৎ জোড়া সংসারের কতই বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের কথা হতে হতে সময় হয়ে গেল। আবার আমাকে বিকালে পুঁথি পড়ে সময় কাটাতে বলে দিলেন। আমি সেবাশ্রমে খেয়েই বাড়ী ফিরলাম।

সবে ঘরে ঢুকে মহারাজের শ্রীঅঙ্গের পরশ মাখান সোয়েটারটী এবং রাগ্‌টী দেখছি আর একাই আনন্দে ভাসছি, ঠিক সেই সময় বেলা দেড়টা হবে, কোলকাতা থেকে আমার স্বামী বেশ বড় বেডিং নিয়ে এবং আরও লাগেজ-পত্র নিয়ে ঠিক যেন হিমালয়ের যাত্রীর মতই ওভারকোট, টুপি, গ্লাব্‌স ইত্যাদি পরে এসে পড়লেন। আমি তাঁকে দেখে হেসে এবং কেঁদেও ফেললাম। তারপর মহারাজের সোয়েটারটী কিছু না বলেই তাঁর সামনে ধরে বললাম, "চিন্‌তে পারছো?" দেখেই উনি মাথায় নিয়ে বললেন, "খুব চিনি, পেলে কি করে?" আবার আমি রাগ্‌টী সামনে ধরলাম। সব শুনে বললেন, "ভাগ্যবানের বোঝা স্বয়ং ভগবান বয়—এই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।" ওঁর মুখেও কি বিমলানন্দ ফুটে উঠতে দেখলাম!

আমরা দুজনে দুপুর থাকতেই রওনা হয়েছি। ৺বাবা বিশ্বনাথ দর্শন না করে আমার স্বামী মহারাজের কাছে যাবেন না কারণ মহারাজের বরাবরের পাকা হুকুম—"আগে ৺বাবা বিশ্বনাথ দর্শন" করে তারপর যেন তাঁর কাছে আসা হয়। আমরা তাঁর নির্দ্দেশ মত সব সেরে তাঁর কাছে বিকেল চারটায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলাম। বেশ মনে আছে ঐ দিন খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে পাহারা বসেছিল যেন কেউ গঙ্গায় স্নান না করে। ঐ দিনই গঙ্গাস্নানে দুচার জায়গায় লোক মারা যাবার খবর পাওয়া গেছে। গঙ্গায় কোথায় যেন বরফ দেখা গেছে, তাও রটেছে।

আমি যেই মহারাজের কাছে গিয়ে হেসে দাঁড়িয়েছি, অমনি মহারাজও হেসে ফেলে বললেন, "উমার খুব রুটিন পালন হ'ল, আর উমাকে কে পায়।" তারপর ওঁকে বললেন, "তুমি তো বেশ ওভারকোট পরে ব্যবস্থা করে এসেছ, আর তোমার বৌ কি এখানে মরতে এসেছিল ?" আবার তখুনি বললেন, "একেই বলে একাউণ্ট্যান্ট—সব সময় হিসাবে চলা" বলে খুব হাসতে লাগলেন। উনি লজ্জিত হয়ে বললেন, "ওযে কিছু আনেনি তা আমি ভাবতেই পারিনি। কারণ ওরই তো সব গোছগাছ করবার কথা। আমি তাই খোঁজও করিনি।" শুনে, মহারাজ বললেন, "তা তো ঠিক্। যাক্ উমার হরি আছেন" বলে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। বাড়ীর খবর একটি একটি করে নিয়ে বললেন "ঐটুকু মেয়েরা এতদিন থাকতে পারবে তো ?" আমাকে বললেন, "আর কি ? আমার দেওয়া রুটিন আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, বাড়ীতেই রান্না করবে দুবেলা। তুমি কি রান্না করছো আমি রোজ খোঁজ নেব।"

ঐদিন বিকেলে আমার আরও একটী নূতন নাম রাখা হ'ল —**"মহারাজের আদুরী।"** সকল মেয়ে ভক্তরা এক যোগেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজকে আক্রমণ করলেন, "বাবা আপনি ওকেই বেশী ভালবাসেন।" আরও কত অভিযোগ মহারাজকে আমার জন্য চুপ করে সহ্য করতে হয়েছিল। সকলের বলা শেষ হয়ে গেলে তখন মহারাজ বললেন, "ওর ছিট্ আছে"। যেই সকলে আমার দিকে একসঙ্গে তাকালেন, মহারাজ অমনি তাদের হেসে বললেন, "তোমরা যা মনে করছো তা নয়", তারপর নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "এখানের নয়" বলে নিজের বুকে হাতখানি চেপে ধরে "এইখানের ছিটে ধরেছে"। এবারে সকলে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। তবু মহারাজ বলেই চল্‌লেন, "ওর কলকাতায় ঘর বাড়ী সব কিছুই আছে, কিছু নেই বলে দিইনি। ওর ছিট্ আছে, তাই ওকে সামলাতে হয় আমাকে।

তোমরা তো দেখছো ও প্রায়ই ছুটে ছুটে এসে পড়ে; কলকাতা থেকে বেণারস কি কম দূর?" এর পরও আবার একসঙ্গে প্রায় সকলেই বললেন, "বাবা, আমরা দুবেলা এখানেই পড়ে আছি, রোজ রোজ বিরক্ত করি, তাই বুঝি আমরা আপনার ভালবাসার যোগ্য নই?" মহারাজ এবারে হেসে ফেলে বললেন, "উকিলের যা বলার ছিল বলা হয়েছে, এবারে হাকিমের ইচ্ছায় যা হয় হবে।" আবার প্রায় সকলে একসঙ্গেই অনুযোগ করলেন, "বাবা আমরা তবুও বল্‌বো, আপনি ওকেই বেশী ভালবাসেন।"

এর পর থেকে আমাকে কিন্তু সকলেই একটু করুণার চক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখতে লাগলেন। মহারাজ আমার স্বামীকে দেখিয়ে তাদের বললেন, "ঠাকুর বলতেন হাঁড়ি ও তার সরা কি আলাদা থাকে" "ঐ দেখ, ও এসে পড়েছে, ওকে দেখ, শীত ওর কিছুটী করতে পারবে না। আর এর ছিট আছে, কি এমনি বলি?" এইভাবে আমাদের সকল ভক্তদের নিয়ে দিনের পর দিন কি আনন্দই মহারাজ করতেন। হায়, আর কি আমরা সকলে "ঐ দীব্য-দীপালোকে" পতঙ্গের মতই ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে গিয়ে আমাদের, 'আমির আমিত্বকে' বিসর্জ্জন করতে পারবো?

মহারাজ আবার এমন সব কথা সকলের উপযুক্ত করে, সহজ করে বুঝিয়ে বলতেন, যাতে করে আমার মত মূর্খও ঐ বেদবাক্য যা সারা জীবন শাস্ত্র-বেদ, বেদান্ত, বা গীতা মুখস্থ করলেও বুঝতে পারত না, তা অনায়াসেই তাঁর কৃপায় হৃদয়ঙ্গম করতো। "ভগবানকে কি করে নিজের করে নিতে হবে, বৈধী পূজাতে? না প্রেম প্রীতিতে? কে কার প্রেমে পড়ে? যে যাকে ভালবাসে। কেবল ভালবাসা। ভালবাসতে বাসতে প্রেমে পড়বে, প্রেমের ফাঁদ পেতে তাঁকে ধরতে হয়। কথায় বলে প্রেমের ফাঁদে পড়েছি, আর উপায় নেই। **প্রেমের ফাঁদে ধরে তারপর তাঁকে প্রীতির ভোগ দাও।** আর কিছুই তোমাদের করতে হবে না। দেখ ভালবাসা ছাড়া কেউ একদিনও বাঁচতে পারে না। এই ভালবাসার পথ চেয়ে যুগ যুগ অপেক্ষা করা যায়। ভালবাসার পেছুতে সকলেই ছুটছে। কেউ টাকার, কেউ মানের, কেউ ছেলেমেয়ের, কেউ নেশার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ পাপের, কেউ ইষ্টের, কেউ অহংকারের ও কেউ প্রতিশোধের।”

“এমনি করেই মহামায়া তাঁর মায়ার আবরণে চোখ বেঁধে কেবল সকলকে ছোটাচ্ছেন। **যে যেমন চায়, সে তেমন পায়।** এই ছুটোছুটির পেছনে ঐ ভালবাসাই তাড়া করছে। তাই ভালতো বাসতেই হবে; কারণ ভালবাসা না থাকলে, মহামায়ার নিজের এই লীলাখেলা চলবে না। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর লীলা চলবেই—তাই ঠাকুরের কথা মত চল, তাঁকে আপন মা জ্ঞানে —পাতান মা হিসাবে নয়। এই বিশ্বাসের খুঁটি ধরে ঘোরা—মানে তাঁকে ধরে সংসার করা; তাঁকেই ভালবাসা; তিনি ছাড়া আর আমার আপনজন কেউ নেই; তাই তাঁকেই ধর। মা দেখনা কেমন তাঁর ছেলেমেয়েকে ভালবেসে ভালবাসতে শেখান। মহামায়াও এইভাবেই তাঁর খেলা আরম্ভ করেন। তারপর তাঁর ইচ্ছায় চললো ঐ ভালবাসার স্রোত। যেমন যেমন বুদ্ধি বাড়ে বা পূর্ব্বজন্মের কিছু সংস্কার থাকে সেইমত তার সঙ্গী জোটে এবং তার ভালবাসার মোড় ঘোরে।”

“মনে কর সংসার সাগর—আর দেহ তরী, মন মাঝি, কামনা-বাসনা—ঢেউ তুফান; সুখ দুঃখ—অনুকুল-প্রতিকুল। এখন তুমি কি করবে? জন্ম এপার—মৃত্যু ওপার, মায়ের কোলেই জন্ম, মায়ের কোলেই মৃত্যু। গন্তব্যস্থল ওপারে যেতেই হবে। মন মাঝির সাহায্য ছাড়া তরী চলবে না। তাই মনটাকে সব সময় শুদ্ধ, পবিত্র রাখতে হয়। ঠাকুর বলতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন যেন ধোপা ঘরের কাপড়—যে রংয়ে ছোপাবে সেই রং তখুনি ধরবে। তাই মনটীকে চিরপবিত্র, সাদা ধব্‌ধবে করে রাখতে হয়। **বিবেকের কাছে মনটাকে সব সময় জমা রাখবে, কামনার কাছে খুব সাবধানে থাকবে।"**

"যেমন ধূলায় যা রাখবে তা ময়লা হয়ে যাবে। তিনি সত্য-শিব-সুন্দর। তাই সত্যে থেকে, শিবরূপ খুঁটি ধরে, সুন্দর হয়ে, সুন্দরের পূজা কর। মনে খুব জোর দরকার আর তবেই আসবে বিশ্বাস। মনটি হল স্থান বা গুরু, বিশ্বাস হচ্ছে বস্তু বা ইষ্ট। মন নিয়েই কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। যার কর্ম্ম যেমন তার ফল প্রাপ্তিও তেমন। এখানে ঘুষ চলেনা, মানে চালাকি চলে না। চাই কায়মনো বাক্যে নিষ্ঠা। মনটিকে শুদ্ধ পবিত্র করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—প্রভু কৃপা করে তোমার নিজের মুখটিতে আলো ধর, মানে দেখা দাও। আঁধার ঘোচাও, অজ্ঞানতা ঘোচাও।"

"মনটী যত পবিত্র হবে তাঁর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ততই প্রকাশ পাবে। যেমন তোমার হাতের দর্পণখানি যত পরিষ্কার করবে, ততই তোমার মুখটী তাতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে। তিনি অন্তর্য্যামী সকলেরই অন্তরে আছেন, দেখা চাইলেই দেখা পাবে। তার জন্য চাই শিশুর শরণাগতি। বিশ্বাসের খুঁটি ধরে শরণাগত হয়ে পড়ে থাক।"

মহারাজ একদিন আমাদের দুজনকে বললেন, "তোমাদের আমি এক জায়গায় পাঠাব। সেখানে গিয়ে দেখে এসো—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমোন্মাদিনী হলে তার কেমন অবস্থা হয়। সেই সর্ব্ব-ত্যাগিনীর বয়স প্রায় একশো বৎসর হয়ে এলো। অথচ কেমন আজও শিশুর মতই চিদানন্দ সাগরে আনন্দে সাঁতার দিয়ে, ডুব দিয়ে কতই ঈশ্বরীয় খেলায় সদাই মত্ত হয়ে আছেন। আজও একভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ভাবরাজ্যে আনন্দে গান গেয়ে ভরপুর হয়ে আছেন। তাঁকে দেখলেই সহজে বুঝবে এগিয়ে পড়লে কি পাওয়া যায়।"

"শ্রীশ্রীঠাকুর যে "এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়", বলতেন কেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছেন—ঐ বৃদ্ধা"। আমরা দুজনে সেইদিনই বিকেলে ছুটলাম তাঁকে দর্শন করতে। তিনি আমাদের পেয়ে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন "তোমাদের কে পাঠিয়েছে বুঝেছি আমার ব্যাটা জীতেন তো?" মহারাজের নাম শুনেই কত আনন্দ করতে লাগলেন। এমন আনন্দের ঢেউ দিতে লাগলেন যে আমরাও তাঁর কাছে যতক্ষণ ছিলাম, তাঁর প্রভাবেই ঐ অমূল্য সময়টুকু আমরা আনন্দে ভাসতে লাগলাম।

তারপর আমাকে নিজেই বললেন "তোর গুরুর নামে গান লিখে দেব কাল এসে নিয়ে যাস্।" আরও কত নিজের লেখা শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মহারাজের গান আমাদের তিনি নিজে গেয়ে শুনিয়ে তার পরদিন তাঁর কাছে যেতেই আমাকে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং স্বামীজীর অনেক কথা আমাদের বললেন। তাঁর বিবাহের ঘটনা, তাঁর স্বামীর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইদিনের অতীত কালের কত মধুর ঘটনাবলী, স্বামীজীর মজার মজার কথাবার্ত্তা বললেন।

আমরা দেখলাম ঐ বৃদ্ধা অনবরত লিখেই চলেছেন। লেখার জন্য দোয়াতের বদলে ছোট পিতলের সরাতে কালি রেখেছেন। তিনি নিজেই বললেন—হাতটা কাঁপে বলে সরাতে কালি রাখি। দড়ি দিয়ে বাঁধা একটী চশমা আছে; চশমাটি কেবল লেখবার সময় পরেন। অন্য সময় আজও তিনি খালি চোখেই দেখেন। তাঁকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে তিনি কত বড়লোকের বৌ। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা-প্রাপ্ত বিখ্যাত বসুমতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী—শ্রীশ্রীঠাকুরের রাখা নাম "ভবতারিণী দেবী।" আজও সব থাকাতে তিনি কোন সাধারণ বা সংসারীর ছোঁয়া কিছুই গ্রহণ করেন না। কাউকে স্পর্শও করতে দেন না, কেবল মঠের সাধুদের পরিত্যক্ত, ছেঁড়া গেরুয়া ও তাঁদের ছেঁড়া কম্বল ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।

তিনি কোন দিন কোন সময় জল পান করেন না। কাঁচা দুধ একসের রাত বারোটার পর যেদিন যত রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রহণ করেন, তিনিও সেইমত তাঁর প্রসাদ পান। আমি তাঁকে খুব পীড়াপীড়ি করাতে বললেন, "পাগলী, আমি যে নিজের হাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাত থেকে অমৃত তুলে খেয়েছি, তার জোরেই তো খিদে পায়না। তাঁর জ্যোতি-ঘন মূর্ত্তি দেখেছি বলেই আজও আমার ছুটি হয়নি, যেদিন তাঁর দেখা পাব না আমিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইদিন থাকবো না।" তিনি কেবল কানে একটু কম শোনেন আর কথাগুলি একটু খনা খনা রকমের হয়েছে।

আমি তাঁর কথাগুলি সব মহারাজকে বল্‌লাম, তাঁরই বিষয় গান লিখে আর সেই গানগুলি গেয়ে শুনিয়ে আমাকে দিয়েছেন, আর কাশীতে আবার এলেই যেন আমি তাঁর কাছে যাই। আমার কথা মহারাজ শুনেই, সকলের সামনেই আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "এইরে ওতো এক মা-মনসা, তাতে ধূনোর ধোঁওয়া পেয়েছে" বলে খুব হাসতে লাগলেন। আবার তাঁর কথাও (ভবতারিণী দেবীর) মহারাজ বললেন, "ত্যাগ কাকে বলে দেখলে? ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঐ বৃদ্ধার মধ্যে পুরোমাত্রায় দেখা যায়। এই বয়সে উনি 'কুম্ভতে' যাবেন আর এক পয়সার কিছু নিজে ছোঁবেন না। ওঁর সঙ্গে বাড়ীর লোকেরা যাবে, উনি কিন্তু তাদের ধারে কাছেও যাবেন না, আমাদের সাধুদের সঙ্গে বরং থাকবেন।"

মহারাজ বলেই চলেছেন, "আমি নিজে একখানি গরমের শাল তাঁকে দিয়েছিলাম, তা কিছুতেই নিচ্ছেন না দেখে আমি বললাম, আপনার মধ্য দিয়ে ৺মা ভবতারিণীকেই পরিয়েছি। তাতেও আমাকেই আগে পরিয়ে তবে ছাড়লেন। আমি তাঁর গায়ে ঐ শালখানি জড়িয়ে দিলাম। একেই বলে সব থাকতে ত্যাগ। তা নয়, দাঁত পড়ে গেছে বলে মায়ের কাছে আর পাঁঠা বলি দেওয়া হয় না। তখন কেবল ফলের বলি দেওয়া হয়ে থাকে। এতে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একদিনের ঘটনা, মহারাজ একথা ও কথার মাঝে হঠাৎ আমাকে বললেন, "আজ কি রান্না করলে?" আমি যা বললাম তা শুনে বললেন, "এ আর এমন কি? এখানে মাছ, মাংস খুব সস্তা, খুব খাবে, যাতে এখান থেকে শরীরটা সেরে নিয়ে যেতে পার।" মহারাজের কাছে দুম্ করে আমার স্বামী তাঁর মনের কথা প্রকাশ করে বলেছিলেন, "উনি মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, ছেড়েছেন; তাই ঐগুলি প্রায় রান্না হয় না।" এই নালিশ শুনে মহারাজ আমাকে একটু বকেই বললেন্ "এ হুজুক তোমাকে কে দিয়েছে? কৈ আমাদের তো কোনই নিষেধ নেই—কেন ছাড়লে? তখন নিরুপায় হয়েই জানালাম,— আমার আর ঐগুলি মোটে ভাল লাগে না, তাই খাইনা। তবে এক হেঁসেলেই রেঁধে দিই। শুনে মহারাজ বললেন, "যদি তোমার মন থেকে ত্যাগ হ'য়ে থাকে তাহলে আমিও বলি— খেওনা। তবে কারো হুজুকে পড়ে না ছাড়াই উচিত। আগে তো খেতে—কতদিন ছেড়েছ?" আমি তাও বললাম। তখন খুব হেসে হেসে বললেন, "তবে একটা ত্রিশূল বাকী আছে, ওটাও ধারণ কর।" আমি খুব লজ্জা পেলাম ত্রিশূল কথাটা শুনে। মহারাজ কেমন আমার অবস্থা বুঝে তখুনি আবার আদরের সুরে বললেন, "উমা, তুমি বুঝলেনা, আমি তোমাকে ঠিকই বলেছি। তবে ত্রিশূলটী মনে মনে ধারণ কর আমি তাই চাই।" আবার বললেন, "ছেলেমেয়েদের রেঁধে দিও, আর তা বলে তোমার যেন ছুঁচি-বাইয়ে না ধরে।" এতে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব জোরের সঙ্গেই বললাম, "না মহারাজ, আমি জ্ঞানতঃ কোনদিন জাতির বিচার করিনি, বা কারুর হাতে খাওয়ার বিচারও করিনি বা শেষদিন অবধি তা করবো না, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ ছাড়ার কারণ 'মানতের' জন্যই পালন করছি।" আমার কথা শুনে বললেন "থাক্ থাক্ বুঝেছি। মনেই তো ত্যাগ, আর মনেই গ্রহণ।"

"তাই মনটার ওপর খুব জোর রাখবে। মনটাই সৎপথে নিয়ে যায়, আবার অসৎ পথেও নিয়ে যায়। গুরুর কৃপায় মনটাই ক্রমে গুরু হন। তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সৎপথে চলবে। যাক্ আবার বলছি—উমা! তুমি গেরুয়া ও ত্রিশূল নাও।" একটু চুপ করে থেকে বললেন, "মনে মনে ধারণ করতে বললাম, বুঝলে?"

এবারে আমি কলকাতা ফেরার দিন কতক আগে একদিন মহারাজকে জানালাম, আপনাকে আমার নিজের হাতে কিছু রান্না করে খাওয়াতে বড়ই ইচ্ছা করছে। শুনেই তিনি যা খেতে চাইলেন তা আমার রেঁধে নিয়ে যেতে বুক ফেটে যাচ্ছিল। মহারাজ জানালেন মাগুর মাছের ঝোল আমার বলা মত করে এনো। এই বলে কি করে, কি কি দিয়ে রান্না করতে হবে তাও জানিয়ে দিলেন। "মাগুর মাছ আধসের কিন্তু ৮টা যেন গুণতিতে হয়। আনাজ—ফুলকপির দুচারটা ফুল, ১টা গাজর, বড়বড় কড়াইশুটির দানা দুমুঠো, কাঁচাকলা একটা, ৪।৬ টুকরো পেঁপে—আলু দিও না। মস্‌লা কেবল একটু জিরে, আদা

১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁটা, ২টা গোলমরিচ—এল-পাইন ঘিয়ে রান্না করবে, খুব অল্প আঁচে বেশী করে সিদ্ধকরে ঐ ঝোলটি আনবে।" পরদিন মহারাজের কথা মতই নূতন পাত্র কিনে সেই পাত্রেই রেঁধে নিয়ে গেলাম মহারাজের জন্য সামান্য ঝোলটুকু।

বেলা ৯টার মধ্যে তাঁর শ্রীচরণে আমরা গিয়ে হাজির হলাম। পরিতোষ মহারাজের কাছে রান্না করা ঝোলটি দিয়ে যেই আমরা তাঁর কাছে গিয়েছি, ঠিক ছোট্ট শিশুর মতই চঞ্চল হয়ে মহারাজ বলে উঠলেন হাসি হাসি মুখে, "কৈ আমার জন্য মাছের ঝোল এনেছ ? আমি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে—মাথা নেড়ে জানালাম—এনেছি। তারপর কি, কি, কেনা হ'ল বা আজ-কাল কত করে ঐ সকল জিনিসের দাম হয়েছে সব খবর আমার স্বামীর কাছে নিলেন। আর তার থেকেই তাঁর ছোট বেলাকার সময়ের জীবনযাত্রার কথা অবতারণা করলেন যা আজও আমার কাণে লেগে আছে। মহারাজের প্রতিটি কথার মধ্যে আমাদের সততঃ মঙ্গলের এবং শিক্ষার বস্তু থাকতো, একটি কথাও তার মধ্যে সাধারণ নয়। আমরা আজ যা বুঝছি আগামী কাল তার থেকে নূতন আলো পাব, এবং জীবন ভোরই তাঁর ঐ কথাগুলি আমাদের সংপথে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্তে তাঁরই শ্রীচরণে মিলিয়ে দেবে।

মহারাজের কাছে রোগীর পথ্যের মত ঐ সামান্য ঝোলটুকু দিয়ে মনে অসহ্য কষ্ট পেলেও তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখ খানির দিকে চেয়ে বসে আছি। মহারাজ আমার স্বামীর সঙ্গে কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলছিলেন,—আমার চোখের দিকে যেই দৃষ্টি পড়লো অমনি অন্তর্য্যামী মহারাজ কেমন আমাকে আমার মনের কথার জবাব দিতে লাগলেন। বললেন, "ঈশ্বরের দিকে একপা গেলে ঈশ্বর যে একশো পা এগিয়ে আসেন, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শোন। —আমরা যখন জয়রামবাটী থেকে পায়ে হেঁটে ৺কাশীধামে তীর্থের মানসে রওনা হলাম, শ্রীমা তখন ছল্‌ছল্‌ চোখে করজোড়ে ঠাকুরের কাছে জানিয়েছিলেন, "এরা জলে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে যেখানেই থাকুক যে অবস্থায় পড়ুক—এদের তুমি রক্ষা ক'রো আর দুটি দুটি খেতে দিও।" দেখ আমরা তখন ঈশ্বরের পথে সবে মাত্র পা বাড়িয়েছি, তাতেই এতখানি তিনি আমাদের কাছে এসে পড়লেন যে তা আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করেছি। যেখানেই একটু ভাবনা বা হতাশা মনের মাঝে দেখা দিয়েছে, তখনি অমনি শ্রীমার সেই স্নেহ পূর্ণ কাতর প্রার্থনাটি —"এদের তুমি রক্ষা ক'রো, আর দুটি দুটি খেতে দিও" মনে পড়ে এবং তাঁর সেই ছল্‌ছল্‌ চোখে আমাদের আশীর্ব্বাদ করে বিদায়ক্ষণের ছবিটি স্পষ্টই আমার চোখের উপর ভেসে উঠে মনে প্রাণে আমাকে নূতন প্রেরণায় ও আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। সেইদিন থেকে আজ অবধি আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখি শ্রীমায়ের ঐ "দুটি দুটি খেতে দিও"-র আশীর্ব্বাদে আমার ঘরের অর্দ্ধেকের বেশী জায়গা খাবারেই ভরে থাকে। এখন তো আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিছুই খেতে পারি না তবু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে দেখ আমার ঘরটি ভক্তদের দ্বারাতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাবারে ভরে আছে। আমি ঐ সবগুলি স্পর্শ করে দিই আর আমার সকল ছেলে মেয়েরা প্রসাদ পায়; এতেও আমি কত আনন্দ পাই। যদি কেউ সর্ব্বান্তকরণে শিশুর মত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকে, তাহলে তিনি সর্বক্ষণ তাকে রক্ষণা-বেক্ষণ করেন। **তুমি এক পা এগোও, তিনি একশো পা এগিয়ে আসবেন।"**

বেশ মনে পড়ে ঐ সময় ১৩৬৮ সালের মাঘ মাসে অষ্ট-গ্রহের হুজুগে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকেই শিবের স্থান কাশীতে এলেই অমর হয়ে থাকা যাবে ব'লে নানা দেশ থেকে চলে আসছে। ঐ সময় পথের ধারে ধারে এবং মোড়ের মাথায় মাথায় খুব হোম, যজ্ঞ, পূজা, পাঠ ইত্যাদির ধূম লেগে গেছে। সকলেই ভয়ে আধ মরা—এই বুঝি সোনার সংসার ফেলে মরে গেলাম, জীবনটা বৃথাই গেল, কিছুই ভোগ হল' না। তাই বাধ্য হয়েই—যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি উঠে পড়ে করতে লেগে গেল।

এমনি একদিনের ঘটনা—আমরা মহারাজের কাছে খুব ভোরেই গিয়ে দেখি আজ মহারাজ খুব বিরক্ত হ'য়ে বসে আছেন। পথে আমরা দেখেই এলাম—সেবাশ্রমের উল্টো দিকের খুব কাছেই মাইক লাগিয়ে হোম ও মন্ত্রাদিতে খুব চীৎকার করেই পূজো চলছে। কাণে হাত চাপা দিয়ে কোন রকমে আমরা মঠে এসে তারপর মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁকে ঐভাবে দেখলাম।

আমাদের দেখেই বললেন, "কোনখানে চেঁচাচ্ছে বলতো,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠেছে।" আমরা বললাম, "কোন ধনী লোকেরা খুব ধূমধাম করে পূজা করছে আর তারা নিজেরাই ঐ ধনী ব্যক্তির জয় দিচ্ছে।" মহারাজ খুব চটে উঠে বললেন, "অসাধু ব্যবসায়ীরা চিরকাল ব্ল্যাক্ মার্কেট করে টাকা করেছে, আর ঐ টাকায় কামনা বাসনা নিয়ে হোম করছে, ওদের হোমে কিছুই হবে না। তবে এই সময় গরীব এবং কিছু কিছু ভক্তও তো আছে, তারা দেখগে শুধুহাতেই ৺বাবা বিশ্বনাথের কাছে কেঁদে কেঁদে তাদের প্রার্থনা জানাচ্ছে। তাদের অন্তরের ডাকে তবু কিছু হবে। ওরা মাইক লাগিয়েছে কেন? ভগবানকে কি বদ্ধ কালা মনে করেছে?"

একটু থেমে আরও কত কথাই বললেন, "বিপদে পড়ে সকলেই ডাক্‌ছে—সহজ অবস্থায় কজনে ডাকে?" ভক্তদের বললেন, "তোমরা ৺বাবা বিশ্বনাথের খাস তালুকের প্রজা, তাই খুব সাহস।" আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন "তোমরা তো এখানে অনেকদিন আছ—তাতে কলকতায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ঘর সংসার সব কিছু ফেলে এই হুজুগে তো বেশ আছ। তোমাদের মনেরই বা কি খবর?" আমাকে বললেন, "তুমিতো বেশ মা।" আমি বললাম, "যা হবার তাতো হবেই, তাতে আমার তো মোটেই ভাবনা নেই। বাড়ীতে যে আপনার পাতুকা রাখা আছে।" শুনেই মহারাজ সকলকে বললেন,—"শোন, উমা কি বলছে—আমার পাতুকা রাখা আছে! দেখ ওর কি বিশ্বাস!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর ঐ বিশ্বাস থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কথা বলে বললেন, "ঐ বিশ্বাসটুকুই চাই। বিশ্বাস হলে বাকিটুকু অনায়াসেই হয়ে যায়। দেখ মীরার কি ভক্তি এবং বিশ্বাস! লোকমুখে ভক্তিমতী মীরার হরিগুণ-গানের প্রশংসা শুনে স্বয়ং চিতোরের যুবরাজ রাণা কুম্ভ এলেন একদিন সুধা-কণ্ঠের সংগীত শুনতে। ভক্তি-বিভোরা মীরার হরিগুণ-গানে মুগ্ধ হলেন রাণা। —সানুনয় অনুরোধ জানালেন মীরাকে—চিতোরের রাজ-মহিষীর আসন অলংকৃত করতে।

সামন্তের কন্যা হ'লেন চিতোরের রাজরাণী—জীবনে এল এক বিরাট পরিবর্ত্তন!

স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী বিহঙ্গিনী হলেন রাজপ্রাসাদের প্রমোদ প্রকোষ্ঠে বন্দিনী। তবুও মীরার কোনই চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটেনি—ভক্তিপথ হ'তে রাজার ঐশ্বর্য্য মীরাকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

হরিগুণ-গানে মুগ্ধ রাজ্যশুদ্ধ লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনের পাত্রী হয়ে ওঠায় মীরাকেও দিতে হয় বারবার অগ্নি-পরীক্ষা এবং সহ্য করতে হয় সন্দেহানলের বহু নির্য্যাতন। মীরা কিন্তু তবুও তাঁর ভক্তি এবং বিশ্বাসে অচল ও অটল—কৃষ্ণ-প্রেম-পরায়ণা মীরা গেয়ে চলেছেন তাঁর প্রিয় হরিগুণ গান।

১। "মেরে তে গিরিধারী গোপাল, দুসরা না কোহি।
যাঁকে শীরমে মোর মুকুট, মেরে পতি ওহি॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। "মীরা কহে বীণা প্রেম্‌সে নেহি মিলে নন্দ্‌লালা।"

৩। "মন্ মাতোয়ারা মেরে মোহান,

মন্ মাতোয়ালা মেরা।

যব্‌সে তেরে দরশন পেয়ালা, ইন্ হ্যানোনে পিয়া—

মেরে এক হ্যায় সাঁঝ সাবেরা,

মোহান এক হ্যায় সাঁঝ সাবেরা॥"

তাইতো কামানের মুখেও মীরার গলার মালাটীও নষ্ট হয়নি—বিষপাত্রও হয়েছিল অমৃত!"

কতই বিশ্বাস, প্রীতির ও প্রেমের কথা মহারাজ সেদিন আমাদের শোনালেন যার মধুর সুর আজও আমাদের কাণে বেজেই চলেছে।

সেবারে আমরা আরও কিছুদিন ছিলাম। মোট পঁচিশ দিনেরও বেশী। আমি যেমন মাত্র দুদিন আগে একা গিয়েছিলাম,—শিলংয়ের এক গুরু ভগ্নী শ্রীমতী হেমকান্তি দাসের সঙ্গে মহারাজ আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাই আবার চুপচাপ মহারাজের আদেশে একাই কলকাতায় ফিরে এলাম। তখন মনে করেছিলাম যে ঐ ভগ্নিটী কলকাতায় যাচ্ছেন দেখে তাঁর সঙ্গেই মহারাজ আমার ফেরবার যোগাযোগ করে দিলেন। কিন্তু এতদিনে—মহারাজের দেহ যাবার প্রায় দেড় বছর পরে—আমাকে সেবারে ফেরৎ পাঠানোর পেছনে তাঁর লীলা রহস্য আপনা হতেই ধরা পড়েছে। ১৩৭০ সালের দুর্গাপূজার পর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পূঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেমকান্তি দিদি নানান্ দুঃখের কথার মধ্যে আসল কথাটি প্রকাশ করে ইং ১১-১০-৬৩ তারিখে আমায় লেখেন...... "বোন, তুমি বড়ই ভাগ্যবতী—মহারাজ তোমায় কত স্নেহ করতেন। এমন কি তুমি কাশী থেকে আসার সময় আমাকে সঙ্গে দিলেন। নাহলে আমি বোধ হয় শিবরাত্রি পর্য্যন্ত থাকিতাম। ভরত মহারাজতো বলিলেনই যে আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি শিবরাত্রি পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিবেন। আমি তাঁহাকে কেমন করিয়া বলি যে গুরু মহারাজের ইচ্ছায় আসিতে হইয়াছে? তিনি যে বলিলেন যে মা তুমি ওর সঙ্গে যাও—ও একলা যাচ্ছে। তাঁর আদেশ তো অমান্য করিবার উপায় নাই। তিনি তাঁর সন্তানদের কথা কি রকম ভাবিতেন, আশ্চর্য্য।...... তাই তো তাঁকে মায়ের স্থান দিই। তিনি শেষ দিকটায় একেবারেই মায়ের মত হইয়া গিয়াছিলেন।........"

পুঃ হেমকান্তি দিদির বয়স হইয়াছে। তবুও মহারাজ যে ঐরূপ বর্ষীয়সী গুরু বোনটীকেই আমার সঙ্গী করে দেন তার কারণ এই যে তাঁর সঙ্গে একটী বছর কুড়ি বয়সের ছেলে ছিল—সব সময় দেখা শোনা করার জন্য বেলুড় মঠ থেকে ভরত মহারাজ পাঠিয়েছিলেন।

ছোট ছেলে-মেয়েদের ও সংসারে দেখাশোনার লোকের অভাবের কারণেই মহারাজের কাছ থেকে সেবার আমাকে বাধ্য হয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে আসতে হয়। সেই দুঃখই আজও ভুলতে পারিনা। বারে বারে একাই যে কাশীতে গিয়েছে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার জন্য মহারাজের মাতৃহৃদয়ের লীলা-রহস্য এখন প্রকটিত হওয়ায় পূঃ হেমকান্তি দিদির কথা ভেবে সেই দুঃখ আজ আমাকে অস্থির করে তুলেছে। ঐ বৃদ্ধা ভক্ত মহিলা শিলং থেকে সুদূর কাশীতে গিয়েছেন—শিবরাত্র পর্য্যন্ত সেখানে থেকে যাঁর গুরুসঙ্গ করার ইচ্ছা—সেই তাঁকেই ধরে মহারাজ আমার সঙ্গী করে দিলেন! এই দুঃখতো সহজে ভুলিবার নয়। সবই তাঁর ইচ্ছা।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে পূঃ হেমকান্তি দিদির গুরুভক্তি ও গুরু-আজ্ঞা পালনের মহৎ দৃষ্টান্ত পাঠক সহজেই কল্পনা করতে পারবেন।

একদিন বেলুড়মঠে ভক্তদের সঙ্গে নানান কথা হতে হতে আমাকে লক্ষ্য করে মহারাজ বললেন, "উমা, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, প্লেনে চড়েছ কি?" আমি লজ্জিতা হয়েই বললাম, "উনি প্লেনে করাচী গেছেন, আমি যাইনি। আমার মাথা ঘোরা রোগ আছে, তাতে অত উচুঁতে ও ঐ ভীষণ আওয়াজে যদি খুব বেশী মাথা ঘোরে। তখন কি করবো, তাই যাইনি।" শুনে মহারাজ খুব হেসে সকলের সামনেই বললেন, "আমি তো এই বয়সে কত প্লেনে প্লেনে ঘুরছি, কৈ, আমার তো কখনও মাথা ঘোরেনি।" তখুনি আমার স্বামীকে বললেন, "করালী, তুমি উমাকে প্লেনে চড়িও। আমি ওর মুখেই শুনতে চাই কতখানি মাথা ঘুরেছে আর কতখানি ওর আনন্দ হয়েছে।" বলেই বললেন, "আমি তিনমাস আগে ৺কামাক্ষ্যা ধামে গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺মায়ের পূজা ও কুমারী পূজা করে এসেছি। বড় আনন্দ ও শান্তি পেয়েছি। তুমি উমাকে নিয়ে ৺কামাক্ষ্যা ধামে তীর্থ করে এসো।" আমার স্বামী বাড়ী ফিরেই আমরা যত শীঘ্র যেতে পারি তার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমার বাবা ও বড় বেয়ান আমাদের সঙ্গে গেলেন। তাই চারজনে প্লেনে যেতে অনেক খরচ হবে ব'লে আমিই আপত্তি করে ট্রেনে গেলাম। সেখানের পাণ্ডা ঠাকুর যেই শুনলেন আমরা স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের আদেশে এসেছি, তারপর থেকেই তিনি কত যত্ন করে আমাদের পূজা করালেন এবং দেখালেন—এই দেখুন, আপনাদের মহারাজ ৺মাকে বেনারসী পরিয়েছেন, আর এই নবরত্নের মস্ত বড় ছত্রটিও কলকাতা থেকে এনে টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। তারপর মহারাজ যে স্থানে বসে কুমারী পূজা করেছিলেন তাও দেখালেন বা খুব চেষ্টা করে ঐ পবিত্র স্থানেই আমারাও কুমারী পূজা করলাম। কুমারী পূজাকালীন আমার ভাগ্যে যা ঘটেছে বা দর্শন হয়েছে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তা আমার মনের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা রইলো গোপনে অতি যতনে।

৺কামাক্ষ্যা তীর্থ সেরে আমরা ফিরে এলুম। আর সে দিন হতেই বিগত আসাম গণ্ডগোল, যা ভাবাও যায়না, তা আরম্ভ হ'য়েছিল ; মোট কথা আমাদের ঐ ট্রেনখানি শেষ ট্রেন যা কোন রকমে আসাম সীমান্ত পার হয়েছিল। "গুরু কৃপাহি কেবলম্"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই ট্রেন আক্রমণ হলেও, ইঁট, পাটকেল ছুঁড়লেও—আমরা অক্ষত দেহেই ফিরেছিলাম।

কলকাতা ফিরেই বিকেলে আমরা সকলে মহারাজের কাছে বেলুড় মঠে গেলাম। আমি নিজের দোষ বলে ট্রেণেই গেছি এবং সকলের খরচে কুলাবে না তাই প্লেনে যাইনি জানালাম। বাবা এবং বড় বেয়ানকেও তীর্থে নিয়ে গিয়েছিলাম শুনে মহারাজ বললেন "বাবা মাকে তীর্থ করান খুব উচিত। তা বেশ করেছ ; তবে বেয়ানকে নিয়ে গিয়েছিলে শুনে আমার কিন্তু দুই বেয়ানের গল্প মনে পড়ে গেল। তোমাদের মধ্যেও তো খুব ভাব দেখছি। তোমাদের মধ্যে কে দু'হাত তুলে নাচতে জান ?" এই বলে কি ম র হাসিতে মহারাজ নিজে হেসে যাঁরা যাঁরা ছিলেন সকলকেই হাসালেন। তারপর ঐ বগল টিপে নাচা থেকেই কত উপদেশ দিলেন। এইভাবে আমি জন্ম জন্মান্তরে বহু পুণ্যের ফলে—মহারাজের কথাতেই বলি—আমি আমার মহারাজকে 'লুটেই' নিয়েছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে পৃথিবীর বাইরে— মুক্ত ক্ষেত্র ৺কাশীতে শিবরাত্রে।"

সন ১৩৬৮ সালের মাঘ মাসে বেণারস থেকে কলকাতায় ফিরে ফাল্গুন মাসেই শিবরাত্রির ২দিন আগে আমার মহারাজের কাছে আবার হাজির হয়েছি। আমার স্বামী এবারেও প্লেনে করে মহারাজের আদেশ পালন করতে শিবরাত্রি উপলক্ষে ৺পশুপতি নাথে পাঠাবার সব ঠিক করেছেন। আমি আবার জোর করেই ভাগ্যবলে আমার ইষ্ট-গুরু-শিবকে, একসঙ্গে পাবার জন্যই ৺পশুপতি নাথকে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে মনে মনে উদ্দেশে প্রণাম করে বেণারসের ট্রেনে একাই চেপে পড়লাম।

শিবরাত্রের মধ্যে আবার আমাকে তাঁর কাছে যেতে দেখে করুণহৃদয় মহারাজ খুব আনন্দ করে বললেন, "উমা! তুমি তো আবার এলে। আমি কিন্তু বেশী দিন তোমাকে থাকতে দেবনা। আমি বেলুড়ে যাচ্ছি, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।" এই কথা বলতে বলতেই সত্যেন মহারাজকে ডেকে তখুনি ষ্টেশনে লোক পাঠাতে বললেন। আরও বললেন, "তুমি নিজে এখুনি আমার নাম করে ষ্টেশন মাষ্টারকে ফোন করে বলে দাও। ঐ ট্রেনের শ্লিপার কোচেই যেন ব্যবস্থা করে দেয়।"

মহারাজ সব ব্যবস্থাই করে দিলেন। আমি কিন্তু মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পনের মিনিট হবে এসে দাঁড়িয়েছি। বাড়ীর সকলের খবর নিলেন, আমি মহারাজকে বললাম, "আপনার আদেশ মত এবারেও আমাকে প্লেনে ৺পশুপতি নাথের কাছে পাঠাবার সব ঠিক করে ছিলেন। আমি কিন্তু সেখানে না গিয়ে বাবা ৺বিশ্বনাথের ও আপনার কাছেই এলাম।" শুনে খুব হাসলেন, হেসেই বললেন, "ভয় পেয়ে নয় তো?" আশ্রমেই আমার থাকার ব্যবস্থা নিজে করে দিয়ে বললেন, "তোমার আর বাসা বাড়ী রাখতে হবে না। সব কিছু জিনিস পত্র গুছিয়ে-বেঁধে ঠিক করে মিশনেই রেখে, তুমি যা যা সঙ্গে নিতে পারবে তা নিয়ে কলকাতায় ফিরবে। বাসার চাবিটাও এদের কাছেই দিয়ে যেও।"

এই সব ব্যবস্থা নিজেই করে দিলেন। আমাকে বললেন, "তোমার গুরুসঙ্গে বাসও হবে, শিবরাত্রে মঠে পূজা করাও হবে, আর কাশীধামে তিনরাত্রের বেশী থাকাও হবে। কি গো— আমার সঙ্গে যাবে তো?" মহারাজ বেলুড় যাচ্ছেন, তাতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে, সেই আনন্দেই আমি তখন ফেটে পড়ছি। আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে গঙ্গা পার হব তাতে মহাতীর্থ কাশীধাম হ'তে, এর চেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য হতে পারে?" কথাটি শোনা মাত্রেই মহারাজ তাঁর স্নেহ বিগলিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আমাকে যেন মুক্তি স্নান করিয়ে দিলেন।

ভক্তেরা অনেকেই অবাক হয়ে আমার দিকে এবং মহারাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন। আমি মহারাজকে বললাম, "কাশীপুরের সাধনানন্দ মহারাজ একটি সুখবর দিয়েছিলেন, তাঁদের পেটভরে রাজভোগ খাওয়াতে হবে, এই সত্বে।" শুনে মহারাজ বললেন, "সুখবরটি কি?" আমি জানালাম, "আপনি দয়া করে প্রেসিডেন্ট-পদ গ্রহণ করেছেন এবং বেলুড় মঠে আসছেন তাই।" শুনে খুব হেসে অন্য সকলের দিকে চেয়ে মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, "তোমরা হ'চ্ছো পাতকুয়ার ব্যাঙ, আর উমা হচ্ছে সায়রের ব্যাঙ।" তারপর ঐভাবে থেকেই আবার বললেন, "উমা! এরা সকলে তোমার আরও একটি নূতন নাম রেখেছে, আর তোমাকে অভিযুক্ত করেছে আমাকে নিতেই তুমি এসেছ বোলে। এরা তোমার নাম "অক্রূর" রেখেছে। একে তো এরা তোমার উপর খড়গহস্ত হয়েই থাকে, তাতে এবারে তুমি আমাকে নিতে এসেছ।" খুব হেসে হেসে আনন্দ করেই মহারাজ এই কথাগুলি বলেছিলেন।

পরদিনই শিবরাত্রি। বিকেলের সভায় মহারাজ সকল ভক্তদের বললেন, "কে, কি ভাবে, শিবরাত্রের ব্রত করবে?" বলে একটি সুন্দর হাসির ঘটনা বললেন। রাজা মহারাজের (ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) সঙ্গে আমাদের মহারাজ (কোন এক দেশে—নামটি আমার মনে না আসায় লেখা গেলনা) সেই দেশের মঠে ছিলেন এবং মঠের পাশেই গৃহস্থ বাড়ী ছিল। বাড়ীতে অনেকগুলি মহিলা থাকতো। তাদের মধ্যে এক উৎকট ভক্ত মহিলা কিভাবে শিবরাত্রের ব্রত করেছিল বললেন, "তারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগের দিনই ফল মিষ্টি ফুল ইত্যাদি মঠে দিয়ে গেল, কারণ উপোস করে তো আর পাশের বাড়ী যাওয়া যায়না, আবার যান-বাহনেও যাওয়া যায়না, তাই বাসি হোক আর যাই হোক পূজা দিয়ে গেল। পরদিন প্রথম প্রহরে ঐ বাড়ীতে খুব ভক্তির চোট জানা গেল, দ্বিতীয় প্রহরে আর কোন সাড়া নেই, তৃতীয় প্রহরের আগেই সেই বাড়ী থেকে কান্না-কাটির আওয়াজ আসতে লাগলো। কান্না শুনে তখন রাজা মহারাজ আমাদের মহারাজকে বললেন, "জীতেন, দেখতো কি ব্যাপার।" আমাদের মহারাজ তখন মঠের পূজায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ডাকে কাছে এসে ঐ কান্না শুনে বলেছিলেন, "হয় তো ও বাড়ীতে কেউ মারা গেছে।" রাজা মহারাজ তাতে বলেছিলেন, "এমন আরাম-প্রিয়দের এই কঠিন শিবরাত্রি ব্রত না করাই উচিত ছিল। একি ছোলা দিয়ে কুমড়ো ছক্কার সঙ্গে লুচি খেয়ে একাদশী করা? এ ব্রত পালন না ক'রলেই ভাল করতো। এখন শিবঠাকুর আমাদের পূজো নেবেন, না ঐ মরার ব্যবস্থা করবেন? আজ শিবঠাকুরের বয়ে গেছে সকলের পূজা না নিয়ে ঐ শবকে নিতে। আজ শিবঠাকুরের চেলা ভূতেই ওর গতি করবে।" এই কথাগুলি তিনি খুব হেসে হেসে রগড় করেই বলেছিলেন।"

আমাদের সকলকে মহারাজ খুব হেসেই বললেন, "দেখো তোমরা যেন কেউ ঐদিন ম'রো না। কারণ গতি তা হলে ভূতেই করবে।"

পর দিনই শিবরাত্রি। আমি খুব ভোরেই গঙ্গাস্নান করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি খুব ছোট্ট শিব ও নন্দীর একসঙ্গে একটি বিগ্রহ কিনে গঙ্গা ও ৺বাবা বিশ্বনাথের স্পর্শ করিয়ে নিয়ে সোজা মহারাজের কাছে গেলুম। আমার একহাতে ফুল ও মালা, আর হাতে ঐ বিগ্রহটি। মহারাজকে দেখিয়ে বললাম, "এই বিগ্রহটিকে আপনি স্পর্শ করে দিন, আজ গঙ্গাস্নান করিয়ে, ৺বাবা বিশ্বনাথের স্পর্শ করিয়ে এনেছি, দেখুন কি সুন্দর বিগ্রহটি।" বলতেই মহারাজ হাত পেতে নিয়ে দেখে বললেন, "তাই তো খুব ছোট্ট হলেও বেশ সুন্দর, তাতে আজ শিবরাত্র, আর গঙ্গা, ও ৺বাবা বিশ্বনাথ স্পর্শ করিয়ে এনেছ।" এই বলেই মহারাজ তাঁর দুটি হাতের মধ্যে ঐ বিগ্রহটি নিয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজে বুকের কাছে বিগ্রহটি ধরে জপ করে দিলেন। আমি এই সময়ের মধ্যে আমার রীতিতে ইষ্টগুরুর শ্রীপাদুখানি প্রাণভরে পূজা করে নিলাম।

মাহারাজ জপ করে দিয়ে আমাকে বললেন, "এই বিগ্রহটি আমি শোধন করে জপ করে দিয়েছি, এঁকে আর উপোসী রাখা চলবে না। তুমি এখুনি আমার নাম করে অদ্বৈত আশ্রমে সোজা পূজারীকে গিয়ে বল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গেই পূজার ব্যবস্থা করতে। ঐখানেই কদিন থাকবেন। যাবার দিন ফুলের মধ্যে করে যেমন বলবে সেইভাবে নিয়ে যেও। আমি তখুনি তাই করলাম।

মহারাজ আমাকে বললেন, "আজ সারা রাত, তোমাকে যেমন দুর্গানাম জপ করতে বলেছিলাম, ঐ ভাবেই আজ রাত–

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

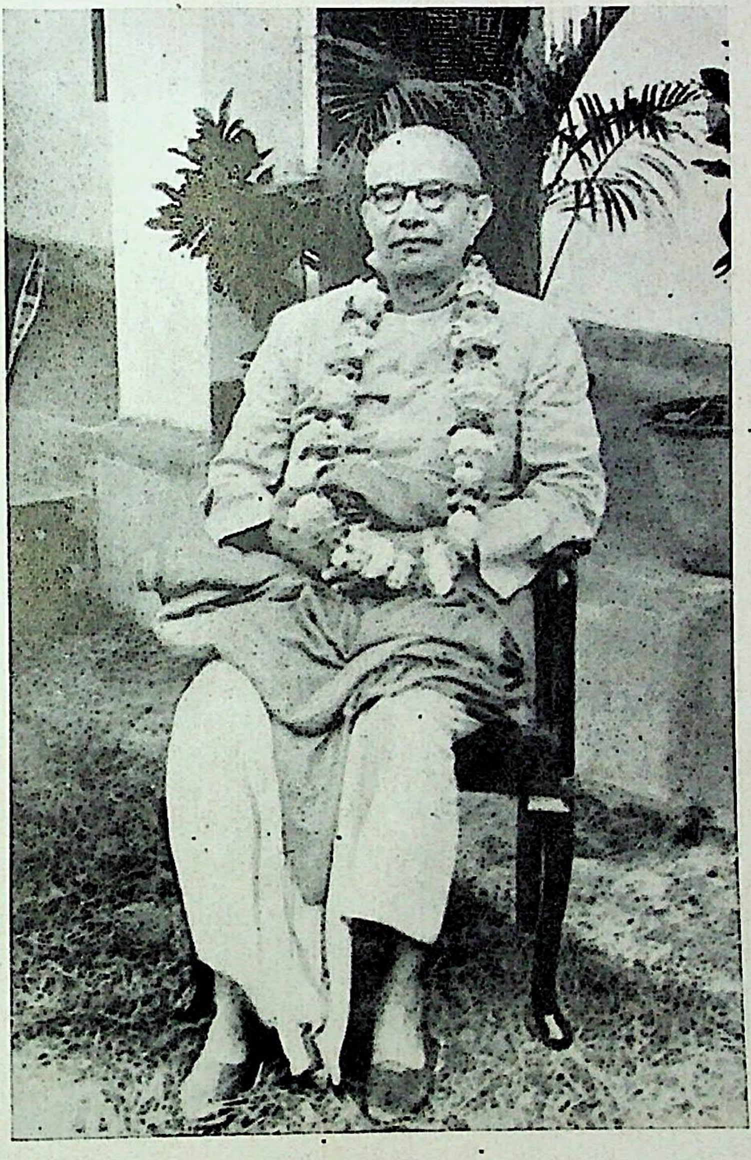

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোর শিবের নাম জপ করে যাবে, সংখ্যার হিসাব রাখতে হবে না,—অনবরত জপ করবে।" আমিও তাই করলাম। কলকাতা থেকে আসবার সময় মহারাজের জন্য মোজা বুনতে বুনতে এসেছিলাম, এক পার্টি মোজা ট্রেনেই আগের দিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পাটীটি,—আমি শ্রীগুরুর কৃপায় শিবরাত্রের সারা রাতের মধ্যে, মোজার প্রতিটি ঘরে ঘরে জপ করতে করতে বুনে শেষ করেছিলাম। আবার প্রত্যেক প্রহরে প্রহরে মহারাজরা যখন মঠের পূজা এক একবার সাঙ্গ করে ৺বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল দিতে যাচ্ছিলেন, আমিও প্রতিবারেই তাঁদের সঙ্গে হেঁটে গিয়ে ৺বাবার মাথায় জল দিয়েছিলাম।

কেবলমাত্র দ্বিতীয় প্রহরেই রিক্সায় গিয়েছিলাম। এই সঙ্গে আরও একখানি রিক্সায় বুদ্ধ মহারাজ ছিলেন—আমি সেদিন গুণ্ডার কবলে পড়েছিলাম, যা পরে বর্ণিত হয়েছে।

ভোরে পূজা শেষে গঙ্গাস্নান ও ৺বাবা বিশ্বনাথ দর্শন স্পর্শন করে আমার চিরকাম্য মহারাজের শ্রী-পাদুখানি প্রাণ ভরে আমার রীতিতে পূজা করে তাঁর পদ্ম হস্তে ঐ মোজা-জোড়াটি দিলাম। মহারাজ ভাল করে দেখে বললেন, "বেশ সুন্দর বুনেছ আর খুব নরম ও হাল্কা, মনে হচ্ছে মেসিনে বোনা।" পূর্ব্ব রাত্রে আমার সঙ্গে এক মাদ্রাজী গুরু বোন পূজা-কালীন প্রায় সারা রাত আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি তাড়া-তাড়ি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ মহারাজ, আমার সামনে উনি কাল চুপ করে ঐ মোজাটি বুনেছেন।" তাঁর কথা শুনে মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন, "আমি কি তোমাকে সারারাত মোজা বুনে শিবরাত্রের ব্রত করতে বলেছিলাম, না সারারাত বরং জপ করে কাটাতে বলেছিলাম?" আমি বললাম, "আমি দুই করেছি। আপনিই-তো বলেছেন সংখ্যার হিসাব রাখতে হবে না; তাই আমি ঐ মোজাটির প্রতি ঘরে ঘরে জপ করেছি। আপনার আশীর্ব্বাদেই প্রত্যেকবারে মহারাজদের সঙ্গে গিয়ে ৺বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জলও দিয়েছি।" সব শুনে মহারাজ বললেন, "তাহলে তুমিতো ডবল পুণ্য করেছ, শীতের মধ্যে সাধুকে—তাতে গুরুকে গরমের কিছু—আর আমি মোজাটাই বেশী ব্যবহার করি, ঠিক সেই জিনিষ দান করলে। কিন্তু এটি জপ করতে করতে বুনেছ, আমি পায়ে পরবো কি করে?"

আমি বললাম, "ইষ্ট-গুরু একই। আপনি যে নামই জপ করান না কেন তা আমি আপনাকে মনে করেই জপ করে থাকি বা তাতেই আনন্দ পেয়ে থাকি। আপনি এখুনি পরুন নয়তো বলুন আমি পরিয়ে দিই।" মহারাজ বললেন, "ওটা-কাল পরবো, যেটা পরে আছি সেটা কি দোষ করলো?" বলেই তাঁর পায়ের উপরের কাপড়টা তুললেন ও আমাকে ফুল সরিয়ে দেখতে বললেন। আমি দেখে হেসে ফেললাম, কারণ মহারাজ আমার আগের বারের বুনে দেওয়া মোজাটিই কৃপা করে তখন পরেছিলেন।

ঐ মাদ্রাজী ভক্ত মহিলা উঠে মহারাজের পায়ের মোজাটি দেখে তাঁর পায়ে মাথা বুলিয়ে প্রণাম করে বললেন, "তাই কাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারারাত কারুর সঙ্গে উনি কথা বলেন নি।" মহারাজের সামনে আমার হাত দুটো নিজের মাথায় ঠেকিয়ে দুটো হাতের চেটোতেই চুমা খেলেন। এবং সেই থেকে ঐ ভক্ত মহিলা আমাকে তাঁর মেয়ের মত ভালবাসতেন।

আরও দুদিন খুব 'আনন্দের' মেলায় কাটিয়ে তারপর যা দেখলাম, তা বড়ই করুণ দৃশ্য। তখন বুঝিনি কেন আমারও এতো শূন্যবোধ হচ্ছে। যাঁরা রইলেন তাঁদের অবস্থা যেন আমিও বুঝতে পারছিলাম, তাই আমারও চোখের জল বাঁধ মানছিল না। রওনা হবার দিন সকাল থেকেই মহারাজ যেন গভীর সমাধিতে মগ্ন আছেন। সকাল থেকেই তিনি প্রায় মৌন হয়ে আছেন। চোখ দুটি মহারাজের—জলে ভরা, লাল টুকটুকে, মুখখানি আরও লাল। যত গরীব দুঃখীরা আসছে তাদের সকলকে নিজের হাতে করে ধুতি, শাড়ী, কম্বল, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি যা হাতে পাচ্ছেন তাদের দিয়ে দিচ্ছেন। আর তাদের হয়েই মহারাজ তাঁর চির-পবিত্র চোখের জলে ৺বাবা বিশ্বনাথের কাছে কাতর প্রার্থনা করছেন যেন সকলকে কৃপা করে মুক্ত করেন। মহারাজ কতদিন আমাকে বলেছেন, "মা চোখে ঠুলি দিয়ে রেখেছেন। তাই মাকে 'মুক্ত কর, মুক্ত কর' বলে সব সময় ডাকবে।" তাই বোধ হল, মহারাজ কেবল ঐ কথাই মা অন্নপূর্ণার দরবারে সকলের হয়ে জানাচ্ছিলেন।

ভক্তদের কাছে মহারাজের বিদায় নেবার দৃশ্য যা দেখেছি তার সব ছবিটি ঠিক ঠিক আঁকতে গেলে আজও চোখের জলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মনের তুলি ধুয়ে যায়, তাই হাতও থেমে যায়। মহারাজের কাছে যে কেউ প্রণাম করতে আসছেন তিনি তাকেই তাঁর ঐ পদ্মহস্ত দুখানি বুকে জড় করে প্রতি-প্রণাম করে যাচ্ছেন। আমার এই দৃশ্য দেখে মনে হতে লাগলো, শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "ভাগবত-ভক্ত-ভগবান অভিন্ন,—তিনে এক, একেই তিন।" তাই বোধ হয়, মহারাজ কাউকেই বাদ দিচ্ছেন না।

বিকেল তিনটে থেকে আবার মহারাজেরা এবং মিশনের লোকেরা এসে আমার মহারাজকে প্রণাম করে যাচ্ছেন। মহারাজের ঘরের সামনে প্রত্যহই গরুর দুধ দোয়ান হয়ে থাকে। ঐদিন আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম যে, মোট পঁচিশ-তিরিশটি গরু এবং বাছুর হবে, অন্যদিন কত হৈ চৈ বা ঐ বাছুরগুলির চারপা তুলে লাফালাফি আর তাদের মায়েদের জাব খেতে খেতে বাছুরদের জন্য হাম্‌লান এবং ছটফট করা—মোট কথা বেশ এক চঞ্চল পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে থাকে, গরুবাছুরের ডাক অনবরত শুনতে পাওয়া যেতে থাকে। কিন্তু আজ তারাও সকলে ছবির মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বাছুর ও গরুগুলি তাদের ড্যাব-ডেবে চোখ দিয়ে মহারাজের বিদায়কালীন দৃশ্য দেখে অশ্রু বর্ষণ করছে এবং জাবে মুখ না দিয়েই আমার মহারাজের শ্রীমুখ-পদ্মের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে চুপচাপ দুধ দিয়ে যাচ্ছে। আজ মহারাজের এই বিদায় নেবার দৃশ্য তারাও সহ্য করতে পারছে না। তাদের দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল শ্রীকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরহে গাভীদেরও কি নিদারুণ ব্যথাই না সহ্য করতে হত। এই দৃশ্যটি ঠিক যেন মথুরা ত্যাগকালীন অক্রূরের রথে শ্রীকৃষ্ণে গোপ, গোপিণী, গাভীবৎস সকলকে ছেড়ে রথে আরোহণের মতই দেখাতে লাগলো।

মহারাজ সামনের দালানের বাঁদিকে বসে আছেন। আর এক এক করে লাইনে দাঁড়িয়ে সকল সাধু মহারাজ এবং বাহিরের ভক্তরা তাঁকে পূজা করে যাচ্ছেন। কেউ ফুল, কেউ শুধু বেলপাতা, কেউ মালা, আবার অনেকে শুধুই চোখের জলে পূজা করে চলেছেন। মহারাজ হাত জোড় করে ঐ পূজা নিচ্ছেন এবং তখুনি তাঁদের পূজা সার্থক হয়ে উঠছে। প্রণাম করতেই প্রায় ২ ঘন্টা লেগেছিল। প্রণাম সারা হলে মহারাজ আমাদের সকলের সামনে দিয়েই অদ্বৈত আশ্রমের মন্দিরে টলি টলি পায়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গেলেন। আমাদের কাউকে সেখানে যেতে দেওয়া হ'ল না। দশ পনের মিনিটের মধ্যে মহারাজ বেশ জোরে জোরেই চলে এলেন, এখন আর সেই আগের ভাব মোটেই নেই।

আমার মহারাজ এক মহারাজকে দিয়ে সকলকেই বলে দিলেন, ষ্টেশনে যেন কেউ কষ্ট করে না যায়, কারণ তাতে কেবল ভীড় বাড়বে। আমাকে সকালেই বলেছিলেন, "তুমি আগেই রওনা হয়ে যেও। তোমার জন্য গাড়ীর খাবার আশ্রমের মেয়েরা করে দেবে, আমি বলে দিয়েছি।" আমি ঠিক পাঁচটার সময় রওনা হয়ে গেলাম। ষ্টেশনে গিয়ে দেখি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক মহারাজরা আগেই মহারাজের জিনিসপত্র নিয়ে চলে এসেছেন। যাঁরা আমাকে চিনতেন তাঁরা বললেন, "আপনি কেন কাঁদছেন? কাঁদবো বরং আমরা।" আমি ষ্টেশনে আসার আধ ঘণ্টার মধ্যেই জয়ধ্বনির সঙ্গে মহারাজকে চেয়ারে করে আনা হল। মহারাজকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশেই বেলুড় মঠে চলেছেন। আর কোন দুঃখ নেই। ষ্টেশনে পৌঁছেই মহারাজ বললেন, "ঠাকুর কি বলতেন?" সকলে চুপ করে আছেন দেখে নিজেই বললেন, "পরমহংসের ফৌজ আসছে। এরা সকলেই তাই মনে করছে।" বলে ষ্টেশনের অন্য লোকদের দেখালেন। আমাকে বললেন, "তোমার মুখ ভার কেন?"

দেখতে দেখতে বারণ করা সত্ত্বেও অনেক ভক্ত-সাধু এবং মহারাজরা এসেছেন। গুরু মহারাজকে বসাবার জন্য ষ্টেশন মাষ্টার নিজে এসেছেন, এবং দুই, তিনখানি বিভিন্ন সাইজের ও গড়নের চেয়ার আনিয়ে মহারাজকে একটিতে জোর করেই বসালেন। আমার মহারাজ তাতেও বাধা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তো এখন মায়ের একটি রেলের যাত্রী ছেলে। ঐ তো আরও মায়ের কত ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি না হয় এই বেঞ্চেই বসি। মায়ের এই ব্যবস্থাই তো এখানে আছে।"

তাতে সকলেই আপত্তি করে, জোর করে মহারাজকে একটি বড় কুশন-কেদারায় বসালেন। মহারাজের গলায় মালা ও শ্রীহস্তে ফুলের তোড়া এতো দেওয়া হতে লাগলো, দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হল যেন সৃষ্টির যত ফুল বুঝি সবই আজ আমার মহারাজের কাছে জড় হয়েছে। শ্রীমা যেন তাঁর সৃষ্টির যত রং একত্র করে, আমার মহারাজের রংয়ের সঙ্গে তুলনা করতেই অত রংয়ের ঝর্ণা ঝরালেন, কিন্তু শ্রীমা নিজেই নিজের সৃষ্টির কাছে হারলেন। শ্রীমায়ের ছেলের রংয়ের যে তুলনাই নাই।

সেদিন সেই ভুবন ভোলান রং তাঁরাই দেখেছেন, যাঁরা—প্রেম, মধুর ভালবাসা, এবং প্রীতির রংয়ে অবগাহন কোরে, সর্ব্বক্ষণ ঐ রংয়েই ডুবে আছেন।

সত্ত মুমূর্ষু জীবেরও আত্মার কল্যাণের জন্য আমার দয়াল-হৃদয় মহারাজের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! মহারাজ ষ্টেশনে আসবার পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটলো।

মহারাজের পিছন দিকে প্ল্যাট্‌ফরমের পশ্চিমদিকে রেল লাইনে হঠাৎ মালগাড়ীর ইঞ্জিনে একটি গাধা কাটা পড়লো। সকলেই একসঙ্গে "কাটা পড়লো—কাটা পড়লো" করে হৈচৈ করতে লাগলো। আমার মহারাজ ব্যস্ত হয়ে বললেন "কে কাটা পড়লো গিয়ে দেখে এসো।" মহারাজরাও দেখতে গেলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে এসে আমার মহারাজকে জানালেন, "একটা গাধা কাটা পড়েছে"। শুনেই মহারাজ বললেন, "বাঁচবে না, না কি? কোনখানটা কাটা পড়েছে?" বাঁচবে না শুনে ব্যস্ত হয়ে বললেন,—"তোমরা ফিরে এলে! যাও বেচারীর সামনে তোমরা একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াওগে, যাতে মরবার সময় বেচারী অন্ততঃ সাধু দর্শন করতে করতে মরে।"

মহারাজের আদেশে তখন অনেক সাধুরা গিয়ে সেইদিকে দাঁড়ালেন। আমিও সেই দৃশ্যটি দেখতে গেলাম, যদিও আমি ঐরূপ দৃশ্য দেখার কেন, শোনার মত সাহসীও কোনদিন নই। কিন্তু মহারাজ যা বললেন, তাতে স্পষ্টই দেখলাম মহারাজ পুনরায় বুঝিয়ে দিলেন, জীবমাত্রেই শিবজ্ঞান করবে। খোল আলাদা, ভিতরের বস্তু আত্মা একই। সেই আত্মাই কালে পরমাত্মায় যোগ হয় মাত্র। আমাদের চোখে একটা তুচ্ছ জন্তু গাধা, তার আবার জীবন, মরণ, কিন্তু মদগুরু জগৎগুরু—তাই সকল দিকেই সমান এবং সজাগ লক্ষ্য—কি করে সকলেই ভব পারে যেতে পারে বা অন্ততঃ চৈতন্য হয়। আমরা যখন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ঐ গাধাটির মুখ উল্টো দিকে ছিল কিন্তু যেই সাধুরা মহারাজের কথামত এসে দাঁড়ালেন, আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম ঐ মুমূর্ষু গাধাটি হঠাৎ খুব শক্ত হয়ে কোন রকমে আছাড় খেয়ে মহারাজদের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে নিয়ে শেষবারের মত মাথাটি মাটিতে রাখলো। দেখলাম সাধুদের দর্শন করতে করতেই আমার মহারাজের কৃপায় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। আমি হাত কপালে ঠেকিয়ে মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে প্রণাম জানালাম।

এইসব ব্যাপার মিটলে মেয়েদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে বিশেষ করে বঙ্কিম মহারাজের মায়ের সঙ্গে বেশ আনন্দ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা কইলেন। তাঁকে হেসে হেসে বললেন, "মা তুমি এতো দূরে ষ্টেশনেও ছুটে এসেছ, ঠিক করে বলতো কার জন্য এসেছ? তোমার ঐ ছেলের জন্য" বলে বঙ্কিম মহারাজকে দেখিয়ে তারপর নিজের বুকে হাতটি দিয়ে দেখিয়ে, "না এই বুড়ো ছেলের জন্য এসেছ আর কাঁদছো, আমাকে তা ঠিক করে বলতো মা।" মহারাজের ঐ স্নেহ-মাখা কথা, তাতে বিদায়-বেলায় মা বলে ডেকে "কার জন্য কাঁদছো বলতো মা" জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা জননী কেঁদেই বলেছিলেন "বাবা তুমি যে আমার প্রথম ছেলে। বঙ্কিম তো ঢের পরে। তোমার জন্যই কাঁদছি, আমিও যে বুড়ো হয়েছি—আর কি তোমাকে দেখতে পাব, তাই কাঁদছি। বঙ্কিমের তো তুমিই আছ।"

এর পরই মহারাজ হাতটি নেড়ে আমাকে কৃপা করে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছে বসতে বলে বললেন, "তোমাকে গোটা কতক কথা বলবো।" এই বলে আরম্ভ করলেন, কি করে আমাকে সংসার করতে হবে, কি কি আমার করা উচিত বা অনুচিত তাও বলে দিলেন। কত দরকারী কথা আমার মঙ্গলের জন্য বলতে বলতে আমার মুখের দিকে সস্নেহে চেয়ে রইলেন। আরও বললেন, সংসারটা তো তুমি আরম্ভ থেকেই দেখছো পাতান সংসারে তো যাওনি তাই তোমার এতো শীঘ্র হুঁস্ হয়েছে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমাকে আর যেন পেছুতে না হয়। কেউ কারুর নয়। তোমার মধ্যে যাঁকে দেখিয়েছি কেবল তাঁকেই ধরে থাক, তাঁকেই তুষ্ট কর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এতো তো সংসারের জন্য করেছ বিনিময়ে কি পেয়েছ? আমার কাছে মাত্র কদিন এসেছ, বলতো যা করে এত দিন কাটালে তাতে শান্তি পেলে না এখন শান্তি পাচ্ছো। তোমার আর একটি মাত্রই ছেলে আছে তাকে খুব যত্ন করে মানুষ করবে, খুব লক্ষ্য রাখবে, যাতে তার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় তার দিকে সব সময় খেয়াল রেখ। শ্রীমা তোমাকে ঐ একটিই বাঁধন দিয়েছেন। শ্রীমাকে সকাতরে প্রার্থনা করবে "মা, তোমার ছেলেতে আমি যেন লোভ না করি।" পরের জিনিসে কি লোভ করতে আছে? তাকে মানুষের মত মানুষ করে তার পায়ে তাকে দাঁড়াতে শিখিয়ে দিয়ে তুমি তখন সম্পূর্ণ সরে দাঁড়াবে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু এটা সব সময় মনে রেখ। তোমাকে আমি বিশেষ ভালবাসি, তাই এতো বলছি।" "আর একটা কথা—বাজে লোকেদের সঙ্গে সময় কাটাবে না। তাতে নিজের এবং সময়ের ক্ষতি হয়। সময় তো অনেক বৃথাই নষ্ট হয়ে গেছে। আর যেন একদিনও বৃথা বয়ে না যায়। যাদের সঙ্গে মিশবে তারাও তোমার ভাবের ভাবী এবং এক পথের পথিক হওয়া চাই, তবেই তাদের সঙ্গে সব কথা এমন কি মন্ত্রের কথাও আলোচনা করা চলে। তীর্থ করবে ঠিক ভাবের বা পথের পথিকের সঙ্গে, বাজে লোকের সঙ্গে তীর্থ করলে তীর্থের ফল লাভ হয়না। তোমার স্বামীর খুব ভাল আধার, তাকে সাহায্য করবে। অনেক দিন তো স্বামী স্ত্রী হয়ে কাটালে। শ্রীমায়ের ইচ্ছায় তোমার স্বামী ভাগ্য খুব ভাল, তাই তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতোটা এগুতে পেরেছ। সংসারের পথে যেমন দুজনে চলেছ, সাধনার পথেও বন্ধু ভাবে হাত ধরে চলবে। তুমি আর এখন তার স্ত্রী নও, বন্ধু। বন্ধুর দায়ীত্ব—মা, বাপের পরই, তাই যাকে তাকে বন্ধু ভেবে বিশ্বাস করোনা। তোমাদের হবে—আমি আশীর্ব্বাদ করছি।"

বেলুড় মঠে যদি আমাকে এমন ভাবে না পাও, দুঃখ ক'রনা। তোমার তো সেখানে অবাধ গতি। তুমি যখন আসবে তখন যেন বাইরের পাঁচ জনকে জুটিয়ে এনোনা, তাহলে হয়তো ওরা তোমাকেও আটকাবে। ট্রেন এলেই তুমি আগে ট্রেনে উঠে পড়বে। আমি না উঠা পর্য্যন্ত ট্রেন ছাড়বে না। তুমি আমাকে প্রণাম করে নাও, তখন আর প্রণাম করতে হবে না।"

আমি আজ বুঝছি শ্রীশ্রীগুরুদেব কৃপা করে আমার কাছে বাকি জীবনের এবং আমার অন্তিমের প্রণামও করিয়ে নিয়েছেন। ঐ যে বলেছিলেন "এখন আমাকে প্রণাম করে নাও, তখন আর করতে হবে না" এতেই আমার বুক বাঁধা রইলো। "দেখ তোমার সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ কথা কইলাম, মেয়েরা বিরক্ত হচ্ছে আর ওরাও একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। তাই তুমি উঠে গিয়ে ওদের মধ্যে দাঁড়াও। আমার কথা মত সব সময় চলবে।"

আমি এতক্ষণ মহারাজের শ্রীপাদুখানির সামনে বসে তাঁর মুগ্ধ-করা শ্রীমুখপদ্মের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে তাঁর অভয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাণী শুনছিলাম—ঠিক কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে থেকে অর্জুন যেমন, গীতা শুনেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তাঁদের চারিধারে অসংখ্য লোকজন ছিলেন, আর আমাদেরও চারি ধারে অসংখ্য লোকজন এবং মহারাজরা ছিলেন,এবং স্থানটিও তীর্থস্থান পুণ্য বারাণসী ধামের ষ্টেশন, যেখানে কেউ কোনদিন চিরস্থায়ী হয়ে থাকে না। তাই এই স্থানটি আমার কাছে "কুরুক্ষেত্র"। জানিনা কতক্ষণ ঐ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আমার জীবনের শুভক্ষণে ঐ গীতা শোনবার ভাগ্য স্থায়ী হয়েছিল।

মহারাজ নিজে আমাকে "এবার ওঠ" বলায় আমার চমক্ ভাঙ্গল। আমি তাঁকে প্রাণ ভরে তাঁরই কৃপায় প্রণাম করে আকণ্ঠ সুধামৃত পান করে, তাজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে মেয়েদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। মহারাজ খুব ব্যস্ত হয়ে বরদা মহারাজ, নেপাল মহারাজ এবং সত্যেন মহারাজকে বলে দিলেন, "ট্রেন এলেই তোমরা উমাকে তার সীট্ দেখে বসিয়ে দিয়ে, আমাকে জানাবে। তোমরা আগে ওকে বসিয়ে দিও।" ট্রেনটি ঐদিন এক ঘণ্টারও কিছু বেশী লেট্ ছিল। তাই অন্যান্য মহারাজরা অনেকেই তাতে আনন্দ করছেন দেখে, আমার করুণ-হৃদয় মহারাজ বললেন, "তোমাদের যেমন আনন্দ হচ্ছে, এর ঠিক উল্টোটাও তো অন্যের হচ্ছে। মনে কর, কোন কঠিন রোগী ঐ ট্রেনটিতে আছে বা কোন জরুরী দরকারে কেউ ঐ ট্রেনে যাবে, তাদের অবস্থাটাও তোমাদের চিন্তা করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত।" দেখলাম আমাদের মহারাজ কত চিন্তা সব সময় সকলের প্রতি সমান ভাবেই করে থাকেন।" "মদগুরু জগৎগুরু" বলেই সব দিকে কড়া নজর—"যেন সজাগ প্রহরী।"

এবারে আমাদের মহারাজ বুদ্ধ মহারাজ ও অপূর্ব্বানন্দ মহারাজের সঙ্গে কথা আরম্ভ করলেন। এর অল্পক্ষণ পরেই আমাদের মহারাজ উঠে বঙ্কিম মহারাজের সঙ্গে পায়চারি আরম্ভ করলেন। বেশ জোরে জোরেই মহারাজ পায়চারি করছিলেন —চার পাঁচ বার প্রায় পনের বিশ হাত করে, মহারাজ আসা যাওয়া করলেন। কি সুন্দর তখন দেখাচ্ছিল মহারাজকে।

একেই অস্তগামী সূর্য্যদেব ৺কাশীধামে শেষ বারের মত আমার মহারাজকে আলিঙ্গন করে, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, বিষণ্ণমনে মুখ আরও লাল করে অস্ত যাচ্ছেন। তাঁর সহস্র ছটার পরশের আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় আমার মহারাজকে পায়চারি করতে দেখলাম। তাই স্পষ্ট দেখা গেল অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় মহারাজের চারিধারে বলয়াকারে অপূর্ব্ব-স্নিগ্ধ-জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে। আমার এই দর্শন ভাগ্যই আমাকে আরও সৌভাগ্যবতী করেছে। আমিতো নিজেই আশ্চর্য্য হই; আমার প্রতি মহারাজের কি অনুকম্পা!

এবারে দশ-পনের মিনিটের মধ্যে ট্রেন এসে গেল। ষ্টেশনের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা আবার মহারাজের কাছে এলেন। আমাকে মহারাজ হাসিমুখে ইশারা করে ট্রেনে উঠতে বললেন। যেন আমার সব সারা হয়ে গেছে, তাই ইসারা করে ডেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে চললেন। সত্যেন মহারাজ আগে গিয়ে আমার সিট্ দেখে তারপর আমাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে এলেন। মহারাজের রিজার্ভ ফার্স্টক্লাশ কামরাটির ঠিক পেছনেই আমার বগিটি যেন শ্রীশ্রীঠাকুর লাগিয়ে রেখেছিলেন। তাই আমি আরও আশ্চর্য্য হয়েছিলাম, অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন অন্তরের কথা হুবহু শোনেন। তাঁর কাছে আমি চেয়েছিলাম মহারাজের কামরার পেছনে যেন আমার স্থান হয়। কারণ ৺গঙ্গায় যেন মহারাজের শ্রীপাদুখানি ধরে পার হতে পারি। ঠিক তাই—মহারাজের কামরার ঠিক পেছনেই আমার স্থান হয়েছে।

ট্রেনটি যখন ছাড়লো তখন আবার সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কান্নাজড়ান গলায় তাঁরা সকলেই মাথার উপর হাত তুলে (হয়তো যাতে দেখতে অসুবিধা না হয়) এক সঙ্গেই জয়ধ্বনি দিতে দিতে মহারাজের কামরাটির সঙ্গে যতটুকু এগোতে পারেন সকলেই এগোচ্ছেন। আর তাঁদের চির আদরের ধন, চির আপন জন, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজজীকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন ট্রেনে করে চলে এলেন। ঐ দিনের ট্রেনের চাকার কর্কশ আওয়াজের সঙ্গে সকল ভক্তদের এবং মহারাজদের সকরুণ কান্নাভরা কণ্ঠে জয়ধ্বনির আওয়াজ মিলে যেন কি এক নিদারুণ হাহাকারের আভাস দিয়েছিল।

প্ল্যাট্ফরম্টি তখন যেন নিজেই গেরুয়া বসন ধারণ করেছে। বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে হয়েছিল। ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি তখন আমাকে নিজেই অপরাধী অক্রূর বলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিযুক্ত করলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপা তাই মনের ঐ অবস্থায় আমাকে একা থাকতে হয়নি। তিনি আগে থেকেই পাশাপাশি তাঁর আরও সন্তানদের মিলিয়ে রেখেছিলেন। তাই আমিও আমার গুরুভাই বোনদের পেয়ে একটু আমার মহা-রাজের কথা বলে সান্ত্বনা পেলাম।

মহারাজ আমাকে আগেই বলেছিলেন, "ঠিক ভাবের ভাবীকে ছাড়া আমার কথাগুলি বলো না।" তাই ঠিক আমার ভাবের ভাবীকেই গুরু মহারাজ নিজেই কৃপা করে যুগিয়ে রেখেছিলেন। এঁদের পেয়ে আমি তাই আরও অবাক্ হয়েছিলাম। আমার সেইদিন থেকেই পাকা বিশ্বাস হ'ল **শ্রীশ্রীগুরুদেব নিজে যার জন্য ভাবেন, তার জন্য ত্রিজগতে আর কারও ভাববার দরকার নেই।** আমাকে তো নিজেই বলেছেন, "উমার হরি আছেন।" সত্যই তো যুগে যুগে হরিই আসেন গুরুরূপে। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে বলেছেন, "বাপে যদি হাত ধরে সে আর পড়েনা।" অর্থাৎ রাখে হরি মারে কে? মারে হরি রাখে কে? নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী আমরা এই ভব সংসারে বদ্ধ এবং মুক্ত হয়ে থাকি।

বেলুড় মঠে প্রায় ছয় বছর আগে একদিন খুব সকালেই গিয়েছিলাম। মহারাজ আমাকে বললেন, "উমা, আমার কাছে উঠে এসো।" আমি তাঁর একেবারে গা ঘেঁসে, হাঁটু মুড়ে বসে দেখছিলাম, তিনি নিজের বাঁ হাতের চেটোটি সম্পূর্ণ খুলে আর ডান হাতের আঙ্গুলটি দিয়ে ঐ চেটোর উপর লিখে দেখাচ্ছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ লেখাটি আমার প্রাণে পাকা ভাবে গেঁথে দিতে মহারাজ চার পাঁচ বার করে বুলিয়ে বুলিয়ে, লিখে এবং মুখে বলে বলে আমাকেও ঐ সঙ্গে বলিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। "তোমরা সংসারে যা করে থাক, আমিও ঠিক তাই করতে বলছি। তবে তোমরা যা মনে করে কর—তা নয়। তোমাদের একটুখানি ভুলের জন্য যত যন্ত্রণা এবং ঐ ভুলের মাশুল জন্ম জন্মান্তর ধরে দিতে হচ্ছে। এই দেখ—তোমরা যা করে থাক ঃ—

আমি————আমার
তুমি————তোমার

কিন্তু আমি বলি এসব মহামা-ই একদিন কেটে দেবেন। এখন আক্ষরিক ভাবে কেটে দিলে কি হয় দেখ ঃ—

আমি ↘ → আমার
তুমি ↗ → তোমার

কারো সঙ্গে এক ফোঁটা চোখের জলও যাবে না। কিন্তু যিনি তোমাদের একমাত্র আপন জন—যাঁর কৃপায় প্রতিটি জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে—তাঁকেই বাদ দিয়ে সকলে আমি-আমার, তুমি-তোমার করে বৃথাই জীবন ধারণ করে থাকো। যখন মহামায়া এই সংসার থেকে তোমাকে কেটে দেবেন তখন কি দাঁড়াবে দেখ ঃ—

আমি————→তোমার
তুমি————→আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই হচ্ছে একমাত্র গতি। তাঁর কাছে শরণাগত হয়ে পড়ে থাক—ঠিক বেড়াল ছানার মত। প্রত্যেক জীবেরই এক ঈশ্বর ; আর সকলেই ঈশ্বরের জীব। তাই স্বামীজী বলেছেন, "জীবে সেবা করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এর বাহিরে আর কিছুই নাই। তুমি এইটি রোজ মনে করে জপ করে যাবে।" মহারাজের অশেষ কৃপায় বুঝেছি তিনি তো আমাদের ধরেই আছেন।

মহারাজের ছিল বিশ্বজননী ভাব। তাঁর স্নেহের কষ্টিপাথরে সকলকে ঘষে দেখে নিতেন। দেখে নিতেন, কেবল শুদ্ধাভক্তি, শুদ্ধাপ্রেম এবং শুদ্ধাপ্রীতি। তা তুমি যেই হও না, আর যে কোন সম্প্রদায়ের হও না, বা যাঁরই আশ্রিত হও না বা অনাশ্রিত হও না কেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বহুবার বলেছেন, "এক কে বাদ দিলে কিছুই থাকে না অথচ ঐ একের পেছুতে যত ইচ্ছা শূন্য বসাও। অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাই করনা কেন বা যেখানে ইচ্ছা যাওনা কেন। তবে এক জ্ঞান থাকা উচিত।"

তিনি কৃপা করে আমাদের সকলকেই মোহ-কাঁটার হাত থেকে তুলেছেন। আমরাও ঐ মোহ-কাঁটার হাত হতে মুক্ত হয়েছি। আমাদের সকলের একমাত্র প্রার্থনা ঐ মোহ-কাঁটা মুক্ত হয়ে যেন তাঁর শ্রীচরণ-যুগল দর্শনান্তে তাঁরই কৃপায় অন্তিমে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাই। এটা তো ঠিক যে আমাদের এই দেহ-তরীতে মন রূপ মাঝির হালটি গুরু-কাণ্ডারী ধরেই আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই মোরা মুক্তকণ্ঠে গাই ঃ—

"হালের কাছে গুরু আছেন—
করবেন মোদের পার,
বলে মাভৈঃ মাভৈঃ ভাসাই তরী—
এই ভবসাগর মাঝ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীগুরু মহারাজের শেষ পদার্পণ

শ্রীগুরু মহারাজের সঙ্গে ১৩৬৮ সালের ২৩শে ফাল্গুন বুধবার কলকাতায় এসে পৌঁছিলাম। এখানেও এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা গেল। বেলুড় মঠের প্রবীণ মহারাজরা এবং ভক্তরা এসে তাঁদের চির আপনজনকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মহারাজকে প্রাণ ভরে প্রণাম করে সকলে একসঙ্গে—জয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব কি জয়, শ্রীশ্রীসারদামায়ী কী জয়; স্বামীজী কী জয়, মহারাজজী কি জয় এই জয়ধ্বনির সঙ্গে মহারাজকে ট্রেন থেকে হাত ধরে নামালেন। মঠের অনেক প্রধান মহারাজরা ছিলেন। আমি ট্রেন থেকে নেমে তাঁর মোটরে ওঠার পথের ধারে আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছি। ভক্তরা নিজেদের হাত ধরাধরি করে দুধারে দাঁড়িয়ে মাঝখান দিয়ে মহারাজের পথ করেছিলেন। সেই পথে সকলেই মহারাজের প্রতি পদক্ষেপে ফুল দিতে লাগলেন। আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মত ঐ স্বর্গীয় দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখছিলাম ও হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করে দূর থেকেই প্রাণে প্রাণে শ্রীচরণ যুগল স্পর্শ করে প্রণাম করছিলাম। মহারাজ আমার কাছাকাছি যেই এসে পড়লেন, হাত দুটি আমি কেবল মাথা নত করে কপালে ধরে উদ্দেশে আবার প্রণাম করলাম। মহারাজ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সে এসেছে"। আমি কিছু বলতেই পারলাম না, তাঁর স্নেহ বিগলিত চোখ ছুটির সুধা পানে কেবল মত্ত ছিলাম। মহারাজকে মোটরে হাত ধরে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে মোটরের গতি বাড়ানো হ'ল, মহারাজ বেলুড় মঠে চলে গেলেন। আমি বেশ দেখলাম, মহারাজ যতক্ষণ ষ্টেশনে ছিলেন ততক্ষণ ষ্টেশনকে ষ্টেশন বলে মনে হচ্ছিল না, ঠিক যেন কোন মহাতীর্থে গিয়ে জন্মজন্মান্তরের বহু পুণ্যের ফলে হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর দর্শন চর্ম্ম চোখেই হচ্ছিল। আমার স্বামী ষ্টেশনে এসেছিলেন। আমরা জয়গুরু বলে টালিগঞ্জের বাড়ীতে রওনা হলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেলুড় মঠে অষ্টম প্রেসিডেণ্টের ভূমিকায় শ্রীগুরু মহারাজের আগমন এবং শেষ দর্শন দান

আর একদিন আমরা বেলুড় মঠে গিয়েছি। মহারাজ আমাকে দেখে খুব খুশী হয়ে বাড়ীর সকলের এবং মীনাক্ষীর সংবাদ নিয়ে বললেন, "মাঝে মাঝে এসো, মীনাক্ষীকে কোথায় ভর্ত্তি করবে? আমি বলি তাকে তোমার বাড়ীর কাছে মাতৃ-সদনেই ভর্ত্তি করে দাও, ওরা খুব যত্ন করবে। মীনাক্ষী ভালয় ভালয় প্রসব হলে, আগে এসে তার খবর তুমি নিজে দিয়ে যেও।" আরও অনেক কথার পর আমাকে "এইখানেই প্রসাদ পেয়ে বাড়ী যাও—মীনাক্ষীকে আর একাটী রেখে তুমি বেশীক্ষণ কোথাও থেক না, কেমন" বললেন।

আরও ভক্তরা ছিলেন। আমাকে দেখিয়ে ভক্ত রাসবেহারী বাবুর স্ত্রীকে বললেন, "এই মেয়েটা আমার সঙ্গ করার জন্য বেণারসে আজ দেড় বৎসর ঘর ভাড়া করে রেখেছিল। অন্য কোন কারণে নয়—কেবল আমার সঙ্গ করতেই মাসের মধ্যে দুবারও একা একাই গিয়েছে। ওর অবস্থা খুব ভাল নয়, মোটামুটি চলে যায়। তবু দেখ ওর গুরু সঙ্গ করার টান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল আমার কাছে দুবেলা হাজির হওয়াই ওর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। একেই বলে গুরুসঙ্গ করা। তা নয়—হিল্লী, দিল্লী ঘোরার পথে চল কাশীটাও দেখে আসি আর গুরুকেও দেখে আসি।" তাঁর সামনেই আমাকে বললেন, "তুমি কাশীতে আর ঐ বাড়ীটা রেখনা। আমি তো এখন এখানেই রইলুম।" মহারাজ যেই "আমি তো এখানেই রইলুম" বললেন, কি জানি কেন কথাটা বড় বুকে লেগেছিল। আজও মহারাজের সেই উচ্চারণ "আমি তো এখানেই রইলুম" স্পষ্ট শুনতে পাই। আমাকে কাশীর ভাড়া বাড়ী ছেড়ে দিতে বললেন। "এবারে যখন কাশী যাবে আগে চিঠি দিয়ে উত্তর পেয়ে মঠেই উঠ, বুঝলে।" আমি বললাম, আপনি তো বেণারসে থাকতেই আমার সব জিনিস ভাড়া বাড়ী থেকে আনিয়ে মঠেই রাখিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনার কথা মতই ঘরের চাবিটা সত্যেন মহারাজকে দিয়ে এসেছি।" শুনে বললেন, "তাহলে করালীকে বল, সত্যেনকে দিয়ে যেন বাকিটুকুও পত্র মারফৎ করিয়ে নেয়। আমাকে পরে জানিয়ো—সব মিটে গেলে।" দেখলাম মহারাজের কত চিন্তা যাতে আমরা কোন গণ্ডগোলে না পড়ি, তাতে কলকাতা আর বেণারস কতদূর। আমি সেই দিন বাড়ী ফিরে বলতেই আমার স্বামী পত্রের দ্বারা যত শীঘ্র সম্ভব সব মিটিয়ে নিজে মঠে গিয়ে মহারাজকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন।

একদিন সকালেই মঠে গিয়েছি। আমার স্বামীর শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল না থাকায় আমাকে পাঠিয়েছিলেন মহারাজের কাছে—রিজেণ্ট পার্ক পোষ্ট-অফিসের-(কলিকাতা-৪০)—বাড়ীর দানপত্রের দলিলের খসড়া মহারাজের হাতে দিয়ে আসতে। মহারাজ ঐ দানপত্রের খসড়া পেয়ে আমাকে আরও কত উপদেশ দিলেন, "বিষয়-বন্ধন আর মায়ার বন্ধন এই দুটোর হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার না থাকলে হয় না। আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি মহামায়া কত ভাবেই তাঁর সন্তানদের বাঁধেন। আর এই নানান বন্ধনে বেঁধে তাঁর ঐ ঘুড়ি ওড়ান খেলা চলে, বুঝলে—সেই গানে আছে—"মা আমার উড়াচ্ছে ঘুড়ি এ ভব সংসারে বসি, ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ী।" এটা যে তোমরা বুঝেছ এতে আমি বড় শান্তি পেলাম।" এইভাবে মাঝে মাঝে মাত্র চার পাঁচ ক্ষেপ যেতে না যেতেই মহারাজের শরীর খারাপ আরম্ভ হ'ল। একদিন সকালে আমার সঙ্গে এক গুরু বোন গিয়েছিলেন; সেদিনও কাউকে মহারাজের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা নীচেই বসে থেকে তাঁর কাছে খবর পাঠালাম। একটু পরেই পরিতোষ মহারাজ ফিরে এসে জানালেন যে, তিনি আপনাদের পূজা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের মঠে প্রসাদ পেয়ে বাড়ী যেতে বলেছেন। পরিতোষ মহারাজ আমার সঙ্গের গুরু বোনকে বড় মন্দিরে গিয়ে বসতে বললেন, আর আমি তাহলে ঐ ফাঁকে তাঁকে বাদ দিয়ে মহারাজের কাছে একা যেতে পাব তাও আমাকে বলেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য! সেদিন ঐ গুরুভগ্নি কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়েন নি। তাই আমার আর মহারাজের শ্রীচরণদর্শন ঐদিন ভাগ্যে ঘটলো না। কিন্তু ঐদিন আমি একা হলে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে যেতে পারতাম এইটা পরিতোষ মহারাজের কাছে জেনে ঐ একটি দিনের অদর্শনের দুঃখ আমার বুকে জগদ্দল পাথরের মত আজীবন জেঁকে বসে থাকবে। এতেই বুঝেছি যে—"গুরুবাক্য বেদবাক্য"—তা ফলবেই। আমার নিজের উপর ঘটে যাওয়া—দুটি ছোট্ট ঘটনা এই সঙ্গে না লিখে পারলাম না।

মহারাজ বেণারস ষ্টেশনে আমাকে বলেছিলেন "উমা, বেলুড়ে আমার কাছে যখন আসবে সঙ্গে কাউকে জুটিয়ে এনো না। তুমি একা এস—নইলে ওরা তোমাকে আট্‌কাবে।" ঠিক তাই ঘটলো। স্বয়ং পরিতোষ মহারাজের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেদিন আমাকে শ্রীগুরুদর্শনে বঞ্চিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি কাশীতে ঘটেছিল। বেণারসে একা একা যাওয়ার জন্য মহারাজ আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "কাশীধাম যেমনি মস্ত তীর্থস্থান তেমনিই মস্ত গুণ্ডার স্থান।" আশ্চর্য্য! তিনি কাশীতে থাকা কালীনই শিবরাত্রের দ্বিতীয় প্রহরে ৺বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিতে যাবার পথে আমি এক গুণ্ডা রিক্সাওয়ালার কবলে পড়েছিলাম। যদিও আমার সঙ্গে আগের রিক্সায় বুদ্ধ মহারাজও পূজা দিতে এক সঙ্গেই চলেছেন, তথাপি আমার রিক্সাওয়ালা আমাকে উল্টো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার উপর গুরুর অশেষ কৃপা —তাই বিপদহারীই সেদিন রক্ষা করেছিলেন। তিনি ঐ গুণ্ডাকে দিলেন মারাত্মক ভয়—আর গুণ্ডা-কবলিতা তাঁর মেয়ে উমাকে দিলেন অভয় ও অসীম সাহস—তাইতো রাতদুপুরে চলন্ত রিক্সা থেকে অজানা অচেনা পথে "জয়গুরু" বলে লাফ দিয়ে পড়েছিলাম এবং অত জোরে চলন্ত রিক্সা থেকে কিছু না ভেবে লাফ দিয়ে পড়া কেবল গুরুর কৃপাতেই সম্ভব হয়েছিল। আশ্চর্য্য! কোন আঘাত না পেয়ে ৪০ বৎসর বয়সে যেন ১৪ বছরের মহারাজের মেয়ের মতই সেদিন একছুটে ৺বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে পড়েছিলাম।

তার পরদিন মহারাজ যেন তাঁর বিজয়িনী মেয়েকে দেখে সকলের সামনেই বলে উঠলেন, "দেখলে তো, আমি যা বলেছিলাম তা হলো তো? খুব ভাল করেছ বা সাহসের ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ লাফিয়ে পড়ে, কারণ অত রাতে চেঁচালেও কোন লাভ হতো না বরং তুমি ভয় পেয়েছ দেখে গুণ্ডাটা হয়তো আক্রমণ করতো।"

আর একদিনের ঘটনা বেলুড় মঠে। বেশ মনে পড়ে এদিনে আমি একাই গিয়েছিলাম—মীনাক্ষীর খবর দিতে। আজ মহারাজ আমাকে খুব কাছটিতে বসালেন। আমি তাঁকে আমার রীতিতে প্রণাম করে অন্য দিনে সকলে যতটুকু দূরে বসেন আমিও ততখানি দূরেই বসেছিলাম, কিন্তু মহারাজ আমাকে তাঁর কাছে শ্রীপাদুখানির সামনে বসালেন। আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন, "উমা, এই ঘরটি কেমন লাগছে, বলতো।" আমি সমস্ত ঘরটিকে চোখ বুলিয়ে দেখে বললাম, "বেশ সুন্দর ঘর।" শুনে খুব হেসেই বললেন, "ভালো, এর মধ্যে তুমি কি কিছু চিনতে পারছো?" আমি আবার দেখে বললাম, "না কিছুই চিনতে পারছি না; তবে খুব ভালো লাগছে।" দেওয়ালে মস্ত বড় স্বামীজীর ফটোটি দেখিয়ে বলেছিলাম, "এই ক্যালেণ্ডারটী আপনার বেণারসের ঘরে ছিল।" তাতে আবার আমাকে বললেন, "ভাল করে দেখে নাও, তারপর বল।" আমি এবারেও কিছু বুঝলাম না। তখন মহারাজ নিজেই পাশের চেয়ারের কুশন খানিতে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "এটা চেননা?" আমি দেখেই হেসে ফেলেছিলাম। মহারাজ বললেন, "দেখ, আমি তোমার হাতে তৈরী এটা সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখি। এই চেয়ারের, এই কুশনে বসে বরাবর ভাত খাই। দেখছো, কত ঘুরলাম—ওটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাখি।" এইকথা শুনে আমি সেদিন কতই আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু তা বেশী দিন ভোগ করতে পারলাম না। তারপর মাত্র মাস তিনেক পরেই মহারাজ সব ছেড়ে, সকলকে সব বিলিয়ে দিয়ে ফকির হয়েই রাজরাজ্যেশ্বরীর মায়ের কোলেই ফিরে গেলেন।

আর একদিন আমি যেতেই মহারাজ বললেন, "উমা! আজ এলে, আবার আগামী কাল আসছো তো।" আমি বললাম,— "হয়তো আজ এলাম বলে আগামী কালই শ্রীশ্রীঠাকুর নাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনতে পারেন।" তাতে মহারাজ বললেন, "সেকি উমা! আমি যে কাশীতে সকলকে বললাম—উমা হচ্ছে সায়রের ব্যাঙ। তা তোমাকে এরা কিছু বলেনি?" আমি জানালাম, না কিছুই শুনিনি। তাতে বললেন, "তোমার সঙ্গে ভরতের বা সূর্য্যর দেখা হয়নি? আর কোন মহারাজও কি কিছু বলেনি? অফিসে কার সঙ্গে দেখা হল?" আমি বললাম, "ঋষি মহারাজের এবং রমাপতি মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছে।" তাতে বললেন, "তারা কেন তোমাকে বললো না।" এই বলে চুপ করে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। আমি অস্থির হয়ে উঠছি দেখে বললেন, "আগামী কাল আমি তোমাকে নারদের মতই নেমন্তন্ন করলাম। তুমি তোমার যত চেনা বন্ধু বা মা-বাবাকে, মেয়ে জামাইদের ও তোমাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসো। এরা যেমন বলেনি, তুমি তার শোধ দিও। কিগো বুঝলে।" বলে বললেন, "তার মধ্যে আজ মিটিং চলছে তাই ভরত, সূর্য্য বা ওরা অনেকে এখন মিটিংয়ে আছে। তুমি নীচে গিয়ে বলো, ঋষিই বা কেন তোমাকে নেমন্তন্ন করলো না? যাক্ আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করলাম। আগামী কাল ভক্ত রাসবিহারীরা আমি প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করেছি বলে ভাণ্ডারা দিচ্ছে। তুমি সকলকে নিয়ে এসো।" এবারে সব শুনে আমি দুম করে বলে ফেললাম, "শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা তিনি আপনাকে দিয়েই আমাকে জানালেন।" আমার কথা শেষ না হতে হতেই—হাঙ্গেরিয়ান মিসেস্ ঘোষ বসেছিলেন—মহারাজ তাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন, "দেখ, দেখ, মেয়েটা বলে কি—কেমন স্পষ্ট বললো ঠাকুর ওকে আমাকে দিয়ে বলালেন।" মহারাজকে ঐদিন খুব আনন্দিত দেখেছিলাম। মহারাজের কথা মতই আমরা তার পর-দিন মঠে গিয়েছিলাম। এইরূপে আমি ভিখারিণী হ'য়েও নিজেকে তাই মহাভাগ্যবতী মনে করে থাকি বা সেই ভাবেই আজও আছি।

আর একদিনের ঘটনা। সেদিনও আমি একাই গিয়েছিলাম। অনেক কথার পর মহারাজ বললেন, "উমা! একটা কথা বলে রাখি। তুমি তো অনেক দূর থেকে আস। তাই আমি তোমাকেই সকলের আগে প্রণাম করে উঠে যেতে বলে থাকি। তুমি হয়তো কোনদিন সঙ্গীর সঙ্গে কিংবা তোমার স্বামীর সঙ্গে এসেছ খেয়াল না করেই অভ্যাস মত আমি তোমাকেই সকলের আগে হয়তো উঠে প্রণাম করতে বলে ফেলবো। তুমি কিন্তু তখুনি উঠে প্রণাম করে আমার ঘরের চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়িও, বুঝলে? কারণ আমি তো না জেনেই বলে ফেলবো। তবু বলেছি বলে তুমি আমার আদেশ তখুনি পালন ক'রো। **গুরুর আদেশ পালন করে চললে তার আর অন্য কিছু না করলেও চলে।** গুরুর অবাধ্য হ'লে সে **ধ্বংস** হ'য়ে যায়। আমি তোমাকে এই কথাটি আগে থেকে বুঝিয়ে দিলাম। আগামী পরশু দিন অর্থাৎ সোমবারে আমি আবার অপারেশনের জন্য নার্সিং হোমে যাচ্ছি। তুমি যেন সেখানে আমার কাছে আসতে চেষ্টা ক'রো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, বুঝলে। এবারে বড় কড়াকড়ি করেছে, এমন কি ফোনও করতে দেবে না। তাই তুমি যেন আমার কাছে যেতে আগের বারের মত চেষ্টা ক'রো না। ওরা বল্ছে তিন সপ্তাহ। তা মনে কর সবশুদ্ধ **একমাস,** এই কটা দিন। তারপর **আবার তো দেখা হবে**—কিগো উমা, চুপ করে রইলে যে?" আমি আচম্কা এই আবার অপারেশনের কথা শুনে আর তাঁর ঐ ভুলিয়ে ভুলিয়ে **বিদায় চাওয়া**—সহ্য করতে না পেরে কেঁদে ফেলেছিলাম। আমাকে আবার বললেন, "**একমাস পরেই তো দেখা হবে**—আমার জন্মদিন—তোমরা সকলে এসো।"

পরদিনই আমাদের শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শুভ জন্মদিন। আমরা খুব সকালেই ছেলে মেয়েদের সবাইকে নিয়ে গাড়ী করে মহারাজের শ্রীচরণছায়ে গেলাম। ঐদিন সকাল থেকেই লাইন দিয়ে ভক্তরা দাঁড়িয়ে আছেন—মন-প্রাণ আগাম মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে। সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন প্রতিটি ভক্তকে ডেকে ডেকে, হেসে হেসেই, তাঁদের চির আদরের জগৎ উজ্জ্বল করা, চাঁদের হাট বসান, সর্ব্বত্যাগী, আজীবন সন্ন্যাসী, প্রবীণ ছেলেটিকে দেখে তাঁদের বাকি সকল ছেলেমেয়েরা যেন জন্ম সার্থক করে নেয়, এই প্রেরণা **তাঁরা** সেদিন ঐ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে জাগিয়ে দিচ্ছিলেন। ঐ দিন মঠের শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তি দুটিতে মনে হচ্ছিল, মাঝে মাঝে, যেন চোখের পাতা পড়ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা লাইনে এগিয়ে যাচ্ছি, যাচ্ছি চির আপনজনের কাছে, যেন "সাগরে" মিলিত হতে। ঠিক যেন নদী, নালা, গঙ্গা এক হয়ে হুড় হুড় করে সাগর-সঙ্গমে চলেছি। আমি যখন মহারাজের কাছে প্রায় গিয়ে পড়েছি, সামনে মাত্র দুজন ছিলেন, তখন বঙ্কিম মহারাজ জানালেন, আপনারা তিনজন করে একসঙ্গে প্রণাম করুন। আমি মহারাজের চোখে চোখ রেখে দূর থেকেই তাঁর পরশ পেতে পেতে এগুচ্ছি আর মনে মনে তাঁকে জানাচ্ছি, আজ কেন তোমার শ্রীপাদুখানির সামনে জল-চৌকি রাখিয়েছ? আমি আজ কি আমার মনের মত করে তোমার শ্রীপায়ে মাথা রেখে চোখ দুটো বুলিয়ে বরাবরের মত সুধামৃত পান করতে পাব না?

তাই মন খারাপ নিয়েই এগুচ্ছি আর ভাবছি যে তিনজন একসঙ্গে প্রণাম করবার সময় মহারাজের শ্রীপাদুখানি হয়তো আমিই পাবনা। মনে হতেই আমার চোখে জল এলো। কিন্তু আশ্চর্য্য! অন্তর্য্যামী মহারাজ তাই আমার মনের ব্যথা বুঝে আমাকে তাঁর বাঁ ধারে স্থান দিয়ে জল-চৌকির আড়াল থেকে বাঁ শ্রীচরণখানি বার করে আমার হাতের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়ে মুখ টিপে টিপে হেসে বললেন "সে এসেছে তো।" আমি জানালাম সকলেই এসেছি।

আগের দিনে যখন আমি তাঁর কাছে একা বাড়ীর দলিল পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন আমার কাছে শুনেছিলেন আমার স্বামীর শরীর খারাপ তাই আসতে পারেন নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ কৃপা করে বলেছিলেন, "কাল তাকে নিয়ে এসো আমার কাছে, সেও যে আমার আসামী। বাসে করে এসো না। তাকে ব'লো মোটরে করে সকলকে নিয়ে যেন খুব আস্তে আস্তে আসে। কাল আমার জন্মদিন, আর তারপর দিনই হয়তো আবার পার্ক নার্সিং হোমে রওনা হব। আর তো সহজে দেখা হবে না এবং তোমরা চেষ্টাও ক'রো না।" এই কথাগুলি আমাকে বলেছিলেন। তাই ভিড়ের মধ্যেও "সে এসেছে তো" জেনে নিলেন।

কেন জানিনা আমি মনে মনে আজই হয়তো শেষ দর্শন এবং শেষ পূজা বুঝেছিলাম। শ্রীপাদুখানি হয়তো আজ আর পাব না ভেবে প্রাণে অসহ্য ব্যথা পাচ্ছিলাম, আর তার বদলে ঐ ভাবে আমার মহারাজ কষ্ট করে তাঁর শ্রীবামচরণখানি ছড়িয়ে লম্বা করে আমার হাতের মধ্যে তুলে দেওয়াতে আমি মহানন্দে ভাসতে লাগলাম। ঐদিন আমি বার বার মোট তিন বার তাঁকে তাঁরই আশীর্ব্বাদে দর্শন করেছিলাম। প্রথম বারে আমরা সকল ভক্তই দর্শন করেছিলাম। এবং একটু আমার সঙ্গে কথাও কয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার দর্শন হ'লো—রাজরাজ্যেশ্বর তখন দরবার থেকে সবে উঠে ভাবে বিভোর হয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে আলোর বন্যা বইয়ে ঢুকলেন। তৃতীয় বার দর্শন আমার চেনা কতকগুলি ভক্ত, প্রায় বারোটায় এসে পড়াতে তাদের হয়ে আমি সূর্য্য মহারাজকে অনুরোধ করি, আবার তাদের সঙ্গে আমার সর্ব্বস্বের কাছে শেষ বারের মত গিয়েছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ তখন ঘরের মধ্যে মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছেন। মনে হ'ল ঐ ঘরে শত ভক্তি-চন্দ্রের উদয় হয়েছে। এবারে কিন্তু আমার চোখে চোখ রেখে, করুণ-হৃদয় মহারাজ আমাকে বার বার, তাঁর কাছে আসতে দেখে খুব উজ্জ্বল, উচ্ছল হাসিতে উছলে পড়ে আমাকে শেষ বিদায় জানালেন। তখনও বুঝিনি যে ঐ বিদায়ই আমার শেষ বিদায় বা আমাদের সকলেরই পূর্ণ সূর্য্যের পূর্ণ গ্রাস।

সন ১৩১৪ সালে মহারাজ তীর্থ পরিক্রমায় বেরোলেন। মায়ের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ আগে নিতে হবে—তা না হ'লে সকল ফল বিফল হবে তাই তিনি শ্রীমায়ের কাছে এলেন। এই মাতৃভক্তিই যাঁর একমাত্র সম্বল তাঁর আবার বৃথা ভাবের কি প্রয়োজন? একদা তাই নিঃসম্বল হয়ে তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে শোন নদীর তীরে পারাপারের কড়ি (পয়সা) না থাকায় মাঝি পার করে দিতে নারাজ হয়। তখন তিনি পুঁজি মাত্র দুই খণ্ড পরিধেয়ের এক খণ্ড দিতে চাইলেন—পারের বিনিময়ে। তাতেও হতাশ হয়ে মাকে স্মরণ করে বসে পড়তে দেখে অবশ্য মাঝিদের একজনের দয়া হ'লএবং পার করে দিলে।

মাঝি কি পার না করে থাকতে পারে? স্বয়ং পারাপারের কর্ত্রী "মহামায়া মা"—স্বামীজীর কথায়, "কাঁচা দুর্গা" তিনি। অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ দেব সকল সাধনার শেষে সাধনার ফল এবং নিজের নামটিও বিল্বপত্রে লিখে যাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করে, পূর্ণাহুতি দিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ নাম সফল করে জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

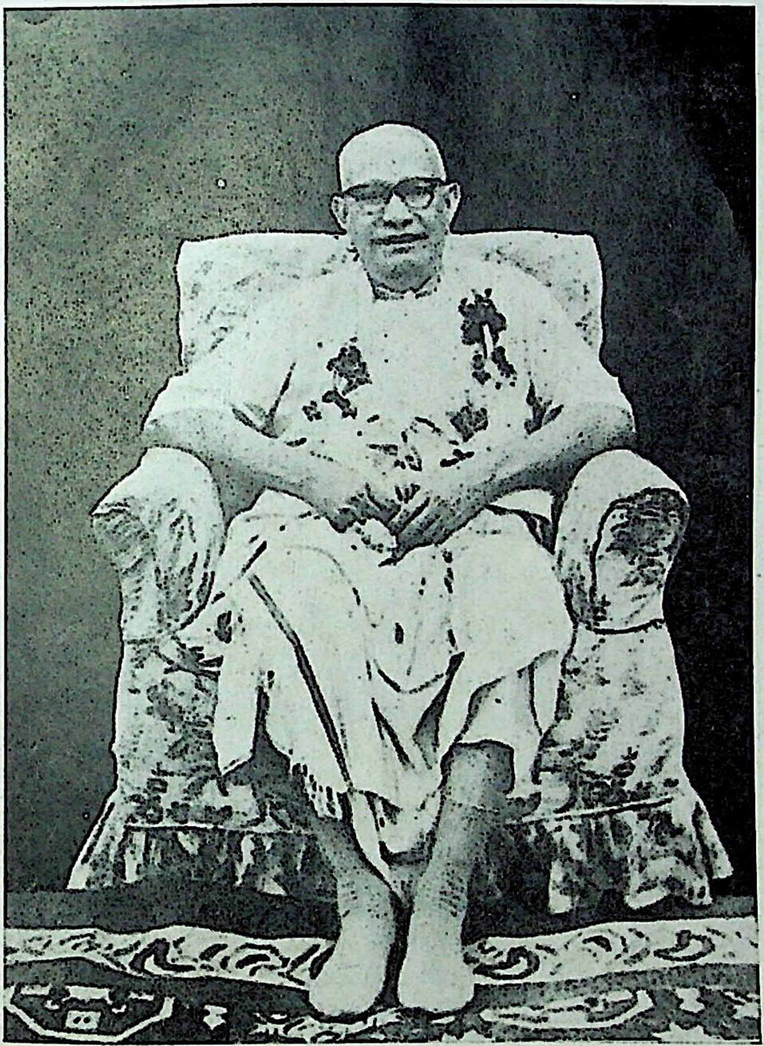

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধার করেছেন, সেই "কাঁচা দুর্গা" স্বয়ং তাঁর দুটী পদ্মহস্ত একসঙ্গে মহারাজের মাথায় রেখে ছল্‌ছল্ চোখে বলেছিলেন, "তুমি এদের দেখ—যেখানেই যাক্—পাহাড়ে, জলে, জঙ্গলে, মরু-ভূমিতে যেন দুটী দুটী খেতে পায় আর এদের সন্ন্যাস জীবন তুমি রক্ষা করো।"

সেই ছেলের কি কোথাও হতাশ হতে হয়? কোন প্রলোভন কি তাকে ফাঁদে ফেলতে পারে? পরিব্রাজক অবস্থায় অত কষ্ট করে প্রায় দু মাসের পর এক জমিদার তাঁকে জমিদারীর লোভ দেখিয়ে আটকে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। শ্রীমার সেই বর-পুত্রটি বিরাট জমিদারীর প্রলোভন কেমন হেলায় ত্যাগ করে চলে গেলেন। ঐ প্রিয় প্রাণতুল্য পুত্রকেই শ্রীমা নিজে প্রথম ৺কাশী যেতে বলেছিলেন। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় ১৩১৪ সনের শ্রাবণ মাসে রওনা হয়েছিলেন। ভাগ্যবলে ১৩৬৯ ফাল্গুন মাসে আমি আমার জন্ম জন্মান্তরের বহু পুণ্যের ফলে তাঁরই সঙ্গে শিবরাত্রের পর ঐ ৺কাশী হতে কলকাতায় এলাম। যখন পারের বিনিময়ে একদিন পরিধেয়ের একখণ্ড দিতে চেয়েছিলেন—তখন তিনি ছিলেন বাহিরে নিঃসম্বল। একমাত্র সম্বল যা ছিল সে ঐ 'কাঁচা দুর্গার' আশীর্ব্বাদ। তাতেই ঐ ৺কাশীধাম থেকে তাঁর পুত্রকে অবশেষে রাজসিংহাসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে বসালেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুরও তাই ঐ চিরমুক্ত পুত্রকে মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সিংহাসন থেকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন!

আমাদের মহারাজের শেষ জন্ম দিনটী ছিল রবিবার ইং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০ই জুন ১৯৬২। এই দিনটী আমাদের সকলেরই কাছে যতখানি আনন্দের ছিল, আবার শনিবার যদিও "মায়ের বার" ইং ১৬ই জুন ১৯৬২ সকাল ৯ টা ৭ মিঃ ততোধিক দুঃখের, যা সকলেরই সঙ্গের সাথী হয়ে থাকবে। ঐ সকাল আমার কাছে চির রাত্র হয়ে আছে, জানিনা কবে তাঁরই কৃপায় আবার আমার জীবন প্রভাত হবে।

মহারাজেরই কৃপায় তাঁর কথা যখনই মনে পড়ে তখনই মনে হয় যেন আমি, আমার স্নেহময়ী মায়ের হৃদয়-গঙ্গায় অবগাহন করে তৃপ্ত ও পবিত্র হয়ে উঠি।

জয়গুরু। তোমারই পদাশ্রিতা

উমা

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেণ্ট)

স্মরণে

তৃতীয় ভাগ

"বাবাকে যেমন দেখিয়াছি"

'মীরা মিত্র'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

"বাবাকে যেমন দেখিয়াছি"

"হে নাথ তুমিই সর্বস্ব আমার প্রাণাধার সারাৎসার
নাহি জানি তুমি বিনে, ত্রিভুবনে বলিবার আপনার।"

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজজীর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত।

১৭ই আশ্বিন, ১৩৭০
ইং ১৯৬৩।

দাসী মীরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন "একপোয়া ঘটিতে কি একসের দুধ ধরে?" আমি সেই একপোয়াও নই এক ছটাক ঘটি। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজজীর অনন্ত মহিমা আমার এই এক ছটাক ঘটিতে এক ছটাকের বেশী আর কি করিয়া ধরিবে? তাঁর কাছ হতে আমি পেয়েছি অপরিসীম কৃপা, অজস্র করুণা ও প্রাণভরা সান্ত্বনা। আমি এতই ক্ষুদ্র আধার যে, তার দেওয়া অগাধ ঐশ্বর্য্য ধারণ করার ভাণ্ডার আমার নেই।

তাঁর মহিমা একটু কীর্ত্তন করব এমন ক্ষমতাও আমার নেই। তবু যে আজ কলম ধরতে সাহস করেছি এই কথার উত্তরে বলি, সেই এক ছটাক দুধ অর্থাৎ যেটুকু আমি ধরতে পেরেছি, সেইটুকুই আমার গুরু ভাইবোনদের মধ্যে ছিটেফোঁটা করে বিলিয়ে দেবার জন্য আমার গুরুভাই পূঃ শ্রীসুনীল বাগচি মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমার পাওয়া দুধের ছিটেফোঁটা যেটুকু আমার ভাইবোনরা গ্রহণ করতে পারবেন, তাঁদের কাছে আগেই বলে রাখি এর মূলে আমার ঐ প্রিয় গুরু ভাইটি। তাঁর প্রেরণা আর আমার "বাবা"র (মহারাজজীর) অসীম কৃপায় আজ এই লেখার সাহসটুকু হয়েছে।

"মহারাজ" সশরীরে আজ আমাদের কাছে নেই চর্ম চক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু যিনি অহরহ অন্তর্চক্ষে তাঁকে দেখছেন, "নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই"—যার নয়নের মাঝেই তিনি বসে আছেন, সেই পুণ্যাত্মাই একমাত্র বুঝিতে পারিতেছেন যে তাঁকে আমরা হারাইনি, হারাতে পারিনা ও হারাব না।

তিনি যে আরও কাছে এসেছেন এবং আসবেন এ আভাস তাঁহার শ্রীমুখেই আমি শুনেছি বারাণসীতে। মঠের সপ্তম প্রেসিডেণ্ট মহারাজ স্বামী শংকরানন্দজী দেহরক্ষার অল্পকাল পরেই তাঁর আশ্রিত এক ভক্ত দম্পতিকে সান্ত্বনা দিয়ে মহারাজ বলেছিলেন "এবার মঠে গিয়ে গুরু-দর্শন করতে পারবে না এজন্য এত দুঃখ পাচ্ছ কেন ? এতদিন গুরুদর্শনের জন্য কেবল নানা জায়গায় ছুটাছুটি করেছ, আর এখনতো নিজ জায়গায় বসেই গুরুকে পাবে। তিনি তোমাদের আরও কাছে গেলেন। এইতো বেশ হল। আর ছুটতে হবে না।" তখন একবার কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি যে মহারাজ তাঁহার নিজের কথাটুকুই নিজে বলে গেলেন তাঁর সন্তানদেরও।

মহারাজের পূত সান্নিধ্য যারা লাভ করেছে তাদের প্রত্যেকেরই তাঁর মধুর কথা ও উপদেশ শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে। তবে, কারও কারও সাথে আবার গুহ্য কথাও নিরালায় বসে হয়েছে। আজ আমার প্রিয় ভাইবোনদের সেই মধুর উপদেশ, স্নেহ প্রীতি মাখানো ব্যবহারের দু' একটা উপহার তাদের কাছে তুলে ধরব। এর মধ্যে যে চিঠি খানি দেওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হল তার প্রতিটি লাইন যে তাঁরশ্রীমুখের কথা এবং প্রতিটি কথা নিজে লিখিয়েছেন বলে আমাকে তিনি বলেছেন। ভক্ত মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে পরের দুঃখে তিনি কত দুঃখ পেতেন এবং প্রাণ দিয়ে সেই ব্যথা অনুভব করে ব্যথিতকে দিতেন তার বুক ভরা স্নেহ ও সান্ত্বনা। পরপর যখন আমার দুটি শোকের কাহিনী তিনি জানলেন তখন এক চিঠি তিনি আমায় লিখে পাঠালেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এইখানে যে, তখনও আমার দীক্ষা হয়নি এমন কি তাঁকে দর্শন লাভের সৌভাগ্য অবধি ঘটেনি।

পাল ছেঁড়া নৌকাকে তিনি পরম যত্নে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শান্তির তীরে টেনে এনে বেঁধে আশ্রয় দিলেন। চিঠি খানিতে এই লেখা ছিল ঃ—

"স্নেহের মা,

পত্রে তোমার সমাচার অবগত হয়ে প্রাণে বড়ই ব্যথা পেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা তোমার এই মর্ম্মন্তুদ আঘাত সহ্য করবার শক্তি দিন, কাতর প্রাণে তাঁদের চরণে এই আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি।

মা, ভক্ত, অভক্ত সকলকেই এই সংসারে শোক দুঃখাদি সহ্য করতে হয়, সহ্য করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। এইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন "শ, ষ, স, যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।" এ সংসার তো পান্থশালা। তিনিই আমাদের আসল আশ্রয় ও গন্তব্যস্থল। তোমার স্বামী ও পুত্র তাঁর নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছেন। আমি, তুমি, যখন ডাক আসবে তাঁর নিকট যাবো, সুতরাং মা—তুমি স্বামী পুত্রকে হারাওনি। আবার তাদের সহিত ঠাকুরের নিকট মিলন হবে। কেবল কিছুদিনের জন্য উহাদের শরীর বিচ্ছেদ হয়েছে মাত্র।

এইসব চিন্তা করে শোক সংবরণের চেষ্টা করবে ঠাকুরকে কায়মনোবাক্য ধরে রেখে। **জানবে তিনি সতত তোমার সহিত রয়েছেন, আমিও তোমার সহিত রয়েছি।** সুতরাং মা তোমার ভয় কি? সময় মতো তোমার সহিত আমার আবার দেখা হবে, তুমি এ বিষয়ে ভেবো না।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে, তোমার কুশল সহ পত্র দিও। ইতি—

চিরশুভানুধ্যায়ী

"বিশুদ্ধানন্দ"

গুরু মানুষের এক জন্মের নয়—জন্ম জন্মান্তরের। তাই বুঝি অন্তর্য্যামী প্রভু আমায় লিখেছিলেন "আমিও তোমার সহিত রয়েছি। সময় মতো **আবার** তোমার সাথে দেখা হবে।"

সে শুভদিন এসেছিল আমার ১৯৬০ সালে এপ্রিলের মাঝামাঝি 'শিলং মিশনে'। সকাল বেলা স্নান সেরে আসতেই পূঃ পরিতোষ মহারাজ ২৩জন দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তের মাঝখান থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন মহারাজের কাছে। আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়ে বললেন **"এই সেই মীরা"**। বলেই পরিতোষ মহারাজ চলে গেলেন। "বাবা"কে একা পাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিলাম। প্রথম দর্শনেই বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান আমার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। "বাবা" (মহারাজজী) আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। যথারীতি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মাথা ঠেকিয়ে আমার হাতখানা তাঁর চরণে রেখে বসে রইলাম। তাঁর প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বের হলনা। যে জ্যোতির্ম্ময় করুণার মূর্ত্তি দেখেছিলাম তা আমার স্বল্প ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কোন এক সময়ে রবিঠাকুরের একটি কবিতা পড়েছিলাম যার একাংশের সাথে আমার মনের ভাষা কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিলাম।

"বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি।"

কিছু সময় অতিবাহিত হইবার পর মহারাজতাঁর শ্রীমুখের অমৃতময় ভাষায় বললেন "মা, তুমি কার সাথে এসেছ এতদূর। একা এসেছ। তাইতো ? তোমার শোকে আমি বড় ব্যথা পেয়েছি। আমার চিঠি পেয়ে তুমি শান্তি পেয়েছ মা। বেশ, এবার ঠাকুরকে আরও জোর করে ধর। এই যে তিনি তোমাকে এত দুঃখ দিলেন—কেন বলতো ? তিনি তোমাকে তাঁর আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে টেনে নিলেন। তুমিও যেন তাঁকে ভুলোনা। আজ তোমার দীক্ষা হবে, তোমাকে তাদের চরণে আমি সমর্পণ করব। জানবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা-ই তোমার সব—তাঁদের কাছে জানাবে তোমার মনের শোক-দুঃখ, ব্যথা-আবদার সব কিছু।

আর কয়েকটি বইয়ের নাম তোমায় লিখে দেব সেগুলি আস্তে আস্তে কিনে নেবে। এই হবে তোমার সম্পদ। নিজে পড়বে আর যত্ন করে রেখে দেবে—যেমন যত্ন করে তুলে রাখ তোমার শাড়ী ও গয়না তেমনি করে। ঐ সম্পদ কাউকে দেবেনা বুঝেছ ? সকলে তো এ জিনিষের মর্ম্ম বোঝেনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখে, ছিঁড়ে ফেলে। তাই আবার বলি এ শুধু তোমার জীবনের সম্পদ।

দীক্ষার পরে মহারাজ আমায় ডেকে নিয়ে পূঃ পরিতোষ মহারাজকে দিয়ে বইগুলির নাম লিখিয়ে আমার হাতে দিয়েছিলেন।

"কি ভাবে তোমার সংসার চলে মা ? আর কে আছে তোমার ? ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধা আছে তো তোমার ওখানে ? ওদের মানুষ করে গড়ে তোল, ওরা মানুষ হলে তবে তো তোমার শান্তি। কখন কেমন থাক আমায় লিখবে আর ৺ঠাকুরের উপর সব নির্ভর করে থাকবে তাঁরা তোমার একান্ত আপনার জানবে।"

এই ভাবে মহারাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সব দুঃখের কাহিনী জেনে নিলেন, তার সাথে সাথে নিয়ে নিলেন আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত ব্যথার ও শোকের ভার। একদিনের সান্নিধ্যে সংসারের বিরাট শোক, দুঃখ, গ্লানি আরেক জন নিমেষে নিজ অঙ্গে ধারণ করতে পারেন এ ধারণা আমার মত অতি সাধারণ মানুষের স্বপ্নেরও অতীত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন "তাঁকে ধরতে যদি কেউ এক পা এগোয় তবে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন। এখানেও তাই হয়েছে। যা পেয়েছি তা চাইবার ক্ষমতাও যে আমার ছিল না।

যে কোন ধরণের প্রার্থীই মহারাজজীর কাছে উপস্থিত হ'তেন সকলের প্রার্থনাই তিনি প্রাণভরে শুনতেন। শুধু আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ দিয়েই তাকে বিদায় করতেন না। তার সাংসারিক সুখ-দুঃখ অভাব-অনটন রোগ-শোক ইত্যাদির খবরও নিতেন। কোন কোন প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট মহারাজদের আশ্রিত ভক্তরাও মহারাজের সাথে এমন ভাবে মিশতেন যে তাদেরই কারও কারও মুখে আমি শুনেছি যে "বিশুদ্ধানন্দ মহারাজজীর সাথে আমরা যেমন করে মিশতে পেরেছি এবং প্রাণ খোলা আলাপ করতে পেরেছি তেমন আমাদের মহারাজের সাথে পারিনি।"

মহারাজের ভক্ত তথা আশ্রিত মাত্রেই জানেন তিনি শুকনো সাধু ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ গভীর ভাবপূর্ণ কথা বলতে বলতে আবার সুন্দর সুন্দর রঙ্গ রসও পরিবেশন করে আবহাওয়াটাকে বৈচিত্র্যে ভরে তুলতেন।

৺কাশীধামে জনৈক ভক্তকে দু' চার কথা জিজ্ঞাসা করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর মহারাজ বললেন "তোমাদের কলকাতায় অষ্টগ্রহ সম্মেলন কি রকম হচ্ছে? তখন ১৯৬২ জানুয়ারী মাস। কোথাও তো আর বাদ নেই।" ভক্তটি বললেন যে "মহারাজ কলকাতায় অষ্টগ্রহ যজ্ঞে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, মণ মণ ঘি পোড়ানো হচ্ছে। সে এলাহি কাণ্ড।" শুনে মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন "যাক্ বাঁচা গেল, দেশ থেকে এবার ভেজাল ঘি গুলো বেশ কিছু কমবে।" এই ধরণের রসের কথা প্রসঙ্গেই তিনি বলতেন **"দেখো, যেখানে বাঙ্গালী, সেখানে দলাদলী, যেখানে মা কালী, সেখানেই পাঁঠাবলি।"**

তাঁর রঙ্গ রসের কথায় কেউ প্রাণখোলা হাসি না হেসে পারতেন না।

৺কাশীতেই বিকালে যখন তিনি বারান্দায় মহিলা ভক্ত (কিছু পুরুষও) পরিবেষ্টিত হয়ে বসতেন সেদিনেরও একটি কথা আমার আজও মনে হলে হাসি চেপে রাখতে পারি না।

সকলের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধীয় নানা প্রসঙ্গ বলতে বলতে তিনি সহাস্যে বলে উঠলেন "আচ্ছা বলতো এই যে তোমরা ঠাকুরকে এত ডাক, ঠাকুর যদি সত্যি সত্যি একদিন কাছে এসে দাঁড়ান, তাহলে কি করবে?" এক মহিলা ভক্ত উত্তর দিলেন "মহারাজ, এতদিন ধরে যাঁকে পাওয়ার জন্য এত চেষ্টা, তিনি এলে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়বো।" শুনে মহারাজ বললেন "দেখো যত সহজ মনে করছ তত সহজে পারবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধকার ঘরে যদি সত্যিই ঠাকুর তোমার কাছে এসে দাঁড়ান অথবা মা কালী যদি তাঁর জিভ্ বের করে তোমার কাছে সরাসরি দাঁড়ান, তাহলে 'ওরে বাপরে' বলে চোঁচা দৌড় দেবে—নয় কি ?" মহারাজের হাতনাড়ার অপূর্ব ভঙ্গিতে এই কথা শুনে ভক্তরা হেসে লুটোপুটি। আমার ৮।৯ বছরের ছেলেটিও হেসে অস্থির। মহারাজও নিজের রসিকতায় নিজে এত হাসলেন যে পরিশ্রান্ত হয়ে সেদিনের মত সভা ভঙ্গ করে উঠতে হল। সন্তানদের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় মাতৃস্নেহ। মায়ের মত করে তিনি ভক্তদের মধুমাখা স্বরে বলতেন "এবার তোমরা এস।" আচ্ছা যাও একথা তিনি কখনই বলতেন না।

আমি অধম অজ্ঞ তাই জানিনা তিনি কি ছিলেন তবে তিনি যে আশুতোষ ছিলেন তা তাঁর অল্পতেই অধিক সন্তুষ্টতায় প্রকাশ পেত। জনৈক ভক্তা নিজ হাতের তৈরী একটি সোয়েটার ও একজোড়া মোজা মহারাজকে দিতে খুসীর জোয়ার যেন তাঁর সারা অঙ্গে বয়েছিল। সোয়েটারটি হাতে নিয়ে বললেন "বাঃ বেশ সুন্দর হয়েছে তো—তুমি বানিয়েছ ? তুমি তো সুন্দর বুনতে পার। তোমার যে আবার এত গুণ আছে তাতো জানতাম না" ইত্যাদি কত ভাবেই না প্রকাশ করলেন আপন সন্তানের সামান্য গুণটুকু।

"বাবা" (মহারাজ) আমাকে কি চক্ষে দেখেছিলেন তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝে উঠতে হয়ত এ জীবনই শেষ হয়ে যাবে। কারণ অসীমকে কি করে সীমায় সীমিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায়? তা যে কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। দীক্ষার দুবছর পর যখন "বাবা"র জন্য আবার প্রাণটা হাহাকার করে উঠল তখন ৺কাশীধাম যাওয়ার মনস্থ করিয়া বর্দ্ধমান পৌঁছিলাম। তথা হইতে শ্রীধাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী হয়ে গয়াধামে গেলাম। স্বর্গীয় স্বামী ও পুত্রটির পিণ্ডদান কার্য্যের জন্য ছোট ছেলেটিও সাথে গিয়াছিল। আমি আজও ভাল করিয়া বলিতে পারিব না গয়াতে ঠিক কি কি দর্শন করিয়াছি। ৺কাশীতে যে আমার "বাবা" ব্যতীত বিশ্বনাথও আছেন তাহাও আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। গয়াতে ৺বিষ্ণু ও ৺কাশীতে বিশ্বনাথই একমাত্র আমার "বাবা" একথা আমার অন্তরে বাহিরে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ৺কাশীতে পৌঁছানোর পর "বাবা"র সাথে দেখা হতেই (তাঁর শোবার ঘরে) চেয়ার হতে উঠে সাদরে বলে উঠলেন "এস মা, তা তুমি কেমন আছ। দুবছর আগে যেমন ছেলেমানুষটি দেখেছিলাম আজও তো তেমনি আছ, একটুকু তো বদলাওনি। এসে ঠিক মত প্রসাদ পেয়েছ তো, গেষ্ট হাউসে থাকবে তো?

মহারাজরা তোমাকে থাকা খাওয়ার সুবিধা করে দিয়েছেন তো? যদি কোন অসুবিধা হয় তো বলবে। তোমার তো গলার অসুখ আছে। দেখো গরম জল ব্যবহার করো—ওদের বললেই দেবে। আর তোমার গলা ব্যথা হলে এখানে হাসপাতাল আছে, মেয়ে ডাক্তার আছে; ওদের দেখিয়ে ওষুধ খেয়ো বুঝলে? ৺কাশীতে এসেছ—এ বাবা বিশ্বনাথ-এর স্থান। আগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বনাথ দর্শন করবে তারপর সব মন্দির দর্শন করবে। আমি তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" বলেই তিনি পূঃ পরিতোষ মহারাজকে ডাললেন ও বললেন, "পরিতোষ, মিশনের পাণ্ডাকে আমার সাথে দেখা করতে বলো। একে বিশ্বনাথ দর্শন করাবে। ও নূতন এসেছে কিছুই জানেনা। তুমি পাণ্ডাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। পরে পাণ্ডাকে তিনি বলেছিলেন (জেনেছি) আমার এই মেয়েটি অনেক দূর হতে এসেছে তাকে সুন্দর ভাবে সব দর্শনাদি করিয়ে দেবে। কোন অসুবিধা যেন ওর না হয়। ঐ সময়েই এক দিন পর খুব প্রত্যূষে পরিতোষ মহারাজ গেষ্ট হাউসের কড়া নেড়ে আমায় ডাকলেন। দরজা খুলতেই তিনি বললেন "মা, মহারাজ আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন আপনি যেন এ শীতে গঙ্গায় স্নান করবেন না—১০টার সময় মহারাজের সাথে দেখা করবেন।" আমার তো বেশ একটু ভাবনা হল আমার উপর এ আদেশ কেন ? যাই হোক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে "বাবা"র সাথে দেখা করতেই তিনি বলে উঠলেন "তুমি গঙ্গা স্নান করনিতো মা। করোনা। এই ঠাণ্ডায় গঙ্গায় স্নান করলে তুমি মরে যাবে। আমি তোমায় বলছি গঙ্গা স্পর্শ করলেই তোমার গঙ্গাস্নানের পুণ্য হবে" পিতার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের প্রাবল্যে আমার তখনকার অবস্থা লিখবার মত বা বুঝাবার মত শক্তি আজ আর নাই। কি স্নেহ! কি মমতা! যেন অনেকদিন পর মেয়ে শ্বশুরঘর হ'তে পিত্রালয়ে পিতার কাছে এসেছে। আর পিতাই একাধারে বাবা ও মা। "বাবা"র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ মাথায় নিয়ে আজও আছি আমি। আর কখনও ৺কাশীর গঙ্গায় স্নান করতে পারবো না।

এই ভাবে "বাবা" তার সন্তানদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্তরিকতায় নিজে যেমন ভরে উঠতেন এবং প্রতিটি সন্তানের অন্তরকেও ভরে দিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা যেমন তাঁহার হৃদয়-সিংহাসন জুড়ে বসেছিলেন তেমনি করে। তিনি একদিন আমাকে একা পেয়ে অতি স্নেহভরে বললেন "দেখো শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা তারা তোমার আপনার মা ও বাবা" হাত দুখানি প্রসারিত করে আবার বুকে চেপে ধরে বললেন এই ভাবে তুমি তাদের জড়িয়ে ধরে থাকবে। ছোট্ট ছেলে যেমন মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে তেমনি তুমি তাদের জড়িয়ে থেকো কোন ভাবনা নেই তোমার।" বাবাতো আমায় বলে গেলেন কিন্তু আমি আমার বাবাকে বলছি "বাবা, তুমিই তো আমার মা, তুমিই আমার ঠাকুর, তুমিই আমার বাবা এইতো জানি। আমি যে তোমায় দেখেছি প্রভু তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি তুমি আমার প্রাণ। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার প্রাণের প্রাণ। তাই বলি, প্রভু এর বেশী আর কিছু জানতে চাইনা। তুমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়ে আমার মানব জীবন ধন্য করেছ, আমার শোক দুঃখ সকল নিজে বহন করে আমায় পরম শান্তি দিয়েছ। হে অন্তর্য্যামী নারায়ণ, আমার অপরাধ নিওনা, আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানিনা। তুমিই ঠাকুর—তুমিই মা।

"বাবা"র কাছে কখনই আমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের প্রসঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখতে পারতুম না। উত্তরে তিনি যা লিখতেন তাতেই বোঝা যেত অন্তর্য্যামী তিনি কারও ভাব নষ্ট করতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা ছাড়া বাবার কোন চিঠিই কেউ পেত না ইহা ভক্ত মাত্রেরই জানা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কথা বলতে বলতে তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলে ফুটে উঠত এক অপূর্ব নির্ভরতা, নিশ্চিন্ততা ও প্রসন্নতা।

একা ঘরে একদিন "বাবা" আমায় নানা কথার পর বললেন, "তুমি যেখানে থাক সেখানে ভক্ত সংখ্যা কিরূপ আছে সঙ্গ করতে পারার মতো?" বললাম, "বাবা, আছে। তবে সবাইর সাথে আলাপ জমেনা। কেউ এত গভীর ভাবের ভাবী যে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে যায় টের পাওয়া যায়না। আবার কেউ আছেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ খুব গভীর ভাবে আলোচনা হচ্ছে সেই মুহূর্ত্তে এমন এক সংসারের কথা পেড়ে বসল যে সব নস্যাৎ করে দিল।" শুনে বাবা বললেন "দেখো সেই শেষোক্ত ধরণের লোকরা মুলো খাওয়া। মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর তো উঠবেই। সংসারে যেন একেবারে ডুবে আছে। তুমি যেন তাদের সঙ্গ করোনা, দুই একটি কথা বলেই বিদায় দেবে এদের। আগে যাদের কথা বললে তাদের নিয়ে থাকবে, সঙ্গ করবে।"

৺কাশীধামে জনৈক গুজরাটী বয়স্কা ভক্ত মহিলা একদিন "বাবা"র কাছে এলেন। তিনি মঠের অন্য কোন মহারাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রিত হবেন। "বাবা"র আশ্রিত নন। যাই হোক্, সেই অবাঙ্গালী মহিলা বাবার কাছে এলেন কিন্তু মুস্কিল হল তিনি বাংলা বলা দূরে থাক বুঝতেনও না—এমন কি হিন্দিও বুঝতেন না। এদিকে বাবাও গুজরাটী ভাষায় অভ্যস্ত নন। ওর সাথে যিনি এসেছিলেন তিনিই দোভাষীর কাজ চালালেন। আরম্ভ হল তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বাবার কথাবার্ত্তা। মহিলাটি খুবই দুঃখের সঙ্গে বললেন যে "তার কিছুতেই ধ্যান ঠিক হচ্ছেনা। অনেক চেষ্টা করেন তবু কেন এমন হয়। মহারাজ তাঁর হাতের একটি লাল মলাটের বই দেখিয়ে বার বার তাঁকে বোঝাচ্ছেন যে "এই যে বইটি দেখছ এটি কি? একটি লাল বই এইতো? এবার চোখ বোজ তো, তোমার চোখের সামনে কি ভাসছে, ঐ লাল বইটি তো? এও ঠিক সেই রকম। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের ছবি সামনে রেখে তাকিয়ে থাকবে। আস্তে আস্তে চোখ বুঝবে বেশীক্ষণ রাখতে না পারলেও বার বার চেষ্টা করবে। এই ভাবেই হবে।" তবু মহিলাটি বলছেন যে এই ধরণের চেষ্টা তিনি অনেক করেছেন কিন্তু কৈ হচ্ছেনা তো। কিছুতেই যে তার কিছু হচ্ছেনা এটা তিনি বার বার "বাবা"কে (মহারাজকে) বোঝাতে চাইছেন। প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক ওকে বোঝানোর পরও যখন দেখলেন যে উনি কিছুতেই ঠিক মত নিতে পারছেন না, তখন ক্ষোভের সহিত বলে উঠলেন "আর হবে কি করে ৫০ বছর তো সংসার সংসার করেই কাটিয়ে দিলে। এখন কি আর এত সহজে কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢুকবে? সংসার যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।" অবশ্য ঠিক একথাটি দোভাষী আর ওকে ভেঙ্গে বললেন না। তবে মহারাজের কথা বলার ভঙ্গি দেখে উনি বেশ অনুমান করতে পেরেছিলেন তা তার বিষণ্ণ মুখ দেখেই বোঝা গিয়েছিল। সেদিনের সভা থেকে একে একে সকলে বিদায় নিল কেননা বার বার পরিতোষ মহারাজের আনাগোনা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল "বাবা"র স্নানের সময় হয়ে গেছে। ঐ সভাতে আমি বসেছিলাম, বলাই বাহুল্য। সেই দিন সন্ধ্যায়ই আমি ৺কাশীধাম ছেড়ে চলে আসব। সকাল হতেই "বাবা"র জন্য বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। যাইহোক, "বাবা" সভাশেষে সকলকে একবার করে বলছিলেন "আচ্ছা, তোমরা এবার এসো।" যাকেই যখন বলছেন সে তখন প্রণাম করে উঠে যাচ্ছে। সকলকে বললেন কিন্তু আমায় তখনও বলেননি। আমারও এমন জ্বালা হল সেই গুজরাটি মহিলা চলে যাওয়ার পর থেকে কিছুতেই চোখের জলকে আর বাধা মানাতে পারছিলাম না, অজস্র ধারে বর্ষিত হচ্ছিল। যতই সময় চলে যাচ্ছিল ততই "বাবা"র জন্য প্রাণটা হাহাকার করে কেঁদে উঠছিল। অদৃশ্য লোক হতে বিধাতা পুরুষ বোধ হয় তখন বলছিলেন যে "এই তোর শেষ দর্শন।" একে একে সকলে চলে যেতে স্থান খালি হয়ে গেল। বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অন্তর নিংড়ানো স্নেহমাখা স্বরে বলে উঠলেন "মা, তুমি কাঁদছ কেন? আজ চলে যাবে তুমি এখান হতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেঁদোনা মা। আমি তো রয়েছি তোমার সাথে। আমি বলছি তোমার কোন ভয় নেই আমি তোমার সাথে রয়েছি। ভাল ভাবে থাকবে আর আমি যা যা বলে দিলাম আমার কথামত করবে। আচ্ছা আমার স্নানের সময় হল তুমিও এসো এইবার। কিছু ভেবোনা।" আমার একটি কথা বলার মত শক্তি ছিলনা তারপর বলার কিছুই ছিলও না। যে জন্য এসেছিলাম তা আমার পূর্ণ হল। অন্তরে অন্তরে দাসী ও তার প্রভুতে কি আলাপ হল তা কেউ শুনলনা কেউ বুঝলনা। বুঝলেন শুধু ভগবান আর তার অধম ভক্ত।

ঐদিন বিকালে আমাদের রওনা হওয়ার কথা। সব গুছিয়ে দেখা গেল হাতে টাইম রয়েছে তাই আবার ছুটে গেলাম বাবার বৈকালিক আসরে। সামনে গিয়ে পায়ে হাত দিতেই বাবা সোল্লাসে বলে উঠলেন "একি তুমি তাহলে এখনো রওনা হওনি? একটু পরে যাচ্ছো? তা বসো একটু। দেখো, তুমি ৺বিশ্বনাথের আরতি দেখেছ তো?" বললাম "কৈ বাবা, আপনি তো আমায় বলেননি।" বাবা শুনে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন "সেকি! মা আমি তোমাকে ৺বিশ্বনাথের আরতি দেখতে বলিনি? এত বড় একটা ভুল আমার হয়ে গেল। সবাইকে বলি আর তোমাকেই বলিনি? দেখেছ কাণ্ড। এখন কি করবে, এতদূর থেকে এসেছ আর ৺বিশ্বনাথের আরতি না দেখে চলে যাবে? বৃন্দাবনে যমুনার আরতি আর ৺কাশীতে ৺বিশ্বনাথের আরতি ভারত বিখ্যাত। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড্ড দুঃখ হচ্ছে যে কি জিনিষ তুমি হারালে।" আমার মনের অবস্থা তখন পাঠক মাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন। "আমি একটু আসি বাবা" এই বলে উঠে গেলাম। এবং আমার সহযাত্রী আমার ভাইকে অনুরোধ করলাম টিকেটটি পালটিয়ে রাত্রের টিকেট করতে। অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়াতে ভাইটিও একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করল, কিন্তু বাবার কথা ওকে খুলে বলতেই সে রাজী হল এবং টিকেট পাল্‌টে রাত ১২ টার দেরাদুন এক্সপ্রেস-এর টিকেট নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি গিয়ে এই খবর দিতেই বাবা কি যে খুশী হলেন তা আমার হাত ও কলমের সাধ্য নাই প্রকাশ করে। একবার বলছেন "বেশ হল মা, আমার প্রাণে শান্তি হল নইলে দুঃখ রয়ে যেতো।" আবার বলছেন "রাত ১২টায় যাবে তোমরা, কি ঠাণ্ডা—কত কষ্ট হবে তোমাদের। এক কাজ করো আরতি দেখে এসেই মিশন হতে খেয়ে তোমরা সোজা ষ্টেশনে চলে যেও। তাহলে শীতটা একটু কম লাগবে। ওখানে ষ্টেশনের জমাদারকে আট আনা পয়সা দিও এবং বলো দোতলায় একটা ঘর খুলে দিতে। ওদের পয়সা দিলেই ওরা আর আপত্তি করবে না। যতক্ষণ ট্রেনের সময় না হয় ঐখানে থাকবে জানালা দরজা বন্ধ করে; তবেই আর ঠাণ্ডা লাগবে না। দেখো ভাই বোনে যেন আবার ঘুমিয়ে থেকোনা তাহলে কোথা দিয়ে ট্রেন চলে যাবে টেরও পাবেনা। ভাল করে গরম কাপড় জড়িয়ে ষ্টেশনে যাবে, ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভাবে বাবা তার প্রিয় সন্তানকে বার বার করে সাবধান করে শেষ দর্শন দিয়ে ৺বিশ্বনাথের আরতি দেখতে পাঠিয়ে দিলেন।

রাতে যখন চলে আসি তখন মনে হচ্ছিল কারা যেন আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বার বার বাবার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে বলি "বাবা তুমি ছাড়া যার ইহকালে পরকালে কেউ নেই তাকে কে কতদিন ধরে রাখতে পারবে। আজও আমি বসে বসে দিন গুণছি কবে যাব আবার বাপের বাড়ী বাবার কাছে। তবে বাবা আর নিশ্চয়ই তার মেয়েকে পরের ঘরে যেতে দেবেন না। সমগ্র ভাইবোন ভক্ত মণ্ডলীর কাছে আমার এই প্রার্থনা তাঁরা যেন আমাকে শুধু এই আশীর্ব্বাদ করেন বাবাকে ছেড়ে আর যেন আমার পরের ঘরে আসতে না হয়।

ইতি—

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পদাশ্রিতা

মীরা মিত্র

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেন্ট)

স্মরণে

চতুর্থ ভাগ

"আমি যা পেয়েছি"

শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তৎ সৎ

"যাঁর আলোয় আমি পথ পেয়েছি তাঁর শ্রীচরণে
এই শ্রদ্ধাঞ্জলি

- "আমি যা পেয়েছি"

আমাদের গুরুদেব শ্রীমৎস্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ সন্তান। তিনি ছিলেন এই মাটিরই মানুষ। কিন্তু স্পর্শমণির পরশ পেয়ে মনটি তাঁর খাঁটি সোনা হয়ে গিয়েছিল, যে সোনার জৌলস দেহের উপরেও প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর দেহ মাখনের মত কোমল ছিল এবং উপরিভাগ সিন্দুরের মত লাল আভাযুক্ত ছিল। এইতো গেল বহিরাবরণ। অন্তরাবরণও ঠিক ঐ রকমই কোমল ছিল।

"আদিত্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন মাখন গলিয়া যায়, জগতের দুঃখ কষ্টে তাঁর অন্তরও বিগলিত হয়ে যেত ঠিক ঐ রকমে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই সে দিনের সেই দিব্য মূর্ত্তি মনে পড়ে ও মনকে ব্যাকুল করে তোলে……!

"কি পেয়েছিলুম—আর কী হারালুম !" এই তো সে দিন ৬ই মে ১৯৫৮ সাল—আমাদের দীক্ষার পর যখন তাঁর শ্রীচরণ পূজার সময় এলো, প্রবল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করেছিলুম সব শেষে মনের সাধে ঐ চরণে আত্মসমর্পণ করবো অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু মহিলাদের সকলের শেষ হলেও অনেক পুরুষ বাকী ছিলেন—কাজেই সময় খুব কম পেলুম।

দেখলুম তিনি অক্লান্ত ভাবে সব ভক্তদের ঐ চরণে স্থান দিলেন,—নির্ব্বিবাদে সকলের ভার গ্রহণ করলেন।

সেদিন স্পষ্ট দেখেছিলুম ঐ দিব্য মুখমণ্ডলে রগ থেকে গাল পর্য্যন্ত তিনটি আঙ্গুলের মত লাল দাগ ফুটে উঠেছিল। তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার সময় আমাদের ভারে ভারাক্রান্ত দেহটী দেওয়ালের দিকে একটু টলে গেল। জানিনা তখন তাঁর কিছু বাহ্য চৈতন্য ছিল কিনা, যেন কোন ঘোরের মধ্যে কিংবা কোন আবেশে চলেছেন।

আর একদিকে তাঁর অন্তর ছিল মাতৃস্নেহে বিগলিত। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা যেমন তিরস্কার করেন আবার সন্তানের কষ্ট দেখলে কিসে ভাল হবে তার দরুণ যে ব্যাকুলতা —এ দুয়েরই সমাবেশ অন্তরে ছিল।

দীক্ষা দেবার মাস পাঁচেক পরে বেলুড় মঠে শ্রীগুরু মহারাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে দেখা করতে যাই। ৺শ্রীশ্রীকালীপূজার দু' একদিন আগে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।

আমাদের বাড়ী ৺শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়। আমি শ্বশুর বাড়ী এসে পর্য্যন্ত ৺শ্রীশ্রীকালীপূজার উপোস করে থাকতাম; সারাদিন বেশ কাটতো কিন্তু মহাপূজার আরম্ভ থেকে আমার স্সুরু হ'ত বমি।

বমি করে করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়তুম। পূজা দেখা ভাগ্যে প্রায় হতনা। কোনক্রমে কোন বার অঞ্জলি দিতাম। কোন বার তার আগেই কিছু খেতে বাধ্য হতুম।

এর জন্য বড় বিদ্রূপ ও গঞ্জনা পেতে হত। নিজের গর্ভ-ধারিণীও অনেক নিষেধ জানাতেন। কিন্তু অঞ্জলি দেবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারতুম না। গুরুদেবকে একদা জিজ্ঞাসা করি—"আমার কি উপোস করা উচিত নয়? উপোস করলে বড্ড বমি হয়।"

গুরুদেব—"কে তোমায় উপোস করতে বলে? কেন উপোস কর?
(তীব্রকণ্ঠে) এই শরীরে তুমি উপোস কর?"

আমি— "কেউ বলে না। শেষ রাত্রে যখন মায়ের নানা রূপের বর্ণনা করে স্তব স্তুতি হয় তখন আমার ঐ চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবার বড় ইচ্ছা হয়। তাই উপোস করি।"

গুরুদেব—"উপোস করলে তো বমি হবেই। বায়ু উর্দ্ধ দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠে। এইতো ডাক্তার (ডঃ মণ্ডল) রয়েছেন জিজ্ঞেস করনা ?"

"ঐ শরীরে উপোস করলে তুমি মারা যাবে। অত কষ্ট করে তোমার মায়ের কাছে যেতে হবেনা। তোমার শরীর দেখে মায়ের এমনিতেই দয়া হচ্ছে। উপোস তুমি করো না। কিছু খেও। ফল খেও। অঞ্জলি দেওয়া পূজার একটী অঙ্গ। তুমি ঐ অঙ্গটি না করে আর একটি অঙ্গ কোরো—ঐ সময় আসনে বসে জপ কোরো।"

আমি— "আমি যে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম—এ বছর দীক্ষা হলে ভোগের রান্না আমি করবো।"

গুরুদেব—বাড়ীর অন্যান্য খবর নিয়ে বল্লেন—"এইসব তোমরা কর বুঝি ?"

"বাড়ীতে তো অনেক লোক আছে—তোমায় উপোস করে অত খাটাখাটুনি করতে হবেনা। তুমি একটু খুন্তি নেড়ে দিও।"

সেদিন মনে হয়েছিল গর্ভধারিণী মায়ের চেয়েও এই স্নেহ অনেক গভীর।

বহু বছর ধরে সবার মতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উপোসও করেছি—দুর্ভোগও ভুগেছি।

অন্তরে কোন সারা পাইনি। একদিনের এই কটি কথায় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুটি তুলনায় মিটে গেল সর্বদ্বন্দ্ব। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্তম্ভিত হয়ে গেল অন্তর।

সে বছর থেকে আর হাতে ফুল নিয়ে বাহ্য অঞ্জলি দিইনা। তবে অঞ্জলি দেবার সময় সবার সঙ্গে উঠে দাঁড়াই—নয়নের জলে অন্তর দিয়ে যে অঞ্জলি দিই—জানিনা তা পৌঁছায় কিনা—তবে আমি আনন্দ পাই ও তৃপ্ত হই।

আর একদিনের একটী ঘটনা লিখেই আমার লেখা বন্ধ করি। পুঁজি অতি অল্প হলেও আমার কাছে অতি শ্রেষ্ঠ ও অতি মহৎ। তাই এটুকু সবার মধ্যে ব্যক্ত করে দেবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হ'ল।

আসানসোলে শেষবার দীক্ষা দেবার জন্য যে দিন যাত্রা করেন, সেই দিন সকালে বেলুড় মঠে সেই পুরাণো বাড়ীর দোতলার দালানে—সকল ভক্তদের দর্শন দিলেন গুরুদেব।

সকল দীক্ষার প্রার্থীদের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। একটী বিবাহিতা মহিলা তার একটি অবিবাহিতা বোনকে নিয়ে এসেছিলেন। সব দর্শনপ্রার্থীরা চলে গেলে তিনি তাঁর আবেদন জানান—অবিবাহিতা বোনের জন্য। বল্লেন "মহারাজ, এর আপনার কাছে দীক্ষা নেবার বড়ই ইচ্ছা। বাবা বিয়ের ঠিক করছেন, কোথায় গিয়ে পড়বে? তার আগে ওর দীক্ষা নেবার বড় ইচ্ছা। আপনি ওকে কৃপা করুন।"

মেয়েটি তখন মহারাজকে প্রণাম করছিল। সে মহারাজের চরণ দুখানি ধরে অন্তরে কী আবেদন জানালে, বুঝতে পারলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। কেবল দেখলুম মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন ও দীক্ষা দিতে সম্মত হয়ে, পরিতোষ মহারাজকে নাম লিখে নিতে নির্দ্দেশ করলেন।

ঐ দিন আমারও কিছু বক্তব্য ছিল। তাই সবশেষে অপেক্ষা করে বসে ছিলুম। ধ্যানের সময় মনের কোন অবস্থা প্রকাশ করি, ও সে সময় কয়েকটি বিঘ্ন নিবারণের কি উপায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। ....মুখে আস্ফালনের শব্দ করে বল্লেন,—"এত দুর্ব্বল শরীরে কি করে হবে ?"

........কিছুক্ষণ পরে বল্লেন, "তোমায় কিছু করতে হবেনা। তুমি শুধু ঠাকুর ও মাকে ধরে পড়ে থাক। শুয়ে বসে যে ভাবে পার।"

.......সেই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর যে কৃপা ও করুণা লাভ করে-ছিলুম তা অনুভূতির বস্তু। ভাষা তা প্রকাশে অক্ষম।

স্নেহ বিগলিত মহারাজ মাতৃস্বরূপা ছিলেন। তাঁর অজস্র স্নেহ ধারা বর্ষিত হয়েছে ভক্তদের 'পরে। যে যেভাবে পেয়েছে লুটে নিয়ে ধন্য হয়েছে।

গুরু ভক্তদেবের তিথি পূজার দিন অত ব্যস্ততার মধ্যেও ক্ষণিকের মধ্যে চোখে চোখ পড়তেই মাথাটি হেলিয়ে বহুবার উচ্চারিত সেই স্নেহমাখা দুটি কথা "ভাল আছ ?" বলেই সে দিনের মত এ প্রসঙ্গ শেষ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তো বুঝতে পারিনি তাঁর এই স্নেহের সম্ভাষণ আর কখনও শুন্‌তে পাব না। এখানে এই টুকুর মধ্যেই সব শেষ··· কে জানতো এরই মধ্যে তাঁর মহাসমাপ্তির লগ্ন ঘনিয়ে আসছে···!

ইতি—

৯।১১।৬৩
৩৮।২।২, বোসপাড়া লেন
কলিকাতা-৩

শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দজীর
পদাশ্রিতা
শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্ত

চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেণ্ট)

স্মরণে

পঞ্চম ভাগ

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ লিখিত
বহু পত্রাবলীর মধ্যে কয়েকটি মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ মঠ,
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
২৯।৪।৩৮

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা ফুলুরাণী,

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। আমরা যখন প্রথমে পূজ্যপাদ স্বামী **বিজ্ঞানানন্দের** মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাই। তখন প্রাণে বড়ই ব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম। এখন মনের উপর হইতে সেই শোকের কাল মেঘখানা অন্তর্হিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা সহচর তিনি, তাঁর কার্য্যের যখন শেষ হইল শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন। এখন তিনি দিব্যধামে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং তোমাদের কত নিকটতম হইয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে বেলুড় মঠ কিম্বা এলাহাবাদ যাইতে হইত—এখন আর সেইরূপ করিতে হইবে না। এখন তিনি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া তোমাদের হাত ধরিয়া লইয়া চলিবেন সেই আনন্দময় ধামে যেখানে চির-শান্তি সদা বিরাজমান, যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের পার্ষদগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। মা, তোমার অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব স্বয়ং তোমাকে তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভয়পদে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তোমার ভয় কি? করুণাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদিতা তুমি, তুমি তাঁর কত প্রিয়। তিনিই ত তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে আনিয়াছেন, অসীম কৃপা তাঁর তোমার উপর। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা এবং তোমার গুরুদেবের শুভাশীষ সতত তোমার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল শরীরে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতি কালে কয়জন তাঁহাকে চিনিয়াছিল? এখন দেখ তিনি তাঁর চিন্ময় দিব্য শরীরে থাকিয়া সহস্র সহস্র নর নারীকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের কত আনন্দ ও শান্তি দিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিরপার্ষদ তোমাদের গুরুদেব, তোমাদের ছেড়ে চলে যাননি এবং কখনও যাইতে পারেন না। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা যখন স্থূল শরীর ছেড়ে দিলেন তখন তোমার ন্যায় আমারও ঐ অবস্থা হইয়াছিল। পরে মা স্পষ্ট দেখিয়ে দিলেন তিনি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। সত্য তোমায় বলছি—মা ফুলু—এখন যেন তাঁহারই অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া কত আনন্দ ও শান্তিতে রহিয়াছি। তোমার গুরুদেব তোমাকে যে কয়টী উপদেশ পালন করিতে বলিয়া গিয়াছেন উহা ঠিক ঠিক পালন করিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি তোমার অনুরাগ এবং প্রকৃত গুরু ভক্তি দেখান হইবে। তুমি সাধারণ সংসারী লোকের ন্যায় তাঁহার জন্য শোক করিও না বা তাঁহার অভাব বোধ করিও না। আশা করি, তুমি আমার এই পত্র পড়িয়া অনেকটা শান্ত হইবে। মা,

১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় চিরশান্তির অধিকারিণী করুন ইহাই তাঁর চরণে আমার সতত কাতর প্রার্থনা।

তোমার গুরুদেবের পায়ের ছাপ লওয়া হইয়াছে কিনা এখনও পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাই নাই। যদি উহা লওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমাকে একখানি সংগ্রহ করিয়া দিব। তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও।

তুমি তোমার মার কথায় ত্রিরাত্রি হবিষ্য করিয়াছ ইহা খুবই উত্তম হইয়াছে। আমি তোমাকে তাড়াতাড়িতে ঐ কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিতা সুতরাং যাহা করণীয় তিনি ঠিক তোমার দ্বারা করাইয়া লইলেন। এখন আর কিছুই তোমাকে করিতে হইবে না।

আগামী ৭ই মে শনিবার তোমার গুরুদেবের তিরোভাব উপলক্ষে এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইবে। তুমি ইচ্ছা করিলে ঐ সময় কিছু পাঠাইয়া দিতে পারিলে ভালই হইবে।

গতকাল বিজেন বাবুর একখানি কার্ড পাইয়াছি। তোমার ছোটদির ছেলেটী ক্রমেই ভালোর দিকে যাইতেছে—শিশির তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছে। এই সংবাদে বড়ই সুখী হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে শীঘ্র সুস্থ নিরাময় করিয়া দিন। স্নেহের অজয় সেখানে খুব আনন্দে আছে—এ সংবাদে আমিও ততোধিক আনন্দিত। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহাশীষ জানিবে। তোমার মা আশা করি উপস্থিত ভালই আছেন। ইতি—

তোমার সতত শুভানুধ্যায়ী
মহারাজ

পুঃ তোমার জন্য শ্রীমন্দিরের ছবি রাঁচিতে লইয়া যাইব। বিঃ

শ্রীমতী ফুলুরাণী দেবী
C/o শ্রীবীজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রাঁচি

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
মোরাবাদী পাহাড়, রাঁচি,
২৪।৪।৩৭

পরম কল্যাণীয়া মা ফুলুরাণী,

মা, তোমার মনের উপর দিয়ে যে কি ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে —তাহা যখনই ভাবি হৃদয় দুঃখে স্বতঃই অভিভূত হইয়া পড়ে। শোকাতুরা জননী তুমি আমার, তোমাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। মা, মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ও হইবে। কেহই উহা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সংসারে ইহাই হচ্ছে তাঁর আইন। মোহান্ধ, মায়াসত্ত্বা দুর্ব্বল জীব আমরা, আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁর দিকে কেবল লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সংসারের শোক, দুঃখ প্রভৃতি নীরবে সহ্য করা। ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই এবং এই বাণীই তিনি পুনঃ পুনঃ আমাদের বলিতেছেন। মা, তাঁর দেওয়া জিনিষ, তিনি আমাদের নিকট কিছু দিনের জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং তিনিই আবার সময়ে উহা ফিরিয়া লইলেন। আমাদের ইহাতে আর কি হাত আছে বল, মা? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই অনিত্য দুঃখময় সংসারে কোন বস্তুরই স্থায়িত্ব কোন কালে নাই। মা, একবার ভাবিয়া দেখ, যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল? রঘুপতির অযোধ্যা পুরীই বা কোথায় গেল? লীলাময়ের লীলাভূমি নশ্বর সংসারে এই সকল লীলা দেখে শুনে শ্রীভগবানে একমাত্র চিত্ত সমাহিত করা ভিন্ন চির সুখ ও শান্তি লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। ইহাই তাঁর একমাত্র উপদেশ। মা, তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, শরণ ও সুহৃদ। সুতরাং জীবনের সকল অবস্থার ভিতর অর্থাৎ তিনি আমাদের যখন যে অবস্থায় রাখিবেন তাঁহাকে যেন কখনও না ভুলিয়া থাকি,—এই প্রার্থনাই কেবল সর্ব্বদা করিতে হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও,—"এই অনিত্য সংসারকে ভগবানের সহিত যোগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—এক হাতে তাঁর পাদপদ্ম ধরিয়া থাকিয়া অপর হাতে কার্য্য করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতে হইবে এবং সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহার (ঈশ্বরের) আমার নহে। ঐরূপ করিলে মায়া মমতাদিতে কষ্ট পাইতে হইবে না; এবং যাহা কিছু করিতেছি, তাঁহার কর্ম্মই করিতেছি, এইরূপ ধারণার উদয় হইয়া মন তাঁহার দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে। মা, শ্রীভগবান তোমার শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করুন— ইহাই তাঁর নিকট আমার হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা।

ইতি—

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবিশুদ্ধানন্দ

শ্রীমতী ফুলুরাণী দেবী
C/o শ্রীবীজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রাঁচি

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

বালি
১৩৩৮ সন

পরম কল্যাণীয়া উষাবালা,

মা, গতকল্য আপনার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। আপনি যে বহুজন্ম সুকৃতিফলে দেবকী নন্দন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে যে প্রাণে কত আনন্দ হইল তাহা সামান্য পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। মা, মহাভাগ্যবতী আপনি, শ্রীভগবানের অসীম কৃপা আপনার প্রতি—ইহা আপনার পত্রের প্রতিছত্রে সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। শ্রীভগবানের যে কোনরূপে বা মূর্ত্তিতে ঐকান্তিক প্রীতি ও ভালবাসা এবং নিয়মিত রূপে ঐ মূর্ত্তির চিন্তা, পূজা, প্রার্থনা, জপ ও ধ্যান অভ্যাস করিয়া যাওয়ার নাম "ইষ্টনিষ্ঠা"। ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। এই ইষ্টনিষ্ঠা হইতেই ক্রমশঃ ভক্তি, ভাব, মহাভাব ও প্রেম সাধক ও সাধিকারা তাঁর কৃপায় প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হন। ইষ্টনিষ্ঠার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত:— "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্ব রাম কোমল লোচন" শ্রীনাথ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীরাম প্রকৃত পক্ষে এক হইলেও কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার হৃদয়ের একমাত্র সর্ব্বস্ব ধন। শ্রীরাম ভক্ত হনুমানের উক্তিতে ইষ্টনিষ্ঠা বস্তুটী কি ইহা আমরা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম্ করিতে পারি। সাধক ও সাধিকাদের নিজ নিজ ইষ্টদেব দেবীর সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতেই আসিয়া থাকে। এখানে যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের পথ-প্রদর্শক রূপে প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য হন তাঁহারা শিষ্যদের ঠিক ঠিক ইষ্টকে ধ্যানেতে জানিতে পারেন, অথবা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে সেই সেই দেব দেবীর বীজ মন্ত্র প্রদান করেন। কিন্তু আপনাকে অতি দুঃখের সহিত বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে যে সাধারণ সংসারী কুলগুরুর প্রথা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে আপনি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। পূর্ব্ব পুরুষদের সাধনা বা তাঁহারা যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিয়াছেন তাহাই যে একমাত্র অনুসরণ করিতে হইবে, অন্যথা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, ইহা একেবারে যুক্তিযুক্ত নয়। আমার ইষ্টদেবই মা হইয়াছেন এই ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব চলিয়া যায়। তারপর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে "সবই এক" এই অনুভূতি তাঁর আশ্রিত ভক্তদের করাইয়া দেন। কেবল মুখে 'সব এক' বলিয়া কার্য্যে অন্যরূপ করিলে কোনই ফল হয় না। এই কারণে সাধনার প্রারম্ভে পূর্ব্বজন্ম লব্ধ ইষ্টনিষ্ঠা বা ভক্তি অবলম্বন করিতে হয়। ইহাতে সুফলই প্রসব করে। মা, এখন আমার বক্তব্য এই যে, আপনি যে গোপীজনবল্লভ শ্রীভগবানকে জন্মাবধি ধরিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাকেই যে একমাত্র আশ্রয় করিয়া চলিয়াছেন, ইহাতে আপনি কিছুই ভুল করেন নাই। তিনিই প্রকৃত পথ-প্রদর্শকরূপে আপনাকে ঠিক রাস্তায় চালাইতেছেন। অন্তর্য্যামী ভগবান তিনি, প্রাণের কথা সবই তিনি জানেন। আপনার কোন ভয় নাই। আপনি মন মুখ এক করিয়া যেরূপ ভাবে তাঁকে ডাকিতেছেন সেইভাবে ডাকুন তাহা হইলে তিনি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। আপনি কুলগুরু প্রদর্শিত পথে না চলিলেও আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে দেহ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন-প্রাণ অর্পণ করিয়া তাঁহাতে একেবারে মগ্ন হইয়া যান এবং দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক করুন।

ইতি—

মহারাজ

ফুলুরাণীর মা উষা বালাকে
লিখিত মহারাজের পত্র,
রাঁচি।

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
মোরাবাদী পাহাড়, রাঁচি।
১৯-৭-৩৯

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা ফুলুরাণী,

তোমরা নিয়মিত ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার যথাসাধ্য ভজন করিয়া যাইতেছ,—ইহাতে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। মা কিছুকাল ভজন করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিবে যে আসল গোলমাল সবই ভিতরে, বাহিরের গোলমাল ততো বিঘ্নকর নহে। অবশ্য প্রথমে মন অন্তর্মুখী করিতে হইলে একান্তে বসিয়া তাঁর জপ ও ধ্যান করা উচিৎ,—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় বাহিরের গোলমালে চিত্ত খুবই বিক্ষিপ্ত হয়। যাহা হউক, প্রভু তোমাদের যেমন চালাইতেছেন উহাই সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর জানিয়া—তাঁরই চরণে আপনাদের উৎসর্গ করিয়া তাঁরই প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিয়া যাও। সকল ভার তিনিই যখন গ্রহণ করিয়াছেন তখন আর তোমাদের ভয় ভাবনার অবসর কোথায়? এখন তোমরা তাঁর হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তাঁরই প্রদর্শিত পথে আপনাদিগকে চালিত কর; মোট কথা, তাঁর দ্বারে কৃপার ভিখারী হইয়া পড়িলে তখন তিনিই সব করাইয়া লইবেন। তিনি আমাদের যখন যে অবস্থাতে ফেলিয়া রাখুন না কেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেই উত্তম। কারণ তিনিই আমাদের স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা,—একাধারে দুই, তাঁর আশ্রিত সন্তানদের কখনই অমঙ্গল করেন না। তিনি জানেন কাহার পক্ষে কি উত্তম এবং সেইমত ব্যবস্থাও করেন,—মধ্যে কেবল আমরা আমাদের মনোমত যা তা একটা তাঁর নিকট চেয়ে বসিয়া যত গোলমালের সৃষ্টি করে ফেলি বইত নয় তিনি যেখানে যেমন রাখুন না কেন, কৃপা করে তাঁর চরণে মতি রাখুন—তা হলেই হল।

তোমরা ইতিমধ্যে একদিন প্রভুদর্শনে মঠে গিয়াছিলে সংবাদে অতীব প্রীতি হইয়াছি।......

তুমি লিখিয়াছ, "গত চিঠিতে আপনাকে বড় চিঠি লিখতে বলায় আপনি বোধ হয় আমার উপর একটু বিরক্ত হইয়াছেন।... য়দি আপনাকে বিরক্ত করে থাকি, তবে স্নেহগুণে ক্ষমা করবেন"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি। এখানে "যদি" "বোধ হয়" এই সব শব্দগুলোর একটাও সত্য নয়। অর্থাৎ আমি কিছুমাত্র তোমার উপর অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হই নাই। জানি না, তুমি হঠাৎ এরূপ কেন মনে করিলে। তোমরা আমার কত আপনার,—আমার মায়ের এক একটী রূপ তোমরা, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিতা, তোমাদের যে আমি কত স্নেহের ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি তাহা আর কি বলিব। তোমাদের উপর কি কখনো বিরক্ত হইতে পারি ?

ইতি—

তোমাদের চিরশুভানুধ্যায়ী

মহারাজ

শ্রীমতী ফুলুরাণী দেবী

C/o শ্রীবীজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রাঁচি

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

বেলুড় মঠ

২৯-৪-৪৮

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা ফুলু,

……সংসারের সম্পদ, ঐশ্বর্য্য ও ভোগাদিতে কোন শান্তি নাই,—জীবনের সকল অবস্থাতেই বিশেষতঃ শোক, দুঃখ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপদ ও মনস্তাপ প্রভৃতিতে প্রভুকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া চলিতে পারিলেই প্রকৃত শান্তি। ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসাদিতে শান্তি নাই বলিতেছি, ইহার কারণ তখন শ্রীভগবান এই সব পার্থিব খেলনা দিয়া মানুষকে একেবারে ভুলাইয়া রাখেন। সেই সময় উহারা ভগবদানন্দ হইতে চির বঞ্চিত হন। দেখি, প্রভুর অসীম কৃপা তোমাদের উপর,—তিনি তোমাদের এই ভোগ বিলাসাদি হইতে অনেক দূরে রাখিয়াছেন। এখন তিনিই তোমাদের প্রকৃত সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য হউন এবং তোমরা তাঁহাকেই একমাত্র জীবনের সহায় ও সম্বল জ্ঞানে চিরশান্তি লাভের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও,—ইহাই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি। এখন "সম্পদ তব শ্রীপদ" শ্রীশ্রীস্বামীজীর এই স্তোত্রাংশটুকু—তোমাদের ইহ ও পরকালের একমাত্র আশ্রয় হউক।

প্রভুর ইচ্ছা হইলে আমি ৬ই মে সকাল রাঁচী পৌঁছিব। আন্তরিক স্নেহাশীষ সকলে নিও।

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
মহারাজ

শ্রীমতী ফুলুরাণী দেবী
C/o শ্রীবীজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রাঁচি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

রামকৃষ্ণ মিশন
বেণারস
৩-১১-৪১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা ফুলু,

……আশা করি তুমি আজ পুণ্যভূমি বেলুড় মঠ দর্শন করিয়া কাঁচড়াপাড়া ফিরিয়া আসিয়াছ। মা, তোমার ত পুণ্য সঞ্চয়ের শেষ নাই। আশা করি এখন হইতে আর অন্য কোথাও ছুটাছুটি না করিয়া ঐখানেই কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিবে। মানব প্রকৃতিই বলবতী, জানিনা,—আবার তোমাকে অন্য কোথাও লইয়া না যায়। দেহ-মন্দিরে চৈতন্যময় ঠাকুরকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া থাক, তিনি ভাবগ্রাহী প্রাণের ঠাকুর, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাক, দেখিবে তোমার ভাবে আকর্ষিত হইয়া তিনি দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন। মা, তিনি ত মোটেই দূরে নহেন, তিনি যে অতি নিকট হইতেও নিকটে। তিনি এত নিকটে যে, তোমার এই দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিও তোমার এত নিকটে নহে। আমাদের মন ঐহিক ভোগবাসনায় আসক্তা এবং বিষয় চিন্তায় সদা চঞ্চল বলিয়াই সেই পরমসুন্দর ও পরমানন্দ স্বরূপ প্রভু আমাদের দেহ-মন্দিরে জাগ্রত ও জীয়ন্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও আমরা তাহাকে অনুভব করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিতেছি না। শ্রীশ্রীভগবদ্দর্শন করিবার প্রতিবন্ধকরাশি,—অর্থাৎ চিত্তের আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কার করিবার নিমিত্তই শ্রীগুরু প্রদত্ত সাধন ও উপাসনা। একস্থানে বসিয়া যে পর্য্যন্ত না এই সব প্রতিবন্ধক দূর হয় তাঁর প্রদর্শিত পথে চলিতে অভ্যাস কর, পরে তাঁর কৃপায় তাঁহাকে লাভ করিয়া শাশ্বত আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিবে। প্রথমে এখন শরীরের উপর দৃষ্টি চাই, সাধনের উপযোগী এই শরীরকে সুস্থ ও বলবান রাখিতে হইবে, ইহা যেন ভুলিয়া যাইও না। শরীরের ব্যাধি থাকিলে মন সুস্থ থাকে না।........

ইতি—

তোমাদের চিরশুভানুধ্যায়ী

মহারাজ

শ্রীমতী ফুলুরাণী দেবী

C/o শ্রীবীজেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

রাঁচি

(৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

বারাণসী

১৮।৯।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা মীরা,

তোমার ১।৯ তারিখের পত্র যথা সময়ে পেয়ে সমাচার অবগত হয়েছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নোঙর ফেলে দাঁড় টানলে নৌকা এগোয় না, ইহা তো জান। সেইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার দিকে এগোচ্ছ কিনা সে তো তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। তাঁদের যতই আপনার করে নিয়ে ভালবাসতে পারবে ততই সাধন ভজনে তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করবে। নোঙর মানে আসক্তি, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাড়ী ইত্যাদি। যতদিন তাদের প্রতি ভালবাসা আসক্তি থাকবে ততদিন নোঙর ফেলে দাঁড় টানা হবে। পূবদিকে যত এগোবে পশ্চিম দিক ততো পিছিয়ে যাবে ইহাকেই বলে নোঙর তুলে দাঁড় টানা। আমার শরীর প্রভু এক প্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীষ নিবে।

ইতি—

চিরশুভানুধ্যায়ী

বিশুদ্ধানন্দ

মীরা মিত্র
১৭, সেন্ট্রাল রোড
আগরতলা, ত্রিপুরা

(৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ মিশন
বারাণসী
২৭।৮।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা মীরা,

তোমার ১২।৮ তারিখের পত্র যথাসময়ে পেয়ে সমাচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবগত হয়েছি। তুমি আমার আদেশ মতো শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে ধরে চলছো জেনে সুখী হলাম। তাঁদের মঙ্গলময় আশীষ ও করুণা তোমার শিরে সতত অজস্রধারে বর্ষিত হোক। তাঁদের দিকে আরও এগিয়ে পড় ও শান্তির অধিকারিণী হও।

সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে যে এই সাধন ভজনে নোঙর ফেলে দাঁড় টানার মতো যেন না হয়। আমার শরীর প্রভু মোটামোটি একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে ও তোমার ছেলেমেয়েদের জানাবে।

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

(৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

বেলুড় মঠ
২০।৫।৬২

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা মীরা,

তোমার ৯৫ তারিখের পত্র পেয়ে সমাচার অবগত হলাম। তুমি গলার অসুখে ভুগে উঠলে জেনে দুঃখিত। ডাক্তারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দেশমতো সাবধানে থাকবে। আশাকরি এতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছ।

চিত্তশুদ্ধি কাকে বলে প্রশ্ন করেছ। কথামৃত ভাল করে পড়বে তাতে এসব প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার ভাবে রয়েছে। সুঁচে কাদামাটি লেগে থাকলে চুম্বক তাকে আকর্ষণ করতে পারেনা। আর্শিতে ময়লা জমে থাকলে তাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়না। মনেও সেইরূপ কাম ক্রোধাদি ও বিষয় বাসনা রূপ ময়লা জমে আছে এবং উহা ধোয়া পরিষ্কার হলে চিত্ত শুদ্ধ হবে। এই অবস্থা হলে মনের বহির্মুখী বৃত্তি থাকেনা, মন স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী হয়। ভাগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া আর সব আলুনি লাগে। পূজা, জপ, ধ্যান প্রার্থনাদির দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করতে হয়। আমার শরীর প্রভু কোনরকম চালিয়ে নিচ্ছেন। তোমরা আমার স্নেহাশীষ নিবে।

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

মীরা মিত্র
১৭, সেন্ট্রাল রোড
আগর তলা, ত্রিপুরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
বারাণসী-১
১৪।১২।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা মীরা,

তোমার ৩।১২ তারিখের পত্র যথা সময়ে পেয়ে সমাচার অবগত হয়েছি। মধ্যে তুমি গলার অসুখে কষ্ট পেয়েছ জেনে দুঃখিত।

গুরু প্রদর্শিত পথে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে ধরে সংসারের পথে চলছো জেনে সুখী হলাম। তাঁরাই তো আমাদের এক-মাত্র সহায়, সম্বল, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য যা কিছু সবই। তাঁদের ধরে পড়ে থাকতে পারলেই যা কিছু দরকার সব তাঁরা করে নেবেন।

আমার শুভাশীষ সর্ব্বদাই তোমার উপর রয়েছে জানবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা তোমাকে অমৃতের অধিকারিণী করুন ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা করি। আমার শরীর প্রভু মোটামুটি একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ নিও।

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

মীরা মিত্র
১৭ সেনট্রাল রোড
আগরতলা, ত্রিপুরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

বারাণসী-১
২১।৭।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা মীরা,

তোমার ৯।৭ তারিখের পত্র যথা সময়ে পেয়ে সমাচার অবগত হয়েছি। তুমি রাষ্ট্রভাষা পড়ে পরীক্ষা দিয়ে ওখানের মধ্যে **প্রথম স্থান** অধিকার করেছ জেনে সুখী হলাম। প্রভুর মঙ্গলময় করুণা ও আশীষ তোমার শিরে সতত বর্ষিত হোক। গুরু প্রদর্শিত পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে ধরে সংসারের কর্ত্তব্য পালন করে এগিয়ে চল। আগে তাঁরা তারপর তাঁদের সংসার ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে। এই পরীক্ষাতেও তোমাকে ফার্ষ্ট হতে হবে ইহা যেন মনে থাকে।

আমার শরীর প্রভু একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তোমরা আমার আন্তরিক, স্নেহাশীষ জানবে।

ইতি—

চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ.

মীরা মিত্র
১৭ সেণ্ট্রাল রোড
আগরতলা, ত্রিপুরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

বেলুড় মঠ
৯.২।৬০

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা মীরা,

তোমার প্রেরিত টাকার M. O. শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের জন্য পেয়ে সুখী হলাম। তোমার ৩।২ তারিখের পত্রও আমি যথা সময়ে পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা তোমার ইহপরকালে আপনার এবং তাঁরা তোমাকে সতত ধরে আছেন জানবে। তুমিও তাঁদের ধরে চলতে অভ্যাস কর। তাঁদের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরাগের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে।

আমার শরীর প্রভুর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে।

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

মীরা মিত্র
১৭ সেন্ট্রাল রোড
আগরতলা ত্রিপুরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,
পোঃ বেলুড় মঠ,
হাওড়া।
১৯।৫।৬২

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা রাধারাণী,

তোমার ও স্নেহের মা মান্তুর ১৩।৫ তারিখের পত্র পেয়ে সমাচার অবগত হলাম। তোমরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদী পত্র পাও নাই জেনে দুঃখিত। যা হোক এখন তোমরা পুনঃ আমার নববর্ষের আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে।

মা মান্তুর পত্রে জানলাম যে তুমি পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছ। এই সংবাদে খুবই দুঃখিত হলাম। তুমি এবিষয়ে কিছুই লেখ নাই কেন? যাহা হোক সেবাশ্রমে গিয়ে ডাক্তারকে দেখিয়েছ তো? ডাঃ নির্দ্দেশমত ঔষধাদি ব্যবহার করবে ও সাবধানে থাকবে।

প্রভুর কৃপায় অচিরে সুস্থ ও নিরাময় হয়ে ওঠ। পত্রোত্তরে এবিষয়ে তোমাদের কুশল সহ সংবাদ দানে সুখী ও নিশ্চিন্ত করবে। হাড়টাড় কিছু ভাঙ্গেনি তো? ইহা জানাইও।

আমার শরীরটা কদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। সে জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ আছে। আমি আজ দুদিন থেকে একটু ভাল আছি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে ও সকলকেই জানাবে।

শ্রীযুক্তা রাধারাণী
ডি, ৫৩৩৯, লাক্সা
বারাণসী-১

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

(১৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,
পোঃ বেলুড় মঠ,
হাওড়া
২৪।৩।৬২

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা রাধারাণী,

তোমার ১৯।৩ তারিখের পত্র পেয়ে সমাচার পাঠে খুব সুখী হলাম।

মা, তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার চরণে নিবেদিতা। তাঁরা সব সময়ে তোমাকে তাঁদের স্নেহময়-ক্রোড়ে ধরে আছেন,—এটা বিশ্বাস করো। তোমার কোন ভয় নেই এবং 'হা হুতাশ' করবারও অবসর নাই। আর একটা কথা, সব সময় মনে রাখবে যে আগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা, পরে তাঁদের সংসার। সংসারকে কখনও তাঁদের আগে বসাবে না। পূর্ব্বোক্ত এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুটী কথা সব সময় মনে রেখে সংসারের কর্ত্তব্যাদি করে যাবে এবং ইহাতেই তোমার হৃদয় আনন্দ ও শান্তিতে ভরে থাকবে। স্নেহের মা মান্তু ও তোমার ছোট ছেলে কেমন পরীক্ষা দিলে সময়মতো আমাকে জানিয়ে সুখী করবে। তোমার বড় ছেলেকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানাবে। চুণারে তার কাজকর্ম্মাদি ভালভাবে চলছে জেনে সুখী হলাম। এখানে প্রত্যহ ভক্তদের সকালে ১০টা থেকে ১১টা এবং বৈকালে ৫½ টা থেকে ৬½ টা দর্শন এবং উহাদের সহিত ভগবৎ প্রসঙ্গাদি আলোচনা করে থাকি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে এবং মা মান্তুকে ও তোমার ছোট ছেলেকে জানাবে!

শ্রীযুক্তা রাধারাণী
ডি ৫৩।৩৯, লাক্সা
বারাণসী-১

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

(১৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ মঠ
৩।৩।৫৮

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা পান্নারাণী,

তোমার ২৫।২ তারিখের পত্র পেয়ে সমাচার অবগত হয়েছি। তুমি যা স্বপ্ন দেখেছ বেশ ভালই। গুরু, ইষ্ট ও দেব-দেবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্ন দেখা খুব ভাল। তবে ঐ সব স্বপ্নের ঘটনাবলী নিয়ে বেশী মাথা ঘামাইও না।

তোমার এখন মালা নেবার প্রয়োজন নাই। করে যেমন জপ করতে বলেছি, সেইভাবে করে যাও। আমার আদেশ মত জপ ধ্যানাদি নিষ্ঠার সহিত করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার পাদপদ্মে ভক্তি, বিশ্বাস ও শরণাগতির জন্য খুব করে প্রার্থনা করবে।

আমার শরীর প্রভুর কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে।

ইতি—

চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীমতী পান্নারাণী
শিলং
আসাম

(১৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
মোরাবাদী, রাঁচী
২২।৮।৬০

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা বীণা,

তোমার ৯।৮ তারিখের পত্র এখানে পেয়ে সমাচার অবগত হয়েছি। তোমার পূর্ব্ব পত্রও আমি যথা সময়ে পেয়েছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অবলম্বন করে তাঁর প্রদর্শিত পথে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত দীর্ঘ দিন ধরে লেগে থাকতে হয়। তবেই প্রভুর কৃপায় আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়া যায় এবং তখনই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু তোমার এই প্রকার দৃঢ় নিষ্ঠা নেই, ইহা আমি বরাবরই লক্ষ্য করে আসছি।

আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে তাহলে তুমি যা অভিরুচি করতে পার।

তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে।

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন কর—তবেই তাঁর কৃপা উপলব্ধি করতে পারবে! আগে আত্মকৃপা, পরে গুরুকৃপা।

আগে নিজের মধ্যে ইষ্টকে (নারায়ণকে) দেখতে চেষ্টা কর। নিজের মধ্যে নারায়ণকে আগে দেখ, পরে সর্ব্বভূতে নারায়ণ দর্শন হবে। "Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you."

"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব তিনের দয়া হোল, একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে গেল" এই একের দয়া অর্থাৎ তোমার মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেয়া হওয়া চাই। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে পুরুষকার সহায়ে সাধন করে যাও।

শ্রীযুক্তা বীণা সিকদার
C/o শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিকদার
পোঃ রায়গঞ্জ,
ওয়েষ্ট-দিনাজপুর।

মহারাজ

(১৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,
বারাণসী-১।
২৯।৬।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা উমা,

আমার জন্মতিথি উপলক্ষে তোমাদের শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ টাকা এবং বেলুড় মঠ হইতে ভরত মারফৎ তোমাদের পাঠান টাকা শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের পূজা এবং গুরুপূজা মানসে আমি যথা সময় পেয়ে সুখী হলাম। তোমরা সব কুশলে আছ জেনে ততোধিক আনন্দিত হলাম। তাঁর করুণা ও আশীষ তোমাদের শিরে সতত অজস্রধারে বর্ষিত হোক।

তুমি মনিঅর্ডার কুপনে একটু ছেলের খবর লেখনি কেন? আশা করি কাশীনাথ ভাল আছে ও মন দিয়ে পড়াশুনা করছে। সে তোমাদের বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করেত? তাকে আমার স্নেহাশীষ দিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা সকলে আমার জন্মদিন উপলক্ষে বেলুড় মঠে গিয়েছিলে জেনে সুখী হলাম। ঐদিন তথায় তোমরা প্রসাদ পেয়েছিলে তো ?

এই মাত্র তোমার আর একখানি পত্র পেয়ে সব সমাচার অবগত হলাম। তোমাদের উপর ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে, এতো শ্রীশ্রীঠাকুরেরই পরীক্ষা। এক্ষেত্রে তোমরা প্রভুর ইচ্ছায় যাহা করিয়াছ তাহা ঠিক করিয়াছ। তোমরা এইরূপ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত সংসার কর। আমি তো তোমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার পাদপদ্মে অর্পণ করেছি। তাঁদের ধরে সংসার পথে চল। তাঁরা তোমাদের চিরকালের আপনার। আমি তো আছিই। ইহা কখনও ভুলো না।

মা মীণাক্ষীর পত্র এবং আমার জন্মদিন উপলক্ষে প্রেরিত টাকা গুরুপূজা বাবদ পেয়েছি। তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কুশলে আছে জেনে সুখী হলাম।

আমার শরীর প্রভু মোটামুটী একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে। তিনি সতত তোমাদের মঙ্গল করুন। মা মীণাক্ষীদেরও আমার স্নেহাশীষ দিও।

ইতি—
চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীমতী উমা দেবী
"লক্ষ্মীভিলা"
১০।৬০ দেশপ্রাণ সাসমল রোড
কলিকাতা-৩৩

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SWAMI VIVEKANANDA'S IDEAL OF KARMA-YOGA *

—Swami Vishuddhananda

Fifty years have elapsed since Swami Vivekananda issued an appeal asking for contributions from the public to help the Ramakrishna Mission Home of Service at Banaras. The Ramakrishna Mission became a registered body sometime later. It is, therefore, meet and proper that on the occasion of the GOLDEN JUBILEE of the institution we should remember the ideals that inspired a few disciples of Swamiji to start the Home of Service in this holy city. For work, uninspired by ideals, is puerile and worthless, leading, as it does, to the blind alley (of Samsara). Our endeavour should, therefore, be to live up to those ideals, the ideals that are in consonance with the

---

* Speech by Srimat Swami Vishuddhanandaji Maharaj, Vice-President, The Ramakrishna Math and Mission, on the occasion of the Golden Jubilee of the Ramakrishna Misson Home of Service, Banaras, on the 6th March, 1952.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

teachings of our scriptures, that are in accordance with the genius of our race and are sanctioned by the life and teachings of Sri Ramakrishna and Vivekananda. Then and then alone we shall be safe in the hands of God.

Swami Vivekananda laid down two ideals for the good of our country, or rather, he restated *the ancient ideal of India* in a new language suited to the present age in his own unique way. The two national ideals of India are, according to Swamiji, renunciation and service and his advice to us is to intensify her in these channels. This being done, the rest will automatically follow. He founded the twin institution known as the Ramakrishna Math and Mission on the basis of this ideal, the motto and the watchword of the institution being "Emancipation of the self and well-being of the world"—

आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च ।

Renunciation in its highest form means complete self-abnegation, that is, the total annihilation of the puny I, of the ego covered over with ignorance, attachment and selfishness, of the Kacha-I, the unripe ego (as Sri

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ramakrishna described it), so that the Higher Self, the Paka-I or the Eternal Self, may manifest Itself for the good of all. This is renunciation in its proper connotation, namely, the killing of the lower self with a view to manifest the Higher Self. Life then becomes a sacrifice to the welfare of humanity, or a conduit or channel for the flow of the divine will and power, promoting the welfare of mankind.

Now, what about service ? Service also, when done in the proper spirit leads to the purification of the self and the unfoldment of its pristine glory. No doubt, service ordinarily flows from the fullness of heart, out of love, sympathy, kindness, pity and all that ; but Swamiji's doctrine of service signifies something more besides these. It implies a method of self-realisation, and is a part of Sadhana (spiritual practice), a means to the attainment of Moksha (supreme bliss in Liberation). It has long been known in India as Karma-Yoga and Swamiji laid emphasis on this Yoga as specially suited to the present age. There is no doubt that the life and teachings of his great Master Sri Ramakrishna are the source and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

fountain-head of this, as well as of all other inspirations of Swamiji. An incident in Sri Ramakrishna's life will bear this out. It happened in 1884. One day Sri Ramakrishna was extolling "Kindness to all creatures." During the explanation he became absorbed in Samadhi and after regaining external consciousness he said "Kindness to living beings ! Fool ! who art thou, an insignificant creature to show kindness to them ? No, no ; not kindness, but service to them, looking upon them as Shiva Himself !" Swami Vivekananda, then known as Naren, was present there. Coming out of the room he said to some friends : I have found a new light today. This ecstatic utterance of the Master has shown to me that the Vedantic Monism (so long preached and practised in the forests) need not be a dry otherworldly affair. It can be brought to bear fruit in the midst of the din and bustle of the world. If men look upon the world and all beings as embodiments of the Divine and serve them and behave with them as such, they shall have their hearts purified even by the performance of their ordinary duties and realise themselves in the end, as parts of God. This outlook

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

will make the practice of Bhakti and Karma all the more easier and perfect.

This idea was also reiterated by Sri Ramakrishna in his conversation with Bankim Chandra Chatterjee, the great novelist, on the 6th of December, 1884, as recorded by M. in *Sri Sri Ramakrishna Kathamrita*. Says Sri Ramakrishna, "If a man dispassionately gives something to the poor he does a good turn to himself; it is not an act of conferring benefit on others. By this act he serves God (Hari) who resides in all. If Hari (God) is served, it is an act of doing benefit to one's own self; it is not doing good to others. If this service to Hari is done in all living beings, not only in men but even in the lower animals, and if the doer does not covet name and fame, does not want to go to heaven after death, does not want some benefit in return from those whom he is serving—if he serves in this manner—then his work is (निष्काम) dispassionately done; it is (अनासक्त) done without attachment. Dispassionate work done in this spirit conduces to his own good. This is called Karma-Yoga. This Karma-Yoga is also a path for the realisation of God."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

There are some words current at present, such as Harijana and Daridra-Narayana. These words are significant in this connection. Daridra (the destitute) is Narayana incognito. The service that is offered to him is actually service offered to (Narayana) God Himself. And the service to Daridra-Narayana was practically inaugurated by Sri Ramakrishna himself in his lifetime. It happened in this way. During his tour of pilgrimage to Banaras, Vrindaban and other places with Mathura Nath Biswas (son-in-law of Rani Rasamani), Sri Ramakrishna's heart was filled with divine compassion (Karuna) at the sight of the sorrow and poverty of some villagers near about Deoghar. He said to Mathura, "You are the steward of the Mother of the Universe. Feed these people to their fill, give a piece of cloth to each and also give them oil to anoint their heads with." Mathura hesitated at first. He said, "Father (Baba), we have to spend a good deal during the pilgrimage and these people are many in number. If we undertake to feed them now, we may have to suffer from want of money during the pilgrimage. What do you say in such circumstances?" Who then

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

listens to those words ? 'Baba's' heart was then filled with unprecedented pity at the sight of the misery of the villagers and he was shedding copious tears. Said he, "Go, go ! I shall not proceed to your Banaras. I shall remain with these people. **They have none to call them their own. I shall not forsake them."** So saying, he, like a petulant boy, went over to those people and sat in their midst. Seeing him thus filled with pity, Mathura had cloths brought from Calcutta and did everything as 'Baba' had insisted upon. So 'Baba' also became extremely delighted. He then took leave of these people and with a shining, smiling face came to Banaras with Mathura. There are more than one instance in which Sri Ramakrishna actually engaged himself in "Famine Relief Work." For example, he once again persuaded Mathura to feed the starving people, in a village near Ranaghat in Mathura's Zamindary (estate), give them cloths and remit their overdue rents. There is a significant utterance of Sri Ramakrishna to the effect that "Religion is not for empty stomachs". This utterance was also fervently taken note of by Swami Vivekananda and reiterated by him

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

again and again in his writings and speeches. It is therefore bounden on all, who would carry out Ramakrishna's Mission, to feed the hungry, clothe the naked, nurse the sick, remove people's physical and intellectual needs, so that they may be brought to a position to appreciate and practise religion. The only proviso is that **Sri Ramakrishna's workers should not forget the ideal which is realisation of God.**

This is practical Vedanta. Swamiji got it from Sri Ramakrishna and the core of this message is to look upon all as embodiments of God and to serve them with reverence and love, and thereby realise the highest knowledge, the knowledge of Unity, that is, the Knowledge of God in all beings as well as in the self. This path of service is a sure means to God-realisation. Sri Gita also says the same thing :—

तस्मादसक्तस्सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

"Therefore do you always perform actions which are obligatory, without attachment, By performing action without attachment one attains to the Highest". In this highest state one finds oneself completely absorbed in the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Universal Self: The Isha Upanishad says thus :—

यस्मिन् सर्वाणि भुतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥

"The state in which all living beings have become the Self to the Knower (the wise man) who sees the Oneness (of things), where is there (scope for) grief and delusion ?"

Sri Ramakrishna actually realised the vision of the *One* in the many : "I see Him", declared he, "*in all as All*. Men and other creatures all appear as veritable forms skin-bound, but the Lord is within ! If God is in everything, does he not exist in the sick, the diseased ? He can be directly worshipped not only in the temple of brick and mortar, but more than that, He can be worshipped in the temple of flesh and blood—in the tabernacle of the human body".

It is this vision of the one residing in all that made Swami Vivekananda declare with all the fervour of his soul that he would not mind taking birth again and again to serve the poor-God, the ignorant-God, the sick-God, the only God he believed in, namely, the sum total of all souls.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতামত

"শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণে"

—শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সান্নিধ্য ও কৃপা লাভ করিয়া শত শত ব্যক্তি ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ শুনিয়া বহু অশান্ত চিত্ত শান্ত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে এইরূপ নিখুঁত একটী চিত্র পরিবেশিত হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ পুস্তকটি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন।"

উদ্বোধন —ভাদ্র, ১৩৭০

"শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্মরণে"

— শ্রীকরালী কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম প্রেসিডেন্ট স্বামী বিশুদ্ধানন্দ আজ লোকান্তরিত। তাঁরই শুভ ৮১তম জন্মতিথি উপলক্ষে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থকার বিশুদ্ধানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। সে কারণ গুরুজী সম্বন্ধে সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁর অধিকতর জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। সাধনায় সিদ্ধি লাভ যেমন এক বস্তু, তেমনিই সেই সিদ্ধি লাভের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা আর এক বস্তু—সকলের পক্ষে তা সহজসাধ্য নয়।

আলোচ্য জীবনী গ্রন্থে গ্রন্থকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে, ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে এমন সকল বিষয় প্রসঙ্গতঃ প্রকাশ করেছেন যা তাঁর অধ্যাত্ম-বিষয়ে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। গ্রন্থখানি স্বামিজীর চিত্রশোভিত।"

দৈনিক বসুমতী

কলিকাতা, রবিবার, ১লা আষাঢ় ১৩৭০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দোষ ত মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়।

যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।"

—শ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশংকর সরকার

"কখনও কখনও আমার একপ্রকার ভাবাবেশ হয়—আমার মনে হয়, জগতের সবাইকে—সব জিনিষকে আশীর্ব্বাদ করি—সব জিনিষকে ভালবাসি—আলিঙ্গন করি। তখন দেখি, যাকে মন্দ বলে সেটা একটা ভ্রান্তি মাত্র।"

লণ্ডন, ৬-৭-১৮৯৬ —স্বামী বিবেকানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi